মাসুদ রানা

রক্তচোষা

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

রক্তচোষা

[একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস]

কাজী আনোয়ার হোসেন

নিখোঁজ ছেলের শোকে কাতর এক মাকে সাহায্য করতে গিয়ে কঠিন বিপদে পড়ে গেল মাসুদ রানা। এক সময় পাওয়া গেল ছেলেটির খোঁজ, বোঝা গেল খুব তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা না গেলে মেরে ফেলা হবে তাকে।

এমন এক সময়, যখন কারও সাহায্য পাওয়া গেল না। তাই বাধ্য হয়ে; জীবনে অস্ত্র চোখে দেখেছে কি না সন্দেহ, এমন তিন আনাড়িকে নিয়ে 'কমান্ডো বাহিনী' গঠন করতে হলো রানাকে।

বাঘের মুখের গ্রাস কেড়ে আনতে ছুটল ওরা!
কাজটা কি এতই সোজা?
পারবে কি ওরা সফল হতে?



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ২৫৮

রক্তচোষা

একখণ্ডে সমাপ্ত

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী



চৌত্রিশ টাকা

ISBN 984 - 16 - 7258 8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-258
RAKTOCHOSHA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক

মুম্বাই।

হোটেল শেরাটন। বিলাসবহুল এক্‌জিকিউটিভ সুইটের লিভিংরুমের সোফায় বসে আছে মাসুদ রানা। হাতে একটা সাঙ্কেতিক মেসেজ, এসেছে ঢাকা থেকে। পাঠিয়েছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাথা, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। মুম্বাইয়ের বিসিআই এজেন্ট এইমাত্র বার্তাটা পৌঁছে দিয়ে গেছে।

কয়েকবার মেসেজটা পড়ল রানা। কপাল কুঁচকে আছে চিন্তায়। এই মুহূর্তে গা ঢাকা দিতে বলা হয়েছে ওকে। যে করে হোক, সবার অলক্ষে ভারত ছেড়ে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসিবতের কথা!

সপ্তাহদেড়েক হলো মুম্বাই এসেছে মাসুদ রানা, বাংলাদেশের এক নামকরা ব্যবসায়ীর পরিচয়ে। গ্যাট হয়ে বসে আছে শেরাটনে। দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে, ফলে অনেকেরই চোখ পড়েছে ওর ওপর। একে 'বিরাট' ব্যবসায়ী, তারওপর ইয়াং, লেডিকিলার মার্কা চেহারা। চারপাশের ভিড় দিনে দিনে বড় হয়েছে। সবাই আসে কিছু না কিছু প্রাপ্তির আশায়। কেউ ব্যবসা, কেউ প্রতিশ্রুতি। মুম্বাই হাই সোসাইটির মেয়েরাও আছে ভিড়ে।

এদের সংখ্যাই বেশি। সারাদিন রঙচঙে প্রজাপতির মত রানার

চারপাশে ঘুরে বেড়ায় ওরা। প্রথম তিনদিনেই এ দেশের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার চোখ পড়েছে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীটির ওপর। তার দেদার খরচ আর ঠাট-বাট দেখে সন্দিহান হয়ে তার আসল পরিচয় বের করার কাজও শুরু করে দেয় ওরা, কিন্তু দু'কদম যেতে না যেতে ব্রেক কষতে হয়েছে। কারণ দিল্লির কড়া হুকুম—চেপে যাও। অন্য পথে হাঁটো।

এখানে বসে আছে রানা বিশেষ এক কারণে। দক্ষিণ-পুব এশিয়ার কয়েকটি দেশ—বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা আর ভুটানের আন্ডারগ্রাউন্ডে গত কয়েকমাস থেকে জোর তৎপরতা চলছে বিশেষ কিছু আইটেমের বাজার সম্প্রসারণের। যার অন্যতম হচ্ছে হেরোইন, আফিম আর অত্যাধুনিক স্মল ফায়ার আর্মস।

দীর্ঘদিন থেকে নিউ ইয়র্কের এক মাফিয়া পরিবার মুম্বাইয়ের মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের মাধ্যমে এ ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল। কয়েক বছর আগে ভেঙে পড়ে সে ব্যবস্থা। বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় দাউদ ইব্রাহিমের আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়ে। পুলিসের তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় লোকটা, ফলে নিউ ইয়র্কের ডনের ব্যবসার অবকাঠামো ভেঙে পড়ে।

তাকে মেরামত করতে মুম্বাই আসছে সে। শুধু মেরামতই নয়, ব্যবসার শাখা এবং বাজার যত বেশি সম্ভব সম্প্রসারণ করতে ইচ্ছুক সে। আগে অন্য দেশগুলোয় ব্যবসা চলত তার ভারতের মাধ্যমে, এখন মাধ্যম থাকবে না। সব দেশে থাকবে আলাদা আলাদা নেটওয়ার্ক, সরাসরি নিউ ইয়র্কের সাথে যোগাযোগ থাকবে তাদের। এক দাউদ ইব্রাহিমের জায়গায় জন্ম নেবে পাঁচ দাউদ ইব্রাহিম।

সবুজ সঙ্কেত পেয়ে একে একে মুম্বাই এসে হাজির হয়েছে তারা, অপেক্ষায় আছে নিউ ইয়র্কের ডনের। মাসুদ রানাও আছে সেই

অপেক্ষায়। মাথাটাকে উপড়ে ফেলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে। রানার সূত্রমতে আর তিনদিন পর মুম্বাই আসছে মাথা, সেদিনই বৈঠকে বসবে সে পাঁচ দেশের পাঁচ হবু ডনের সাথে। কোথায় বৈঠক বসবে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, মানে টাকা উড়িয়ে সে-তথ্যও বের করে ফেলেছিল রানা, এমন সময় এই সাঙ্কেতিক বার্তা। সারমর্মটা এ-রকম:

কভার ফাঁস হয়ে গেছে। ওরা জেনে গেছে তোমার আসল পরিচয়। দু'সদস্যের চারটে তামিল সুইসাইড স্কোয়াড তোমাকে হত্যার উদ্দেশে কলম্বো ত্যাগ করেছে, যে কোন মুহূর্তে মুম্বাই পৌঁছে যাবে ওরা। কাজেই এই মুহূর্তে গা ঢাকা দাও—ভারত ত্যাগ করো। আলেকজান্দ্রা ডকের কাস্টমস জেটিতে বোট রেডি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

বার্তাটা বেশ সংক্ষিপ্ত, তবে সাঙ্কেতিক বলে মর্ম উদ্ধার করতে পুরো আধঘণ্টা ব্যয় হলো মাসুদ রানার। সন্ধের অন্ধকার জেঁকে বসেছে তখন। সারা মুম্বাই ভাসছে আলোর বন্যায়।

সব ফেলে শুধু ব্রীফকেসটা নিয়ে হোটেল ত্যাগ করল মাসুদ রানা। পিছনের সার্ভিস স্টেয়ার দিয়ে সবার অলক্ষে নেমে এল রাস্তায়, ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল ডকের দিকে। ডকে ওর অপেক্ষায় ছিল বিসিআইয়ের মুম্বাই এজেন্ট সরফরাজ। হাতে একগাদা কাগজপত্র—পোর্ট অথরিটির ছাড়পত্র, চার্ট ইত্যাদি। ভারত ছাড়তে হবে, এই পর্যন্ত জানে মাসুদ রানা, কিন্তু কোনদিকে যাবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। ভাগ্য ভাল যে সে সমস্যার সমাধান রাহাত খান করে দিয়েছেন।

সময়টা যাতে স্রেফ ঘুরে বেড়িয়ে কাটাতে পারে ও, উপভোগ করতে পারে সাগর ভ্রমণ, নতুন নতুন জায়গা ঘুরে দেখতে পারে, সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। প্রথমে ওকে মালদ্বীপ যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বৃদ্ধ, সেখান থেকে সেইশেলস্, তারপর পুব আফ্রিকার

কয়েকটা দ্বীপ হয়ে ফিরতি পথ ধরতে হবে। ব্যক্তিগত এক চিঠিতে রানাকে নিশ্চিন্তে ছুটি উপভোগ করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কোনও কারণে আচমকা বাতিল করা হবে না এবারের ছুটি।

সরফরাজকে অনুসরণ করে অপেক্ষমাণ বোটে এসে উঠল মাসুদ রানা। বেশ পুরানো একটা বোট—চল্লিশ ফুটী। মোটর এবং পাল দুটোতেই চলে। এনজিনটা পারকিনস, কয়েক দশক আগের মডেল। দেখলে খুব একটা ভরসা হয় না। তবু, এই ভাল হয়েছে, ভাবল মাসুদ রানা। ইচ্ছে করলে অত্যাধুনিক একটা বিলাসতরীর ব্যবস্থা ঠিকই করতে পারতেন রাহাত খান, কিন্তু তাতে মানুষের চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত, এটার বেলায় তা হবে না।

যে বন্দরেই যাক, মানুষ বিশেষ আগ্রহের চোখে তাকাবে না এটার দিকে। ভবিষ্যৎ সাগর-ভ্রমণের কথা ভেবে বেজার মনটা একটু একটু করে প্রসন্ন হয়ে এল মাসুদ রানার।

'মালদ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার, ফুয়েল, সবই জোগাড় করে রেখেছি,' বলল সরফরাজ। খুদে হুইল হাউসের সামনের খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে আলেকজান্দ্রা ডক। দিনের কাজ থেমে গেছে অনেক আগেই, কিন্তু মানুষজনের, বিশেষ করে শ্রমিকদের আনাগোনার কমতি নেই। জেটির এখানে ওখানে জটলা করছে তারা, মজুরি ভাগ বাটোয়ারার কাজে ব্যস্ত। নানান ভাষায় কথা বলছে মানুষগুলো।

'ভাল করেছেন, ধন্যবাদ।' তার হাত থেকে কাগজপত্র নিল মাসুদ রানা। এক প্লাস্টিক ফোল্ডারে পাঞ্চ করা আছে সব। ওঠার সময় তাড়াহুড়োয় বোটের নামটা দেখা হয়নি, পোর্ট অথরিটির ছাড়পত্রে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা। মারমেইড—মৎস্যকন্যা। মুম্বাইতে রেজিস্ট্রি

করা।

'এখানকার বাকি কাজ শেষ করার জন্যে ঢাকা থেকে আপনার রিপ্লেসমেন্ট আসছে,' বলল সরফরাজ। 'কিন্তু...'

'কি?' ফাইল থেকে চোখ তুলল মাসুদ রানা।

'আপনার পরিচয় ফাঁস হলো কি করে তাই ভাবছি।'

অন্যমনস্ক চোখে দূরে আউটার অ্যাঙ্কোরেজের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। অনেকগুলো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে ছাড়াছাড়াভাবে। টিমটিম করে জ্বলছে ওগুলোর আলো। 'আমিও তাই ভাবছি।'

'এখনই রওনা হয়ে পড়ুন, মাসুদ ভাই। দেরি করা ঠিক হবে না।'

'হ্যাঁ। ভাবছি রাতটা আউটার অ্যাঙ্কোরেজে কাটাব। তারপর সকাল হলে শুরু করব যাত্রা।'

'তাই করুন। তবে কোন জাহাজের ধারেকাছে থাকবেন না, বিপদ ঘটে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে।'

হাসল রানা। 'সতর্ক করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, সরফরাজ। আমি সাবধান থাকব।'

'যদি বলেন, রাতটা আপনার সাথে কাটাতে পারি আমি, মাসুদ ভাই।'

'কোন প্রয়োজন নেই। আপনি চলে যান।'

পাঁচ মিনিট পর জেটি ত্যাগ করল মৎস্যকন্যা। ধীরগতিতে পিছিয়ে এসে নাক ঘোরাল গভীর সাগরের দিকে, তারপর গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলল লেজে আলোড়ন তুলে। এক সময় আঁধারে মিলিয়ে গেল খুদে বোট, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে চলল সরফরাজ।

মুম্বাইয়ের এক হাজার মাইল দক্ষিণে, মালদ্বীপের রাজধানী মালের এক অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে রান্নাঘরের দুয়ারে বসে মনের দুঃখে কাঁদছে এক

তরুণী, লানি সাটো। গত তিন মাসে এই নিয়ে পাঁচবার হলো, ভাবছে সে। নিজেকে লোভী, নারী-মাংসভোজীদের হাত থেকে রক্ষা করতে দু'মাসে পাঁচবার জায়গা বদল করতে হয়েছে লানিকে।

পনেরো কি ষোলো হবে লানির বয়স। আধা চাইনিজ আধা সুমাত্রান। তিন মাস হয়েছে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে লানি সাটো। সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী সে। হালকা হলুদাভ চামড়া গায়ের। এই রং পেয়েছে ও চীনা বাবার কারণে। ডিমের মত চমৎকার মুখমণ্ডল, কোমর পর্যন্ত একমাথা ঘন, কুচকুচে কালো চুল। খাড়া নাক, টানা হরিণ চোখ। সুগঠিত ঝকঝকে মুক্তোর মত দাঁত, হাসলে টোল পড়ে গালে। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে ও।

খুব গরীব ওরা। তবে এক সময় বাপের পয়সাকড়ি ছিল প্রচুর, মালের সবচেয়ে বড় মুদি দোকানের মালিক ছিল সে বছর দশেক আগে। সে সব আজ ইতিহাসের বিষয়। মদ আর মেয়েমানুষের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল মানুষটির, ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।

ব্যবসা অনেক আগেই খুইয়েছে সে। বিষয় সম্পত্তি যা অর্জন করেছিল, তাও উড়িয়েছে নেশার পিছনে। তারপর সর্বস্বান্ত হয়ে পেটের দায়ে চাকরি নিতে হয়েছে আরেক মুদি দোকানে। এ-ছাড়া আর কোন কাজ জানে না লোকটা। চার ভাই, তিন বোনের বিরাট সংসার। যা বেতন, তাতে কিছুই হয় না তারওপর সবচেয়ে বড় মুশকিল হয়েছে, দিনে দিনে যত পতন হয়েছে লানির বাবার, ততই মদ আর নারীর প্রতি তার আসক্তি বেড়েছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে এক কঠিন ব্যাধি—লিভার সিরোসিস। মদ খেয়ে লিভার পচিয়ে ফেলেছে মানুষটা। মদ-মেয়ে আর চিকিৎসা, এসবের পিছনেই বেতনের সামান্য পয়সা উড়িয়ে দেয় সে, সংসারের কোন দিকেই নজর নেই।

বড় দুই ভাই আছে লানির, মহল্লার রংবাজ তারা। মাস্তানি করে

বেড়ায়। সংসারে এক পয়সা দিয়ে সাহায্য তো করেই না, বরং প্রায়ই উট্‌কো পুলিসী ঝামেলা বাধিয়ে বিপদে ফেলে মা আর লানিকে।

সংসার সচল রাখার জন্যে স্কুলের সময়টা বাদে মার সাথে পাড়ার এক দর্জির দোকানে টুকটাক কাজ করে সে দিনের বেলা, তারপর গভীর রাত পর্যন্ত চলে পরীক্ষার প্রস্তুতি। সামনেই ফাইন্যাল। এই সময়; তিন মাস আগে, দুনিয়ার যত বালা-মুসিবত এসে পড়ল ওরই ঘাড়ে। অতিখাটুনির ফলে মারও তখন অবস্থা কাহিল।

হঠাৎ একদিন লানির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির বাবার দোকানের মালিক স্বয়ং। ষাটের ওপরে বয়স তার, তিন স্ত্রী বর্তমান, তারপরও আরেক বিয়ে করা চাই। লোকটা ওর বাপের মতই লম্পট, জানত লানি। স্বাস্থ্য কঙ্কালসার। সারাক্ষণ যক্ষ্মারোগীর মত খক্কর খক্কর করে কাশে। চোখের কোণে পিচুটি আর ঠোঁটের কোণে ঘা তার প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী। যেদিন ঠেকায় পড়ে বাবার দুপুরের খাবার নিয়ে দোকানে যেতে হত লানিকে, সেদিনই ত্যক্ত করত ওকে মানুষটা। জোর করে কাছে বসিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, নিচু কণ্ঠে অশ্লীল রসিকতা করে, যা-তা বলে। বাপ সে সব দেখেও দেখে না। বরং লানির সন্দেহ, সে যেন মালিককে পরোক্ষে উৎসাহ জোগাত। মেয়েকে তার কাছে বসিয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যেত নানান ছুতো দেখিয়ে।

এরকম কয়েকবার ঘটে যেতে কথাটা মাকে জানায় লানি, শুনে কেবল দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছে মা। ওকে আড়াল করে চোখের পানি মুছেছে। ওই পর্যন্তই ছিল মার ক্ষমতা। তবে তারপর আর কখনও ওকে দোকানে পাঠায়নি মা।

সেই ষাটের মড়া বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে শুনে মাথার মধ্যে গড়বড় হয়ে গেল লানি সাটোর। বাপ অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল; ও

যদি রাজি হয়, যৌতুক তো লাগবেই না, উল্টে বরং জামাই পঞ্চাশ হাজার রুপী নগদ দেবে। শ্বশুর-শাশুড়িকে জমি দেবে, ঘর তুলে দেবে। ভাইদের চাকরি-বাকরি ইত্যাদি পাইয়ে দেবে। বাপের আগ্রহের কারণ বুঝল লানি। কিন্তু তার 'না' আর 'হ্যাঁ' হলো না।

অবশেষে তৃতীয় রাতে খেপে গেল মাতাল বাপ। এতবড় লাভ হাতছাড়া হয়ে যাবে, মানতে রাজি নয় সে কিছুতেই। দুই রংবাজ ছেলেকে সাথে নিয়ে এমন মারই মারল লানিকে, যা দেখে পাড়া-পড়শীর অনেকের চোখেই পানি এসে গিয়েছিল। বাঁ হাত ভেঙে গেল ওর। বাঁ কানের পর্দা ফেটে গেল। পাড়ার কেউ একজন বুদ্ধি করে পুলিসকে খবর দিলে তারা এসে উদ্ধার করল ওকে। ভর্তি করে দেয়া হলো হাসপাতালে।

প্রচণ্ড জ্বরে পুরো দু'দিন বেহুঁশ ছিল লানি। তৃতীয় দিন বিকেলে জানতে পারে ওকে যখন বেদম মার মারছিল বাপ আর দুই ভাই, তখন ঠেকাতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিল মা, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই জ্ঞান আর ফেরেনি তার, পরদিন দুপুরের দিকে চিরতরে চলে গেছে মা। বাপ হাজতে, দুই ভাই পলাতক। মামলা আদালতে ওঠার অপেক্ষায়।

পর পর কয়েকদিন কেমন এক ঘোরের মধ্যে দিয়ে কেটেছে লানির। বেডে শুয়ে কেবলই কেঁদেছে। ওর কান্না দেখে খটমটে স্বভাবের নার্সরাও চোখের পানি মুছেছে। দু'সপ্তাহের মত লাগল মোটামুটি সুস্থ হতে। কানের ব্যথা ভোগাচ্ছিল খুব। রিলিজ পেলেও হাসপাতাল ছাড়ল না লানি সাটো। মনে ভয়, বাড়ি ফিরে গেলে এবার আর রেহাই নেই। যে ভাবেই হোক ওই দুশ্চরিত্র বুড়োর সাথে লম্পট, লোভী বাপ ওকে বিয়ে দিয়েই ছাড়বে। ততদিনে জামিনে ছাড়া পেয়েছে বাপ, একদিন হাসপাতালে এসে মেয়ের জন্যে মায়া কান্নাও কেঁদে

গেছে।

সারাটা দিন হাসপাতালের বারান্দায় বসে কেঁদে কাটাল লানি। অবশেষে এক নার্সের দয়া হলো, সে ওকে আশ্রয় দিল নিজের বাসায়। কিন্তু বেশিদিন টিকল না সে আশ্রয়। প্রথম দিন থেকেই নার্সের স্বামীটির চাউনি ভাল ঠেকেনি লানির। কিছু করার নেই, তাই নিজেকে যথাসম্ভব সেরে সামলে চলতে লাগল ও। সুবিধেও ছিল, মানুষটি মাছ ব্যবসায়ী, নিজের ছোট দুটো ট্রলার আছে। সাগরেই কাটে তার বেশিরভাগ সময়। মাসে দু'একবার বাড়ি আসে, তিন-চারদিন কাটিয়ে আবার চলে যায়। স্বামী যখন বাসায় থাকে, স্ত্রী কড়া নজর রাখে তার ওপর। লোকটার গুণের খবর জানত সে ভালই।

কিন্তু এক বিকেলে আচমকা বাড়ি এসে হাজির সে। তখন বিকেল, স্ত্রী ফেরেনি ডিউটি থেকে। ওই সময় কোনকালেই ফেরে না সে। ঘরে লানি একা। ঢুকেই ওকে জাপটে ধরল লোকটা। বাঁ হাতে তেমন জোর নেই, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করল লানি বাধা দেয়ার, কিন্তু বিশেষ সুবিধে হলো না। এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ল সে, আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের বাড়ির এক মেয়ে এসে হাজির। লানির চাইতে দু'এক বছরের ছোট মেয়েটি, রোজই সেলাই শিখতে আসে ওর কাছে। বেডরুমের ভেড়ানো দরজা খুলেই থমকে দাঁড়াল মেয়েটি, ভেতরের দৃশ্য দেখে চক্ষুস্থির। ধরা পড়ে পালিয়ে গেল নার্সের স্বামীপ্রবর। সেই রাতেই জানাজানি হয়ে গেল ঘটনা।

হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে পরদিন লানিকে আর কোথাও আশ্রয় খুঁজে নিতে বলে বিদায় করে দিল নার্স। যে মেয়ে ঘটনা দেখে ফেলে, তার মা এসে যেচে নিয়ে গেল ওকে। মাসখানেক ভালই কাটল সে বাড়িতে, তারপর সেই একই বিপদ দেখা দিল। বাড়ির বড় ছেলে,

বয়সে লানির কিছু ছোটই হবে, পাড়ার উঠতি মাস্তান। প্রায়ই গভীর রাতে বাড়ি ফেরে। তার জন্যে দরজা খুলতে লানিকেই বসে থাকতে হয়। তার খাওয়া শেষ হলে তবে ছুটি।

এক রাতে পাড়ার ক্লাবে ব্লু ফিল্ম্ দেখে চোখে রঙিন নেশা নিয়ে বাড়ি ফিরল সে. ফিরেই ছুরি নিয়ে চড়াও হলো লানির ওপর। ধস্তাধস্তির সময় একটা কাঁচের গ্লাস ভেঙে যাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল গৃহকর্ত্রীর, ফলে সে যাত্রাও অল্পের জন্যে রেহাই পেল লানি। এরপর আবার আশ্রয় বদল।

এভাবে দিন যায়। যেখানেই আশ্রয় জোটে, কিছুদিন ভাল কাটে, তারপর আবার সেই একই বিড়ম্বনা। দু'দিনেই ওর রূপ আর যৌবন কাল হয়ে দেখা দেয়। সেলাই-ফোঁড় জানে, তাই চাকরির চেষ্টাও করে দেখেছে লানি। পাওয়া যায় না তা নয়, পাওয়া যায়, তবে সেখানেও মালিকরা বাড়তি অনেক কিছু চায়।

শূন্যে ভাসতে ভাসতে তিনটা মাস কেটে গেল লানির। এর পর হঠাৎ গতকাল পথে সেই ঘাটের মড়ার সামনে পড়ে গেল ও দুর্ভাগ্যবশত। আরও দু'জন ছিল তার সাথে। তারা ওকে জোর করে ধরেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল রাস্তা থেকে। সেদিন জানা গেল, লানিকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাবা নাকি অনেক টাকা নিয়েছে তার কাছ থেকে। লোক জড়ো হয়ে যাওয়ায় সুবিধে করতে পারেনি লোকটা, তবে খবর জায়গামত পৌঁছে দিল। একটু পরই মাস্তান দুই ভাই ছুটে এল। এতদিন পর বোনের সন্ধান পেয়ে খুশি ঠিকই হয়েছে তারা, কিন্তু তার কারণ ভিন্ন। একটু পর বাপও এল।

অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল লানিকে। এবারও ওর 'না' 'না-ই' থাকল। ব্যর্থ হয়ে আশ্রয়দাতাকে ধরল এবার ওর বাবা। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, সে যদি ওকে তার হাতে তুলে না দেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা করবে সে।

একটু আগে ফিরে গেছে বাপ দুই ছেলেকে নিয়ে। একদিনের সময় দিয়ে গেছে গৃহকর্তাকে—কাল আবার আসবে লানিকে নিয়ে যেতে। ওর আশ্রয়দাতা গোবেচারা মানুষ, হুমকি-ধামকি শুনে ঘাবড়ে গেছে। ওটা এক দুঃখ, তার সাথে রাত পোহালে কি ঘটবে, সেই দুশ্চিন্তায় মন ছেয়ে আছে, তাই কাঁদছে লানি সাটো। অস্থির লাগছে মনটা তখন শেষ বিকেল।

কেঁদে কেঁদে বুক হালকা হলো এক সময়। চোখের পানি মুছে উঠল লানি। মনস্থির করে ফেলেছে, আত্মহত্যা করে সমস্ত জ্বালা জুড়াবে। তবু ফিরে যাবে না। পায়ে পায়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও। চারদিক ভালমত আঁধার হোক, তারপর সবার অলক্ষে ঝাঁপ দেবে লেগুনে। কালো ট্রাউজার আর সাদা টি শার্ট পরে আছে মেয়েটি, সাগর ছুঁয়ে ধেয়ে আসা জোর বাতাসে উড়ছে এলো চুল।

লোকালয় ছেড়ে সাগরতীরের অপ্রশস্ত, ক্ষতবিক্ষত রাস্তায় এসে উঠল লানি। পার হয়ে ওপাশের বালিমোড়া সৈকতে চলে এল, তারপর তীর ধরে হাঁটতে থাকল অলস পায়ে। মাইলখানেক সামনে মালের মূল বন্দর এলাকা, সেদিকে চলেছে আনমনে। কিছুদূর গিয়ে পিছনে তাকাল লানি একপলক। এখানে সেখানে খেলা করছে শিশু-কিশোররা, এ বাড়ি ও বাড়ির আঙিনা কি সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে অলস গল্পে মেতে আছে বউ-ঝিরা। তাদের পিছনে সারি সারি ঘরবাড়ি। নিচু, বেশিরভাগই টিনের চালওয়ালা। শেষ বিকেলের আলোয় চিক্ চিক্ করছে।

জায়গাটা মালের পুরানো অংশ, ঘিঞ্জি এলাকা। আধুনিকতার ছোঁয়া তেমন একটা লাগেনি এদিকে।

মূল বন্দরের কাছের এক কাঠের জেটির পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লানি সাটো। অবাক হয়ে তাকাল নিজের চারদিকে। এতদূর এসে পড়েছে দেখে বেশ অবাক হয়েছে যেন। জেটি শূন্য, একটা নৌকাও

নেই। শ'তিনেক গজ সামনে আরেকটা জেটি আছে, সেটাও কাঠের, অনেক বড়। নৌকা, ট্রলার, ক্রুজ বোট সবই আছে ওটায়।

জেটিতে উঠে পড়ল লানি। পানির কিনারার দিকে গিয়ে বসল। সন্ধে নামতে তখনও আধ ঘণ্টামত বাকি। লেগুনের নীল পানির দিকে তাকিয়ে আবার নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় ডুবে গেল লানি সাটো। মার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। ওকে বাঁচাতে গিয়ে বেচারী নিজে মরল, তাকে এক নজর শেষ দেখাও দেখতে পেল না, এমনই দুর্ভাগ্য লানির।

এই যে ওর সামনের বিস্তীর্ণ লেগুন, সোজা চলে গেছে সুমাত্রা। সেখানকার মেয়ে ছিল মা। বেশ পয়সাওয়ালার মেয়ে। লানির নানা ছিল সুমাত্রার নামকরা ব্যবসায়ী। ভাগ্যের খোঁজে বহু বছর আগে চীনের ক্যান্টন থেকে প্রথমে সিঙ্গাপুর আসে তার বাবা, সেখান থেকে সুমাত্রার উত্তর পুব উপকূলের মেডানে গিয়ে থানা গাড়ে।

একদিন একে অন্যের প্রেমে পড়ে বাবা-মা। সে তখন ছিল নানার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামান্য এক কর্মচারী। এই সময় এথনিক চাইনিজদের প্ররোচনায় ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি সুকর্ণ সরকারকে উৎখাতের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। খেপে গিয়ে চীনাদের নির্মূল করার নির্দেশ দেন সুকর্ণ। পরের ছয় মাস দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয় ওদেশের আর্মি, সারাদেশে কম করেও দু'লাখ চীনাকে হত্যা করে তারা। এর মাত্র কয়েক মাস আগে বিয়ে হয় লানির মা-বাবার।

প্রাণভয়ে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে আসে সে মালদ্বীপে। সে যুগে স্রেফ একটা জেলে দ্বীপ ছিল মালদ্বীপ। বিদায়ের সময় শ্বশুর প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়ে দেয় জামাইকে। সেই টাকায় মালেতে এসে বড় এক মুদি দোকান খোলে সে, দিনে দিনে ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। সংসারের সেই সুদিনের কথা একটু একটু মনে আছে লানির। যখন ও সবে বুঝতে শিখছে, তখনই শুরু হলো সংসারের দুর্দিন। বাবাকে মদ আর

মেয়েমানুষের নেশায় পেয়ে বসল হঠাৎ করে।

তার পিছনে দু'হাতে টাকা ওড়াতে গিয়ে উল্কার বেগে পতন হলো বদ মানুষটার। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে কাউকে রেহাই দিত না। বাঁধাধরা নিয়মে নিত্য পেটাত গরুর মত। তবু তো চলছিল দিন, মা-মেয়ে মিলে যে করেই হোক, একেবারে অচল হয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সংসার। কিন্তু অমানুষটা যে

একটা গুরুগম্ভীর এনজিনের আওয়াজে সচকিত হলো লানি সাটো। ছোট একটা মোটর বোট বড় জেটিতে ভেড়ার চেষ্টা করছে। চিন্তায় এতই ডুবে ছিল ও, বোটটা কখন কোনদিক থেকে বন্দরে এল। খেয়ালই করেনি। ভেড়ার চেষ্টায় কয়েকবার আগুপিছু করল বোটটা, কিন্তু ওখানে জলযানের উপস্থিতি বেশি বলেই হয়তো সে চেষ্টা বাদ দিল ক্যাপ্টেন। ঘুরে এই জেটির দিকে এগিয়ে আসতে থাকল মন্থরগতিতে।

এসে পড়েছে। বোর পাশে নাম লেখা আছে ওটার—মারমেইড জেটির কাছে এসে গতি আরও পড়ে গেল বোটের। তেরছাভাবে এগিয়ে এসে জেটির গায়ে মৃদু ঘষা খেয়ে থেমে পড়ল ওটা। এনজিন অফ হয়ে গেছে আগেই। হুইল হাউস থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল মারমেইডের দীর্ঘদেহী ক্যাপ্টেন। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঢোলা হাফ প্যান্ট পরে আছে সে, গায়ে আকাশী নীল স্যান্ডো গেঞ্জি। মাথায় ক্যাপ। পায়ে চপ্পল।

বোটের নাকের সাথে বাঁধা ম্যানিলা রোপের টো লাইনের অন্য প্রান্ত নিয়ে লাফিয়ে জেটিতে নেমে পড়ল ক্যাপ্টেন, কষে বাঁধল বোট। তারপর দূরে বসা একাকিনীর উদ্দেশে মিষ্টি এক টুকরো হাসি উপহার দিল। 'হ্যালো!'

জবাব দিল না লানি, চোখের পানি মুছল কেবল। হাসিটা হোঁচট খেল ক্যাপ্টেনের, চোখের পাশ কুঁচকে উঠল। দ্রুত চারদিকে নজর

বুলিয়ে নিল সে। উঠে পড়ল বোটে। একটু পর পিছনের টো লাইন নিয়ে নামল আবার, ওটাও বাঁধল। তারপর হাফ প্যান্টের পিছনে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল লানির দিকে। চেহারায় হাসির আভাস। 'স্পীক ইংলিশ?'

আবার চোখ মুছল লানি, মাথা দোলাল। 'অল্প অল্প।'

'আমি মাসুদ রানা।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল মেয়েটি। 'আমি...আমি লানি।'

'তুমি কাঁদছিলে,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল ও।

উত্তর নেই।

'থাকো কোথায়?'

উত্তর নেই।

'সন্ধে হয়ে গেছে। এরকম নির্জন জায়গায় তোমার একা বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না। বাসায় যাও।'

বাসার কথায় বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল মেয়েটির, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি গড়াতে শুরু করল আবার।

বোকা বনে গেল মাসুদ রানা। 'আচ্ছা, চলো। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। ওঠো।'

নড়ল না লানি। কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল।

এইবার টনক নড়ল ওর। মেয়েটির সমস্যা যাই হোক, সেটা যে কঠিন কিছু, তাতে কোন সন্দেহই রইল না। নইলে কেন এক সুন্দরী, সোমত্ত মেয়ে এমন অসময়ে একা সাগর পারে বসে কাঁদবে? স্বামী মেরেছে? বের করে দিয়েছে বাসা থেকে? নাকি বাপ পিট্টি লাগিয়েছে? না আর কিছু?

অন্য লাইন ধরল মাসুদ রানা। 'বুঝেছি,' বলে হাসল। 'বাড়ি যেতে চাও না তুমি, এই তো?'

তবু লানি নিরুত্তর। ওকে দেখছে অপলক চোখে।

'কার ওপর রাগ তোমার?'

'কপালের ওপর।'

'তা ওটার ওপর রাগ করে এখানে একা বসে থাকা কি ঠিক হচ্ছে তোমার? এতে বরং কপালে আরও দুর্ভোগ জুটবে। চলো, ওঠো।'

এই সময় দূর থেকে একটা হাঁক শোনা গেল। কারা যেন আসছে এদিকে। 'মনে হয় কাস্টমস,' আনমনে বলল মাসুদ রানা। জেটির গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের দিকে এগোল।

নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে একটা টর্চলাইট। রানার ধারণাই ঠিক। দু'জন কাস্টমস অফিসার জেটিতে এসে উঠল, সাধারণ কুশল বিনিময় সেরে রানার কাগজপত্র দেখতে চাইল। তাদের নিয়ে বোটে উঠল মাসুদ রানা। আগন্তুকরা কেউ খেয়াল করেনি লানিকে। ব্রিজের আলো জ্বেলে মুম্বাই পোর্ট অথরিটির ছাড়পত্র ইত্যাদি দেখাল রানা। সন্তুষ্ট হয়ে তার ওপর মালে বন্দরের এন্ট্রি সীল বসিয়ে দিল তাদের একজন।

'এখানে ক'দিন থাকবেন, স্যার?' ফোরডেকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল সিনিয়র অফিসার।

'শুধু আজকের রাতটা। কিছু কেনা-কাটা সেরে খুব ভোরে রওনা হয়ে যাব সেইশেলস্।'

'আপনার ভ্রমণ সুখের হোক, স্যার।'

'ধন্যবাদ।'

চলে গেল দুই অফিসার। ব্রিজ লক্ করে নেমে এল মাসুদ রানা। সন্ধে আরও আগেই নেমেছে। চারদিকে ঝিঁঝি পোকার কোরাস চলছে। 'অনেক হয়েছে,' লানির উদ্দেশে বলল রানা। 'এবার উঠে পড়ো।'

ওকে অবাক করে দ্রুত উঠে দাঁড়াল লানি, হন্ হন্ করে নেমে গেল

জেটি থেকে। 'অ্যাই মেয়ে! একা যেয়ো না, দাঁড়াও!'

কে শোনে কার কথা! ওর দ্বিগুণ গতিতে হেঁটে সৈকত অতিক্রম করল সে, তারপর রাস্তা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। কয়েক মুহূর্ত ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা, আপনমনে হাসল একটু। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের পথ ধরল।

দুই

নিউ ইয়র্ক।

কাত হয়ে মড়ার মত পড়ে আছে কার্সটি হেউড। পোড়া দু'চোখের লবণ পানির অবিরল ধারায় বালিশ ভিজে একাকার। বিড় বিড় করে একই কথা উচ্চারণ করছে সে থেকে থেকে। 'কেন, ঈশ্বর! এত কষ্ট, এত দুঃখ আমাকেই কেন দিলে? কি এমন অপরাধ আমার?'

কার্সটি হেউড বিধবা। গত বছর শিকাগোয় এক ভয়াবহ ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে স্বামী কেভিন। ওদের একমাত্র ছেলে, গ্যারেটের বয়স তখন সতেরো ছাড়িয়েছে। শারীরিক জটিলতার কারণে ছেলের জন্মের সময় কার্সটির জরায়ু ফেলে দিতে বাধ্য হয় ডাক্তাররা। দ্বিতীয় সন্তান ধারণে অক্ষম, তাই গ্যারেটের সব ব্যাপারে ছিল তার কড়া খবরদারি।

ছেলে জোরে একটা হাঁচি দিলেও কলজে উড়ে যেত কার্সটির।

গ্যারেটের প্রতি পদক্ষেপের দিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল তার। সারাক্ষণ 'এটা কোরো না' 'ওটা ঠিক নয়' ইত্যাদি অসংখ্য নিষেধের অদৃশ্য বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখত সে ছেলেকে। স্বামীর মৃত্যুর পর অজান্তেই সে বাঁধন আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

কলেজ আওয়ারের বাইরে এক মিনিটও কোথাও থাকা চলবে না, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া; হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা আছে এমন কোন খেলা; যেমন ফুটবল, খেলা চলবে না, শীতকালে এক গণ্ডা কাপড়-চোপড় গায়ে না জড়িয়ে ঘরের বাইরে পা রাখা চলবে না, ছুটি-ছাটায় কোন বন্ধুর গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এত বিধিনিষেধের বেড়াজাল কেন, বুঝত গ্যারেট। মার কেন এত ভয়, তাও। তারপরও তরুণ মন হাঁপিয়ে উঠত তার একেক সময়। কার্সটির এসব বাড়াবাড়ি রীতিমত অত্যাচার মনে হত। তবু, ছোটবেলা থেকে বেড়ার ভেতরে থেকে বড় হয়েছে বলে প্রায় বিনা প্রতিবাদে মার সব আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল গ্যারেটের।

কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর মার খবরদারি এত বেড়ে গেল, যা অভ্যস্ত গ্যারেটেরও সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। প্রতিবাদ করতে শুরু করল সে। কথায় কথায় ঝগড়া লেগে যেত কার্সটির সাথে। তবু হটে যাওয়ার পাত্রী নয় মা, আদেশ-নির্দেশ পালনে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করেই ছাড়ত ছেলেকে।

ভুলটা এখানেই ছিল কার্সটির। বুঝতে পারেনি, তরুণ মন আর বানের পানি বাঁধ মানে না। বাধা পেলে বরং আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বয়স যখন সাড়ে সতেরো, তখন মাকে প্রথম হুমকি দিল গ্যারেট—মা যদি তার খবরদারির মাত্রা না কমায়, যেদিন আঠারো বছর পুরো হবে, সেদিনই যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে সে।

শুনে মনে মনে হেসেছে কার্সটি। হুমকিটা যে কেবলই তাকে ভয়

দেখানো, তার চেয়ে ভাল আর কে জানে? কার্সটির দৃঢ় বিশ্বাস, ছেলে তাকে ছাড়া এক রাতও বাইরে কাটাতে পারবে না। জীবনে কাটায়নি কোনদিন। এত বছর যা হয়নি, তা আজ হবে কি করে? অসম্ভব! খবরদারির মাত্রা তার কমল তো না-ই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেড়ে গেল।

একদিন গ্যারেটের আঠারো পূর্ণ হলো। এবং কার্সটির আস্থা, দৃঢ় বিশ্বাস, খবরদারির বেড়াজাল, সব চুরমার হয়ে গেল। হাজারো চোখের পানি, বাবা-সোনা করে অনুনয়-বিনয়, পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি, কোনটাই কোন কাজে এল না। একটা সুটকেসে নিজের টুকিটাকি গুছিয়ে নিয়ে ঘর ছাড়ল গ্যারেট। জানিয়ে দিয়ে গেল, জীবনটা তার, সেটাকে নিজের মত করে সাজাবার অধিকার আইনবলে আজ সে অর্জন করেছে। তার জন্যে কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ, আজ থেকে সে সব নিজেই নির্ধারণ করবে গ্যারেট। আজব কাণ্ড, সত্যি সত্যি মাকে ছেড়ে চলেই গেল ছেলেটা। যে জন্মের পর একটা রাতও মাকে ছেড়ে থাকেনি, সেই ছেলে মাসের পর মাস ঘর ছাড়া। কোথায় যে আছে, সে খবরটা পর্যন্ত জানে না কার্সটি।

এক প্রাইভেট কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টস দেখাশোনার চাকরি করে সে। ডিউটির সময়টা তবু কোনরকমে কাটে, তারপর আর নড়তেই চায় না ঘড়ির কাঁটা। বাসায় ফিরে স্থবিরের মত পড়ে থাকে কার্সটি। একদিন খায় তো দু'দিন খায় না। ঠিকমত ঘুম তো হয়ই না। কেঁদে কেঁদে সারা হয়, আর বিড় বিড় করে সৃষ্টিকর্তার সাথে কথা বলে।

যথারীতি আজও প্রায় নির্ঘুম রাত কাটল কার্সটি হেউডের। ক্লান্ত, অবসন্ন দু'চোখ যখন লেগে আসতে চাইছে, তখনই লিভিংরুমের দেয়াল ঘড়ি ছ'টার সঙ্কেত দিল। আড়মোড় ভেঙে উঠে বসল সে। ধীর পায়ে বাথরুমে এসে ঢুকল। দেয়ালের প্রকাণ্ড আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল

নিজেকে।

পঁয়ত্রিশে পা দিতে যাচ্ছে সে আর দু'মাস পর। একহারা গড়ন। উচ্চতা মাঝারি। চুল উজ্জ্বল সোনালী। চেহারা দেখে বোঝা কঠিন কার্সটির বয়স, ত্রিশের ওপর মনেই হয় না। তবে গ্যারেট চলে যাওয়ার পর খুব দ্রুত ভেঙে পড়ছে শরীর। গাল বসে গেছে কিছুটা, চোখের নিচে কালচে একটা দাগ স্থায়ী আসন গেড়ে বসার আয়োজন করেছে। চোখমুখ ফুলে থাকে সবসময়। নির্ঘুম রাত কাটানো আর অনবরত কান্নার ফল।

আজই প্রথম খেয়াল করল কার্সটি, চোখের কোণে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। কপালের মাঝখানে দুটো দীর্ঘ দাগ ঈষৎ গভীর হয়েছে। কি আসে যায়? জীবনটাই শেষ হয়ে যাক না, তাতেই বা ক্ষতি কি? কার জন্যে বেঁচে থাকবে সে? তৈরি হয়ে নিল কার্সটি। ফ্রিজ থেকে একটা স্যান্ডউইচ বের করে তিন কামড়ে চালান করে দিল পেটে। তারপর গরম এক কাপ কফি খেয়ে গায়ে ওভারকোট চাপাল। পুরু স্কার্ফ দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রোজ যেমন দেখা হয় বৃদ্ধ, কুঁজো জেনিটরের সাথে, আজও হলো। একমনে লবির মেঝে পরিষ্কার করছে নিগ্রো লোকটা। রোজ তাকে যে প্রশ্ন করে কার্সটি, আজও করল। 'মর্নিং, রিলি। মেইল এসেছে নাকি?'

মুখ তুলল বৃদ্ধ, দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসল। 'মর্নিং, মিস কার্সটি। হ্যাঁ, মেইল এসেছে। মনে হলো তোমার একটা চিঠিও এসেছে।'

হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার জোগাড় হলো তার। চিঠি! নিশ্চই গ্যারেট! নইলে দুনিয়ায় আর কে আছে কার্সটি হেউডকে লেখার? 'তুমি শিওর?'

'চিঠির মতই মনে হলো,' দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল জেনিটর। সে খুব

ভালই জানে প্রতিদিন ছেলের চিঠির আশায় কতখানি ব্যগ্র হয়ে থাকে মহিলা। 'অন্তত খাম দেখে বিল-টিল মনে হয়নি আমার।'

কাঁপতে কাঁপতে এগোল কার্সটি। লবিতে ঢুকতেই ডান হাতে পড়ে এক সার মেইল বক্স। নিজেরটার সামনে দাঁড়ানোমাত্র অদৃশ্য এক শক্তি যেন দেহের সমস্ত শক্তি শুষে নিল তার। বেড়ে গেল কাঁপুনি। ওরই মধ্যে ব্যাগ হাতড়ে চাবি বের করল কার্সটি, বক্স খুলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ভেতরে হাত ঢোকাল। সত্যিই একটা চিঠি! খামের ওপর পরিচিত হাতের লেখা দেখে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গেল তার। আনন্দে কেঁদে উঠল সে। গ্যারেটের হাতের লেখা এটা, কার্সটির একমাত্র সন্তানের পাঠানো চিঠি।

এক টানে খামের প্রান্ত ছিঁড়ে ফেলল কার্সটি, গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল প্রতিটি অক্ষর, দাঁড়ি-কমা সব। ঝাড়ুর হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে জেনিটর। চোখে পানির ঝর্না দেখে কার্সটির দিকে এগিয়ে গেল সে।

'মিস কার্সটি, কোন খারাপ খবর নয় তো?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। হাসতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। 'না, রিলি। গ্যারেট লিখেছে এটা! ও ভাল আছে। লিখেছে...লিখেছে আমাকে ও ভালবাসে। আর কিছুদিনের মধ্যে আমার কাছে ফিরে আসবে ও।'

বাঁ হাতে বুড়োকে জড়িয়ে ধরল কার্সটি। সারাদেহ থর থর করে কাঁপছে তার অনাবিল এক আনন্দে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। বৃদ্ধের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। 'গ্যারেট আমাকে ভালবাসে, রিলি! বলেছে, আমার ওপর আর রাগ নেই ওর। ও ফিরে আসছে! আমার ছেলে...আমার সাত রাজার ধন...'

বৃদ্ধের চোখেও পানি জমেছে তখন।

*

এক মাস পরের কথা।

কারণে-অকারণে হাসে আজকাল কার্সটি হেউড। গ্যারেটের চিঠি পাওয়ার দু'দিনের মধ্যে চেহারার সমস্ত কালিমা মুছে গেছে। ফিরে এসেছে মুখের স্বাভাবিক রঙ, লাবণ্য। বেতন তেমন উল্লেখ করার মত কিছু নয় কার্সটির, যা পায় তাতে কোনরকমে দিন চলে আর কি। গ্যারেট চলে যাওয়ার পর বেশ কিছু টাকা জমেছিল হাতে, সে টাকার সদ্ব্যবহার করছে সে এখন।

ছেলের পছন্দের এটা-ওটা কিনে ঘর ভরছে। টি-শার্ট, জিনস্, কেডস্ ছাড়াও একটা রেসিং সাইকেলও কিনেছে। রেসিং সাইকেলের খুব শখ ছিল গ্যারেটের, কিন্তু কার্সটির তীব্র আপত্তির কারণে তা পূরণ হতে পারেনি। তার ধারণা নিউ ইয়র্কে সাইকেল দুর্ঘটনা খুব বেশি হয়। প্রতিবছর অসংখ্য ছেলে মেয়ে পঙ্গু হয়ে যায়।

কিনে কিনে সব নিজের বিছানার এক পাশে জড়ো করছে কার্সটি হেউড। রাতে খেয়ে-দেয়ে বিছানায় উঠে বিশেষ করে ট্রাউজার-শার্ট ইত্যাদি খুলে-মেলে দেখে, কোনটায় গ্যারেটকে কেমন মানাবে, কল্পনা করার চেষ্টা করে। আর একা একা হাসে। তার হাসি দেখে সহকর্মীরাও হাসে। বস্ হাসে। ছেলে ফিরলে রাশ যাতে কার্সটি একটু ঢিলা রাখে, সে পরামর্শ দেয়। কাউকে বলেনি কার্সটি, এবার একটু নয়, রাশ পুরোটাই ছেড়ে দেবে সে। তার ছেলে যে একজন সক্ষম পুরুষ, এতদিন বাইরে থেকে সে তা করে-কম্মে দেখিয়ে দিয়েছে। কাজেই ওর জন্যে আর দুশ্চিন্তা করার কোনই প্রয়োজন নেই কার্সটির।

সেদিন সোমবার। সপ্তাহের প্রথম দিন। গত ক'দিন থেকে প্রকৃতির মুখ ভীষণ ভার। দিন-রাত ঝম্ ঝম্ ঝরছে তো ঝরছেই, একটুও দম নিচ্ছে না আকাশ। তার সাথে যোগ দিয়েছে জানুয়ারির প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

একেবারে বেহাল অবস্থা।

দুপুরের পর নিজের কাঁচঘেরা কিউবিক্‌ল্‌-এ বসে বিশ্রাম করছে কার্সটি হেউড। এই দিন সচরাচর কাজের চাপ পড়ে আরও কিছু সময় পর, সেই অপেক্ষায় আছে। পনেরো তলার জানালা দিয়ে আকাশ দেখছে সে, গুন্ গুন্ করে প্রিয় এক গানের সুরের সাথে আঙুল দিয়ে তাল ঠুকছে। এমন সময় কাঁচের ওপাশে ইউনিফর্ম পরা এক পুলিস ক্যাপ্টেনের ওপর চোখ পড়ল কার্সটির।

অফিসে ঢুকে ওদের রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে কিছু জিজ্ঞেস করছে সে। পুলিস কেন? ভাবল ও, অফিশিয়াল কাজে এসেছে না আনঅফিশিয়াল? কোন কারণ নেই, তবু বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে সরাসরি কার্সটির কিউবিকল্‌-এর দিকে তাকাল এক পলক অফিসার, তারপর প্রতিষ্ঠানের মালিক গোল্ডম্যানের রুমের দিকে এগোল। তাল ঠোকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কার্সটির। আবার শুরু করতে যাচ্ছিল, এবার বাধা দিল ইন্টারকম। বস্, গোল্ডম্যানের অফিসে ডাক পড়েছে। আবার সেই অনুভূতি জাগল, মনে হলো বুকের ভেতরটা হঠাৎ খালি হয়ে গেল বুঝি।

কিউবিক্‌ল্ থেকে বের হলো চিন্তিত কার্সটি হেউড। দু'পাশে গোটা দশেক ডেস্ক বিছানো জেনারেল সেকশন পেরিয়ে বসের বন্ধ দরজায় নক্ করল।

'কাম ইন, কার্সটি।'

ভেতরে চাপা কণ্ঠে কথা বলছিল গোল্ডম্যান আর পুলিস ক্যাপ্টেন, দরজা খোলার শব্দে থেমে গেল চট্ করে। দু'জনের চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা ও ষড়যন্ত্রের আভাস দেখল সে।

'এসো, এসো,' বলতে বলতে উঠে এল বস্। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বয়স হবে তার। মাথাজোড়া টাক। 'ইনি ক্যাপ্টেন বাকলি। ক্যাপ্টেন,

এই হচ্ছে কার্সটি হেউড।'

হ্যাট তুলে তাকে সম্মান দেখাল ক্যাপ্টেন, জবাবে নড করল সে। বসের দিকে তাকাল। 'কি হয়েছে?'

'তুমি বোসো,' গোল্ডম্যানের চেহারায় অস্বস্তির ছাপ ফুটল। 'ক্যাপ্টেন সব খুলে বলবেন। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।' ত্রস্ত পায়ে অনেকটা যেন পালিয়েই গেল সে।

বিস্মিত চোখে দৃশ্যটা দেখল কার্সটি, ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরল। 'ব্যাপার কি, ক্যাপ্টেন? কি হয়েছে?'

'বসুন, প্লীজ।'

মুখোমুখি বসল দু'জনে। টুপি খুলে কোলের ওপর রাখল ক্যাপ্টেন বাকলি, নতমুখে তর্জনী দিয়ে ওটার ব্যাজ খুঁটতে লাগল। 'বলুন, ক্যাপ্টেন।'

মুখ তুলল ক্যাপ্টেন। সরাসরি কার্সটির চোখের দিকে তাকাল। 'আমি খুব দুঃখিত, মিসেস হেউড। একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি, আপনার ছেলের ব্যাপারে।'

'গ্যারেট? কিন্তু সে তো পৃথিবীর আরেক মাথায়।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা। 'জানি। আজ সকালে ওয়াশিংটন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছে খবরটা।'

'কি খবর?' পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল কার্সটির।

'তানজানিয়ার দার-এস-সালাম থেকে আমাদের এমব্যাসি ওদের জানিয়েছে, এ মাসের দশ তারিখে, পুব আফ্রিকান উপকূলে প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়ে গ্যারেটের জাহাজ, জালুদ। সে সময়ে সাগরে পড়ে যায় গ্যারেট। জালুদের ক্যাপ্টেন আমাদের তানজানিয়ান এমব্যাসিতে ঘটনাটা রিপোর্ট করে ষোলো তারিখে। দুর্ঘটনার সময় উপকূলের তিনশো মাইল দূরে ছিল জালুদ।'

কোত্থেকে কি যেন একটা ছুটে এসে মুগুরের মত আছড়ে পড়ল কার্সটির বুকের ঠিক মাঝখানে। মাথা ঘুরে উঠল। দ্রুতগামী কারের হেডলাইটের ওপর আছড়ে পড়ে পতঙ্গ যেমন মুহূর্তে থেঁতলে যায়, তেমনি থেঁতলে গেল তার সমস্ত স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা।

ধীরে ধীরে ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগল সে। পকেট থেকে চার ভাঁজ করা একটা দামী কাগজের শীট বের করল ক্যাপ্টেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্যাডের কাগজ—ওপরে-নিচে দুটো চওড়া, গাঢ় নীল বর্ডার। মাঝখানে টাইপ করা একটা বার্তা। 'এটা পড়ে দেখুন।'

কুঁকড়ে গেল কার্সটি। দ্রুত চেয়ার ঠেলে পিছিয়ে নিল নিজেকে। আগের মতই মাথা দোলাচ্ছে। 'না…না…না! এ হতে পারে না! অসম্ভব! আমার ছেলে…আমার ছেলে…'

'আমি সত্যি খুব দুঃখিত,' কপাল চুলকাল ক্যাপ্টেন। ভীষণরকম অপ্রস্তুত বোধ করছে। 'খবরটা আপনার ঘনিষ্ঠ কাউকে দিয়ে জানানো গেলে ভাল হত। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম…'

তার একটা কথাও কানে যাচ্ছে না কার্সটির। স্থির, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে কাগজটার দিকে। মাথা এপাশ-ওপাশ করছে, একই শব্দ জপে চলেছে সে। 'না…না…না…'

জীবনে এমন ভয়ানক অপ্রীতিকর দায়িত্ব অনেকবারই পালন করতে হয়েছে ক্যাপ্টেন বাকলিকে। জানে, শোকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলেই কান্নায় ভেঙে পড়বে মহিলা। তারপর, চোখের পানির স্রোত কিছুটা কমলে যুক্তি-বুদ্ধি ফিরে আসবে, ঘটনা ব্যাখ্যা করা সহজ হবে তখন।

বেচারী! একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে ভাবল সে, অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে, তারওপর একমাত্র সন্তানকেও হারাল, মাথা না বিগড়ে যায় শেষপর্যন্ত। চোখের পানি কখন দেখা দেয় কার্সটির, সেই অপেক্ষায়

থাকল ক্যাপ্টেন। কিন্তু তাজ্জব হতে হলো তাকে। সশব্দে কয়েকবার গভীর দম নিল কার্সটি, ডান হাত কয়েকবার মুঠো করল, খুলল। পানির দেখাই নেই। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে, কাগজটার দিকে তাকাল না আর।

জানালার পাশে গিয়ে দু'হাত বুকে বেঁধে দাঁড়াল, অনেক নিচে, সেভেনথ অ্যাভিনিউর ট্রাফিক দেখতে লাগল মন দিয়ে। সম্পূর্ণ শান্ত, স্থির। ক্যাপ্টেনও উঠল। বিব্রতকর পরিস্থিতি।

'আপনার জন্যে আর কিছু করতে পারি, মিসেস হেউড?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল সে। 'না, ক্যাপ্টেন। ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস গ্যারেটের ব্যাপারে মারাত্মক ভুল হয়েছে আপনাদের। ভুল স্বীকার করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আপনার।'

'সে সুযোগ থাকলে আমি বাস্তবিক খুশি হতাম। কিন্তু...'

'আপনি বলছেন জালুদের ক্যাপ্টেন দুর্ঘটনার কথা ষোলো তারিখে রিপোর্ট করেছে। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'সে-ও প্রায় দশ দিন আগের কথা। এরমধ্যে আর কোন জাহাজ যে উদ্ধার করেনি গ্যারেটকে, তা নিশ্চিত জানেন আপনি?'

'না। তবে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কারণ আমাদের তানজানিয়ান কনসাল নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ক্যাপ্টেনসহ জালুদের সমস্ত ক্রু মেম্বারদের। একই কথা বলেছে প্রত্যেকে। তানজানিয়া কোস্টের তিনশো মাইল দূরে ঝড়ের কবলে পড়ে জালুদ। আবহাওয়া কিছুটা শান্ত হতে গ্যারেটকে উদ্ধারের জন্যে একটানা তিনদিন চষে বেড়িয়েছে ওরা ঘটনাস্থলের চারদিকের দশ মাইল এলাকা। অন্য কোন জাহাজ ওই এলাকার ধারেকাছেও ছিল না। তাছাড়া জায়গাটা শিপিং লেনের অনেক দূরে। যে জন্যে...আমি দুঃখিত, মিসেস

হেউড।'

চোখের তারার টিমটিমে আশার আলোটুকু নিভে গেল দপ্ করে। আবার নিচের দিকে মন দিল কার্সটি। তার চোখে পানি দেখার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ক্যাপ্টেন, কিন্তু হতাশ হতে হলো এবারও। ক্যাপ তুলে নিল সে। 'আজকের রাতটা আপনি কোন বন্ধুর সাথে কাটালে ভাল হত।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই, অফিসার। থ্যাঙ্কস এনিওয়ে।'

দরজার কাছে গিয়ে কি মনে হতে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। 'আপনার ফ্ল্যাটের কাছেই থাকি আমি। আমি আর আমার স্ত্রী। বাসায় বাড়তি রুমও আছে। যদি কয়েকদিন আমাদের সাথে কাটিয়ে যান, খুশি হব। আমার দুই বাচ্চার সাথে সময় ভালই কাটবে আপনার।'

ঘুরল সে। তার চেহারায় বেদনার ছায়া দেখে মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত করল ক্যাপ্টেন বাচ্চাদের কথা তোলার জন্যে।

'মনটা খুব নরম আপনার, ক্যাপ্টেন,' নিঃশব্দে হাসল কার্সটি। 'কিন্তু ধন্যবাদ, তার প্রয়োজন হবে না। আমি সামলে নিয়েছি নিজেকে।'

'ঠিক আছে,' মাথায় ক্যাপ বসাল ক্যাপ্টেন বাকলি।

'যাওয়ার সময় দয়া করে মিস্টার গোল্ডম্যানকে বলে যাবেন আমি কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই।'

বিমূঢ় চেহারায় তাকে দেখল ক্যাপ্টেন। ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। এরকম খবর পেয়েও কোন মা এত শান্ত থাকে কি করে ভেবে পাচ্ছে না। চট্ করে জানালাটা দেখে নিল সে এক পলক। মুহূর্তের জন্যে একটা ভয় গ্রাস করল তাকে। 'আপনি বোকার মত কিছু ঘটিয়ে বসবেন না তো?'

'বোকার মত?' চোখ কুঁচকে উঠল কার্সটির। সাথে সাথে বুঝে ফেলল তার প্রশ্নের কারণ। পানসে হাসি দিয়ে বলল, 'না, ক্যাপ্টেন।

আত্মহত্যা করার সাহস আমার নেই। থাকলেও করতাম কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

মাথা ঝাঁকাল অফিসার। 'কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমাকে ফোন করবেন, সে যখনই হোক। ওকে?'

'নিশ্চই! ধন্যবাদ।'

তারপরও কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলল লোকটা। ভাবল, আরও কিছু সময় অপেক্ষা করে, আরও কিছু সান্ত্বনার কথা বলে মহিলাকে যদি কাঁদানো যেত, ভাল হত বোধহয়। কিন্তু নিজের সে ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেই সন্দিহান, তাই সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেবে রূম ত্যাগ করল ক্যাপ্টেন অনর্থক সময় নষ্ট না করে।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে রূমের এক কোণে সাজানো সোফা সেটের দিকে এগোল কার্সটি, বসে পড়ল একটা সিঙ্গল সোফায়। হঠাৎ ক্যাপ্টেনের রেখে যাওয়া কাগজটার কথা মনে হতে উঠে নিয়ে এল ওটা। পড়ল অফিশিয়াল ভাষায় লেখা বক্তব্য। ছেলের নামটা পড়ল সবার আগে। ঠিকই আছে—গ্যারেট জেমস হেউড। প্রচণ্ড ঝড়ে পড়া জাহাজ থেকে সাগরে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তার, সম্ভবত।

শেষের শব্দটাকে নির্মম এক ঠাট্টা বলে মনে হলো কার্সটির। মৃতদেহ পাওয়া যায়নি বলে ব্যবহার করা হয়েছে ওটা, সামান্য ফাঁক রাখার জন্যে। পরেরটুকু পড়ল সে। তিন দিন একটানা সার্চ করা হয়েছে... দ্বিতীয় কোন জাহাজ ঘটনাস্থলের আশেপাশে ছিল না সে সময়ে... শিপিং লেনের অনেক দূরে জায়গাটা...হাঙরে বোঝাই থাকে ওই এলাকাটা বছরের সব সময়।

আপনমনে মাথা দোলাল কার্সটি হেউড, নিজেকে বোঝাল, সত্যি কঠিন যতই হোক, তাকে মেনে নেয়া উচিত। শেষের দু'লাইন পড়ল সে অসংখ্যবার। কাপড়-চোপড়সহ গ্যারেটের সুটকেস ফেরত আসছে,

যে-কোনদিন পৌঁছে যাবে নিউ ইয়র্ক। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কার্সটির। গ্যারেট আসছে না, আসছে তার কাপড়-চোপড়। নতুন কেনা অন্যগুলোর দল ভারি করতে।

কাগজটা মুঠোয় পুরে দলা পাকাল সে, ফেলে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল বসের অফিস থেকে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে গোল্ডম্যানসহ অফিসের প্রত্যেকে। সবার চেহারায় শোকের ছায়া। কার্সটির চোখ শুকনো দেখে বিস্মিত হলো তারা। একজন একজন করে শোক আর সমবেদনা জানাল তাকে, মেয়েদের কেউ কেউ সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেরাই কেঁদে অস্থির হলো, কিন্তু কার্সটির কোন ভাবান্তর ঘটল না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

সহকর্মীদের বিস্মিত করে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত টানা কাজ করল কার্সটি, দু'ঘণ্টা ওভারটাইমসহ। বাসায় ফিরে গ্যারেটের প্রথম এবং শেষ চিঠিটা নিয়ে লিভিংরুমের সোফায় এসে বসল হাত-পা ছড়িয়ে। গ্যারেট ওটা ছেড়েছে শ্রীলঙ্কার গ্যালি থেকে।

লিখেছে: একটা জাহাজে চাকরি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভারত হয়ে এখানে এসেছে সে। এখানেই এ চাকরির ইতি। অন্য এক জাহাজে চড়ে আগামীকাল সেইশেলস্ যাচ্ছে, সেখান থেকে যাবে তানজানিয়ার দার-এস-সালাম। বেশ কিছুদিন লাগবে পৌঁছতে। ওখান থেকে কোন স্বস্তা ফ্লাইট ধরে দেশে ফিরবে সে। এ ক'মাস জাহাজে চাকরি করে প্রায় সাড়ে চারশো ডলার জমিয়েছে, তাতে টিকেট কেনার পরও কিছু বাঁচবে। কাজেই মা যেন কোন চিন্তা না করে।

অনেক দেশ ঘুরেছে গ্যারেট, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, দেশে ফিরে মাকে শোনাবে সে সব। মাকে অনেকদিন দেখে না বলে মন খুব খারাপ লাগছে, তাই দেশে আসছে সে। মাকে গ্যারেট খুব ভালবাসে ইত্যাদি।

এক কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে এল কার্সটি। আনমনে ছোট ছোট চুমুক দিতে লাগল। এত অঘটন তার জীবনেই ঘটছে, বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। মনে হচ্ছে এসব আর কারও জীবনের দুঃখ-বেদনার কাহিনী, কেবল কার্সটির চোখের সামনে ঘটে চলেছে, এই যা। কফি শেষ করে বেডরূমে চলে এল সে, বিছানায় গুছিয়ে রাখা গ্যারেটের নতুন জামা-কাপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে তার মাঝে বসে থাকল চুপ করে।

চারদিন পর পৌঁছল গ্যারেটের সুটকেস। অফিসে পৌঁছে দিয়ে গেল ক্যাপ্টেন বাকলি। সবার অনুরোধে ফরেন অফিসের সীল ভেঙে ওটা খুলল কার্সটি। ভেতরের সব যত্নের সাথে বের করে সাজিয়ে রাখল টেবিলে, দেখল একটা একটা করে।

গ্যারেট কি কি নিয়ে গিয়েছিল, জানা আছে। কার্সটির সামনেই গুছিয়েছে সে সুটকেস। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই অন্তত দুটো জিনিসের ঘাটতি টের পেয়ে গেল কার্সটি। ছেলেকে বাপের প্রেজেন্ট করা দামী এক হাতঘড়ি, অন্যটা ওর ব্যক্তিগত ডায়েরী। ও দুটো নেই জিনিসপত্রের মধ্যে।

সবাই বেরিয়ে যেতে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসল সে। কেন কেন? ঘড়িটা না হয় বোঝা গেল দামী বলে মেরে দিয়েছে কেউ, কিন্তু ডায়েরীটা? ওরকম মূল্যহীন একটা একান্ত ব্যক্তিগত জিনিস কে মেরে দেবে? কেন? আর তাই বা হবে কেন? সুটকেসে গ্যারেটের জমানো সাড়ে চারশো ডলার নগদ রয়েছে, অথচ...

বিষয়টা নিয়ে যত ভাবছে, ততই মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে কার্সটির। এ কেমন কথা?

সে-রাতটা অনেকদিন পর আবারও নির্ঘুম কাটল। আকাশ-পাতাল ভেবে ভোর করে দিল সে। এর মধ্যে প্রশ্নের উত্তর তো পেয়েছেই,

দুটো স্থির সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে পেরেছে। একটা হচ্ছে গ্যারেট মরেনি, বেঁচে আছে। এবং তাকে খুঁজে বের করার জন্যে যাবে কার্সটি হেউড।

পরদিন তার বিশ্বাস আর সিদ্ধান্তের কথা জানাল সে বসকে। চমকে উঠল লোকটা। 'কি বলছ তুমি, কার্সটি?'

'ঠিকই বলছি। আমি জানি গ্যারেট মরেনি। বেঁচে আছে।'

'কি করে জানলে?'

'আমার মন বলছে। প্রথম যেদিন খবর পাই, সেদিনই সন্দেহ জেগেছিল মনে। কাল নিশ্চিত হয়েছি।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা দোলাল গোল্ডম্যান। 'বোসো। কার্সটি, তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে বলেই জানি। বাস্তবতা যত তাড়াতাড়ি মেনে নেবে, তত তোমার নিজের জন্যেই ভাল হবে। গ্যারেটের ফেরত আসা সুটকেসই প্রমাণ করে ছেলে তোমার বেঁচে নেই। কেন বুঝতে চাইছ না অবাস্তব একটা কিছু ধারণা করলেই তা সত্যি হয় না?'

জোরে জোরে মাথা দোলাল কার্সটি। 'না, গোল্ডম্যান। আমি জানি ব্যাপারটা তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখছ। কিন্তু আমি মা, আমি জানি গ্যারেট বেঁচে আছে, অথচ কি করে যে জানি, তা বোঝাতে পারব না কাউকে। আমার ভেতরের কেউ বলছে ও বেঁচে আছে।'

খানিক ভাবল লোকটা, মাথা দোলাল। 'অনেক মার প্রথম প্রথম এরকমই মনে হয়, কার্সটি। কঠিন কথা বলতে হচ্ছে বলে ক্ষমা কোরো। কিন্তু অনেক মা সন্তানের মৃতদেহ স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাসই করতে চায় না যে সে মরেছে। তোমার দুর্ভাগ্য যে গ্যারেটের মৃতদেহ চাইলেও দেখতে পাবে না কোনদিন, ফলে এই মনের বলা নিয়ে জীবন কাটাতে হবে তোমাকে।'

'অন্তত গ্যারেটের ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়, গোল্ডম্যান,' শান্ত গলায় বলল সে। 'যদি চাও কয়েকটা প্রমাণ দেখাতে পারি আমি।'

'যেমন?' কপাল কুঁচকে উঠল লোকটার।

হাতে ধরা চামড়ার ছোট একটা ব্যাগ এগিয়ে দিল কার্সটি। 'খোলো এটা। ভেতরের কাগজপত্র দেখো।'

'কি আছে এতে?'

'গ্যারেটের পাসপোর্ট, তথাকথিত দুর্ঘটনার অফিশিয়াল রিপোর্ট, আর ওখানকার ইউএস কনসালের কাভারিং লেটার। শেষেরটা পড়ো।'

মুখ খুলে ব্যাগটা উপুড় করে ওগুলো টেবিলে ঢালল গোল্ডম্যান। প্রথমে তুলে নিল লাল রঙের, সোনালী ঈগলের এম্বস করা পাসপোর্টটা। কভার উল্টে চোখ বোলাল ভেতরে। গ্যারেটের চেহারা চেনার তেমন উপায় নেই, কারণ পুরো পাতা জুড়ে বড়, মোটা মোটা অক্ষরের 'ক্যানসেলড্' সীল মেরে মুখটা বরবাদ করে দিয়েছে দার-এস-সালামের মার্কিন দূতাবাস। ওটা রেখে কনসালের চিঠি তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল সে।

'ওয়েল,' পড়া শেষ হতে শ্রাগ করল। 'সাধারণ একটা চিঠি, এতে অন্য কিছু চিন্তা করার মত কি দেখলে তুমি? একদম পরিষ্কার ভাষায় ঘটনার মোটামুটি বিবরণ দেয়া হয়েছে, তোমাকে সমবেদনা জানানো হয়েছে।'

'তারচেয়েও বেশি কিছু, গোল্ডম্যান। কনসাল বলেছেন, ঘটনা জানতে পেরে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জাহাজের ক্যাপ্টেন আর ক্রু মেম্বারদের জবানবন্দী নিয়েছেন। তানজানিয়ান পুলিস এবং তাঁকে একই কাহিনী শুনিয়েছে ওরা। এরপর তিনি দুর্ঘটনাস্থলের আবহাওয়া উল্লেখিত দিনে কেমন ছিল, সে খোঁজও নিয়েছেন।'

'তো?'

'এবং জানতে পেরেছেন, সেদিন ওখানকার প্রকৃতি ''মডারেটলি খারাপ'' ছিল। সীমিত মাত্রায় খারাপ ছিল। ওতে লেখা আছে তা।'

চেহারায় বিভ্রান্তি ফুটল বসের। 'তাতে কি হলো?'

'দুটো প্রশ্নের জন্ম হলো। এক. সীমিত মাত্রার খারাপ ওয়েদারে ওরকম এক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কি না। দুই. ওদের জবানবন্দীর ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল কনসালের, যে জন্যে তিনি নিজে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর করেছেন। কেন তাঁর সন্দেহ জাগল?'

'কামন, কার্সটি! এ তো তাঁর কর্তব্য।'

মাথা দোলাল সে। 'না। ওটা পুলিসের কর্তব্য। আমার মন বলছে কিছু একটা সন্দেহ করেছেন কনসাল।'

'এই দেখো,' হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল গোল্ডম্যান। 'আবার সেই মন বলছে!'

'ভুলে যেয়ো না আমি মা। সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গলে মায়ের অন্তর কথা বলে। তাছাড়া গ্যারেটের নিখোঁজ ডায়েরীটাও আরেক প্রশ্ন।'

—'ডায়েরী?'

'হ্যাঁ। ওর ব্যক্তিগত ডায়েরী। রোজ রাতে ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল গ্যারেটের। ওটা সাথে করেই নিয়ে গিয়েছিল সে। অথচ সুটকেসে ওটা ছিল না। ঝড়ের সময় নিশ্চই ডায়েরী নিয়ে খোলা ডেকে ছিল না গ্যারেট যে তার সাথে ওটাও সাগরে পড়েছে।' অস্থির চিত্তে উঠে দাঁড়াল কার্সটি, পায়চারি শুরু করল। 'তারপর রয়েছে কেভিনের প্রেজেন্ট করা ওর হাতঘড়িটা, সেটাও পাইনি। বেশ দামী ছিল ঘড়িটা।'

'কার্সটি, বসো, প্লীজ! চট্ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না তোমার। আরও ভাল করে ভেবে নাও পুরোটা, তারপর...'

'ওকে।' বসল সে। 'তুমিই তাহলে বলো ও দুটো নেই কেন? কেন ফেরত এল না গ্যারেটের ঘড়ি আর ডায়েরী?'

'তুমিই বলছ, ঘড়িটা দামী। হতে পারে জাহাজের কেউ লোভে পড়ে চুরি করেছে।'

'তাহলে এতগুলো নগদ ডলার কেন চুরি হলো না?'

'বুদ্ধি খাটাও, কার্সটি। সব মেরে দিলে পুলিস অবশ্যই সন্দেহ করত কিছু, হয়তো দু'চারজনকে গ্রেফতারও করে বসত। সে ঝামেলা এড়াবার জন্যে ওর টাকায় হাত দেয়নি তারা।'

'এক-দেড়শো রেখে বাকিটা সহজেই সরিয়ে ফেলা যেত, গোল্ডম্যান। কেউ কিছু সন্দেহ করত না। তাছাড়া রয়েছে ডায়েরীটা। গ্যারেট ছাড়া আর সবার কাছে ওটা একেবারেই মূল্যহীন। ওটা কে সরাল, নেই কেন?'

'হতে পারে ওতে এমন কিছু লিখেছিল ও, যা পড়লে তোমার কষ্ট আরও বাড়বে ভেবে কনসাল ইচ্ছে করেই পাঠাননি। রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে।'

খেয়াল করল না কার্সটি হেউড। চিঠিটা তুলে নিয়ে চোখ বোলাল। 'সেইশেলস্ থেকে দার-এস-সালাম যাওয়ার জন্যে বার্থ রিজার্ভ করে জালুদে চড়ে গ্যারেট। জাহাজটার ক্যাপ্টেনের নাম ড্যানি লেসিলিস—বাপ ফরাসী, মা তুর্কী। কি ধরনের মানুষ সে?' প্রশ্নটা গোল্ডম্যানের মাথার পিছনের দেয়ালের উদ্দেশে করল কার্সটি।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বস্। 'মেনে নাও, কার্সটি। এ রকম দুর্ঘটনা প্রতি মুহূর্তেই ঘটছে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও। আর যদি এটা পরিকল্পিতভাবেই ঘটানো হয়ে থাকে, কি করে তা প্রমাণ করবে তুমি? সম্ভব হলে তো কনসালই তা করতেন।'

'তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না কি চলছে আমার ভেতর। তুমি বুঝবেও না। ভাবছি টেলিফোনে ঘড়ি আর ডায়েরীর খোঁজ নেব।'

'টেলিফোন! কোথায়…?'

'দার-এস-সালামের কনসালকে,' চিঠিটা দোলাল সে। 'দেখি, তিনি কি বলেন ও দুটোর ব্যাপারে।'

'তাই বরং করো। কথা বলো, তারপর মাথা ঠাণ্ডা করো।' টেলিফোন তার দিকে ঠেলে দিল গোল্ডম্যান। 'গো অ্যাহেড।'

ইতস্তত করতে লাগল কার্সটি। 'বিল হয়তো অনেক আসবে।'

'সে চিন্তা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি বরং বাইরে গিয়ে…'

'তার কোন প্রয়োজন নেই, গোল্ডম্যান। তুমি থাকো। ওভারসীজ কল এই প্রথম করতে যাচ্ছি, তোমার সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে।'

'ওকে।'

পারমাণবিক যুগেও দার-এস-সালামের লাইন পেতে এক-দেড় ঘণ্টা লাগবে শুনে বিস্মিত হলো কার্সটি। 'এত সময়!'

'সরি, মিস্,' বলল ওভারসীজ অপারেটর। 'ইস্ট আফ্রিকা আর সাউথ ইস্ট এশিয়ার কিছু কিছু দেশের টেলিফোন ব্যবস্থা নামেই আধুনিক, কাজের বেলায় দাদার আমলের। আপনার কল কি এমার্জেন্সী?'

'আমার ছেলের ব্যাপারে ওখানকার ইউএস কনসালের সাথে কথা বলতে চাই। তানজানিয়ান কোস্টে এক দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হয়েছে আমার ছেলে।'

মুহূর্তে গলার স্বর পাল্টে গেল অপারেটরের। আন্তরিক সমবেদনার সাথে কার্সটিকে অপেক্ষা করতে বলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটি। অপেক্ষা করতে করতে দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। এর মধ্যে দু'বার ফোন করেছে অপারেটর, তাকে জানিয়েছে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। আরও বিশ মিনিট পর অবসান হলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার, সংযোগ পাওয়া গেল দার-এস-সালামের।

কয়েকবার 'ক্লিক্' 'ক্ল্যাক্' আওয়াজ উঠল লাইনে, তারপর শোনা গেল বহু দূরাগত, ক্ষীণ এক কণ্ঠ। 'ইউএস এমব্যাসি, কনসাল হাওয়ার্ড গডফ্রে। কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

যত ক্ষীণই হোক, ভদ্রলোকের মার্জিত কণ্ঠ আর নিউ ইয়র্ক অ্যাকসেন্ট কানে প্রবেশ করামাত্র কি যে হলো, কান্নায় ভেঙে পড়ল কার্সটি হেউড। চট্ করে তার কাছে এসে দাঁড়াল গোল্ডম্যান, মাথায় হাত বুলিয়ে নিচু গলায় নিজেকে সামলে নেয়ার অনুরোধ করল। ওদিকে ব্যাপার টের পেয়ে দ্রুত লাইনে ঢুকে পড়ল ওভারসীজ অপারেটর মেয়েটি, কার্সটির ফোন করার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানাল কনসালকে।

এরপর সে নরম, সদয় কণ্ঠে বোঝাতে লাগল কার্সটিকে। 'ভেঙে পড়বেন না, ব্যস্ত হবেন না। সময় নিয়ে, আস্তে ধীরে প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো প্রথমে করুন, তারপর...'

নিজেকে ফিরে পেতে তিন মিনিট ব্যয় হলো কার্সটির। হাতে ধরা প্লাস্টিকের যন্ত্রটার মাধ্যমে এমন একজনের গলা শুনতে পেয়েছে সে, যে মাত্র ক'দিন আগে তার একমাত্র সন্তানের, পৃথিবীতে একমাত্র একান্ত আপনজনের মৃত্যুর খবর পাঠিয়েছে, ভাবনাটা পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল কার্সটিকে। দুর্বল, সন্ত্রস্ত বোধ করছিল সে আবার সেই একই কথা শুনতে হয় কি না ভেবে।

যে মেয়ে সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলেনি, তার এখনকার আচরণ বড় বেশি অস্বাভাবিক মনে হলো গোল্ডম্যানের। রিসিভার আঁকড়ে ধরে মাউথপীস মুখের একেবারে কাছে ধরে কথা বলতে শুরু করল কার্সটি। একটানা দশ মিনিট রিসিভার ধরে থাকল, তারপর রেখে দিল। অন্যমনস্ক চোখে জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছে। মনটা বহু দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে তার। বসার ভঙ্গিতে দৃঢ়তা।

'ওয়েল?' নীরবতা ভাঙল গোল্ডম্যান।

'গ্যারেটের ডায়েরী, হাতঘড়ি পাননি কনসাল। জালুদের ক্যাপ্টেনের

নানান কুখ্যাতি আছে বলে তার জবানবন্দী নিয়েছেন তিনি। মানুষটা সুবিধের নয়। তবে গ্যারেটের ব্যাপারে অন্যথা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই বলে জানিয়েছেন ভদ্রলোক। ওর মৃত্যু মেনে নেয়ার অনুরোধ করেছেন।'

'তাও ভাল। এবার হয়তো মন শান্ত হবে তোমার।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল কার্সটি। দেয়ালকে মনে মনে আবারও প্রশ্ন করল, কেমন মানুষ লেসিলিস? 'আরও অশান্ত হলো, গোল্ডম্যান।'

'মানে?'

'আমি যাব আমার ছেলেকে খুঁজে বের করতে,' মৃদু, কঠিন হাসি ফুটল কার্সটি হেউডের পাতলা, দৃঢ় সংঘবদ্ধ ঠোঁটের কোণে। 'হ্যাঁ, যাব। কারণ আমার দোষেই ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে গ্যারেট, আমিই ওকে ঠেলে দিয়েছি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। মা হিসেবে একদম বাজে আমি। সে অপরাধ খণ্ডন করতেই হবে।'

দু'ভুরু টাকের সীমানায় পৌঁছে গেল গোল্ডম্যানের। 'কী সব আবোল-তাবোল বলছ তুমি নির্বোধের মত? তানজানিয়া কি বাড়ির কাছে যে ইচ্ছে হলো গেলাম আর এলাম?'

'নির্বোধ ছিলাম, গোল্ডম্যান। নির্বোধ ছিলাম বলেই ছেলেকে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিলাম, তাই প্রথম সুযোগেই খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেছে আমার বুকের ধন। আমার মন বলছে ও বড় রকমের বিপদে পড়েছে। আমার যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'কি করে যাবে? এত টাকা কোথায় তোমার?'

'অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে জোগাড় করব। কিছু অলঙ্কার আছে, প্রয়োজনে সেগুলোও বেচব। তাতেও যদি না কুলোয়, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিজেকেও বেচে দেব। তবু আমি যাবই যাব।'

'কিন্তু তোমার চাকরির কি হবে? আমার অ্যাকাউন্টস...'

'তুমি বললে ছেড়ে দেব। নতুন লোক নিয়োগ করবে তুমি।'

'জেসাস! ক্রাইস্ট, হানি! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? যে জায়গায় গ্যারেট সাগরে পড়েছে বলা হয়েছে, সেটা হাঙরের তীর্থস্থান বলে পরিচিত, সবাই জানে। যদি গিয়ে দেখো তোমার মনের বলা মিথ্যে, সত্যিই সাগরে পড়েছে তোমার ছেলে, হাঙরের পেটে গেছে, তখন? আশ্রয়হীন, কপর্দকহীন-বেকার তুমি, কি করে জীবনধারণ করবে ফিরে এসে? জীবন নিয়ে আদৌ কোনদিন ফিরতে পারবে তুমি, তারই বা নিশ্চয়তা কি?'

'আমার প্রতি তোমার অনুভূতি হৃদয়স্পর্শী, গোল্ডম্যান। সে জন্যে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। ভীষণ কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ মুহূর্তে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ভয়ে চুপ করে বসে থাকতে রাজি নই আমি। পরের চিন্তা পরে করব। আগে গ্যারেটের সন্ধান পেতে হবে আমাকে। লগ বুকে জালুদের ক্যাপ্টেন লিখেছে আমার ছেলে নাকি মারা গেছে। কি ভাবে মারা গেছে, সেটা প্রথমে তার মুখ থেকে জানতে হবে আমাকে। তারপর অন্য কাজ।'

তিন

ভোর অন্ধকার থাকতে মালে বন্দর ছাড়ল মাসুদ রানা। দু'ঘণ্টা লাগল খোলা সাগরে পড়তে, সূর্য ততক্ষণে নাক জাগিয়েছে। একদম শান্ত, নীল

পানির বুক চিরে রাজহংসীর মত তরতর করে দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে মৎস্যকন্যা।

চার্টে নজর বোলাল ও, মৌসুমী বাতাসের গতিবিধি পরীক্ষা করল। তারপর বসে পড়ল গ্যাট হয়ে। আপাতত কাপ্তানগিরি ফলানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। থাকো এখন এক সপ্তাহ বসে—সেইশেলস্ হনুজ দূর অস্ত। এগারোটার দিকে খিদে চেগিয়ে উঠল রানার। ভোরে দুটো স্যান্ডউইচ আর এক কাপ কফি খেয়েছে কেবল।

হুইল লক্ করে বেরিয়ে এল ও। নিচের মিনি কিচেনের উদ্দেশে পা বাড়াল। একটা নিঃসঙ্গ সীগালের ওপর চোখ পড়ল, গতির সাথে তাল রেখে অনুসরণ করছে মৎস্যকন্যাকে, নজর বোটের পিছনের পানির আলোড়নের ওপর সেঁটে আছে। ফত্ ফত্ আওয়াজ তুলে পাখা ঝাপ্টাচ্ছে। আচমকা কোনাকুনি ডাইভ দিল সীগাল, ঝুপ্ করে পানিতে পড়েই উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তার দু'ঠোঁটের মাঝে ইঞ্চি ছয়েক দীর্ঘ একটা চকচকে রূপালী মাছ দেখল মাসুদ রানা, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছে।

কিচেনের কয়েক গজ আগে আচমকা কড়া ব্রেক কষতে হলো মাসুদ রানাকে। দৃশ্যটা চোখে পড়তে একেবারে থতমত খেয়ে গেল ও। বাঁ দিকের স্টোর রুমের দরজাটা খোলা, ভেতরে বসে আছে সেই মেয়েটি, লানি। রিবন দিয়ে চুল বাঁধছে। চোখাচোখি হতে সে-ও ভ্যাবাচ্যাকা খেল, স্থির হয়ে গেল। চোখমুখ ফোলা, একটু আগে ঘুম থেকে জেগেছে মনে হচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পর নজর নামিয়ে নিল লানি। অপরাধীর চেহারা করে বসে থাকল, চুল বাঁধার কথা ভুলে গেছে। চেহারা দেখে বোঝা যায় অন্তত এখনই ধরা পড়ার কোন ইচ্ছে ছিল না মেয়েটির।

'তুমি!' হুঙ্কার নয়, গর্জন নয়, অনেকটা কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল

মাসুদ রানা। 'আয়হায়! তুমি কেন, মানে, কখন···মানে···!' কি বলবে, ভেবে না পেয়ে কথা হাতড়াতে থাকল। ভেবে পাচ্ছে না রানা, মেয়েটি নিরাপদে রাত কাটানোর জন্যে বোটে উঠেছিল কি না, না জেনে ওকে এতপথ বয়ে এনেছে কি না ও।

মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা বোধ করল মাসুদ রানা। কোথায় পড়ে রয়েছে মালে, দিগন্তে তার চিহ্নমাত্র নেই। এখন যদি ভুলের মাসুল দিতে একে নিয়ে ফিরে যেতে হয়, একটা দিন···ধ্যাত্তেরি! এ কোন যন্ত্রণায় পড়া গেল?

'অ্যাই মেয়ে! বোটে কেন তুমি, কখন উঠেছ?'

নজর তুলেই সাথে সাথে নামিয়ে নিল ও। 'আপনি বাজারে যাওয়ার পর।'

'মানে! তুমি না বাসায় চলে গিয়েছিলে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল লানি সাটো। 'গিয়েছিলাম তো। কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতে।'

'কি!' বিস্ফারিত হয়ে উঠল রানার চোখ। 'তার মানে?'

'আমি···আমি বাসা থেকে পালিয়ে এসেছি,' পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল সে।

'বেশ করেছ!' খেঁকিয়ে উঠল ও। 'বাহাদুরের কাজ করেছ! কিন্তু মালদ্বীপে কি তোমার পালাবার মত জায়গার এতই অভাব পড়ে ছিল যে আমাকে স্বর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা না করলে চলছিল না তোমার?' খপ্ করে নিজের চুল মুঠো করে ধরল রানা। 'সব্বোনাশ! এখন এতদূর ফিরে যাওয়া মানে···'

ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই ভয়ে, আশঙ্কায় সুন্দর চেহারা নীল হয়ে উঠল মেয়েটির। চোখ ভরে গেল পানিতে। 'আমি ফিরে যাব না,' কান্নায় বিকৃত স্বরে বলল লানি। 'তেমন ইচ্ছে থাকলে আপনার বোটে

উঠতাম না আমি। এবার ধরতে পারলে ওরা ঠিক মেরে ফেলবে আমাকে।'

গত সন্ধের কথা মনে পড়ল মাসুদ রানার। নির্জন জেটিতে বসে ওর কান্নার দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে। একটু নরম হলো। 'ওরা কারা?'

'আমার বাবা, আর বড় দুই ভাই।'

'কেন? এমন কি করেছ তুমি?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে, অনেক সময় নিয়ে কারণটা ব্যাখ্যা করল লানি সাটো। 'এই দেখুন,' ডান হাতে বাঁ হাতের কনুই ধরে উঁচু করে দেখাল। 'রাজি না হওয়ায় মেরে এই হাত ভেঙে দিয়েছে ওরা। ডাক্তার বলেছে জীবনেও এ হাতের পুরো শক্তি ফিরে আসবে না আর। বাঁ কানের পর্দা ফেটে গিয়েছিল। এখনও পুরো সারেনি, ঠিকমত শুনতে পাই না।'

যেটুকু মুছল লানি, তার দ্বিগুণ পানি এসে মুহূর্তে পূরণ করে ফেলল শূন্যস্থান। 'ওরা আমার নিরীহ মাকে খুন করেছে। সুযোগ পেলে আমাকেও করবে। ওদের কাছে আমার জীবনের এক পয়সাও দাম নেই। বাবা চায় আমাকে মহাজনের কাছে বিক্রি করে পুরনো দেনা শোধ করতে, তাহলে আরও কিছু নগদ পাওয়ার সুযোগ জুটবে। দুই মাস্তান ভাই...' কান্নায় বুজে গেল লানির গলা।

মাথা নিচু করে নীরবে কিছুক্ষণ কাঁদল মেয়েটি। বুকের বোঝা খানিকটা হালকা করে মুখ খুলল আবার। 'কাল জেটিতে গিয়েছিলাম অন্ধকার হলে লেগুনে ঝাঁপ দেব বলে। কিন্তু ঈশ্বরের অন্যরকম ইচ্ছে ছিল, তাই সময়মত আপনি এলেন। দুই কাস্টমস অফিসারের সাথে আপনার আলোচনা শুনে নতুন করে বাঁচার ইচ্ছে জাগল মনে। ভাবলাম, পৃথিবীর আর কোথাও গিয়ে যদি ছোটখাট যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারি...তাহলে...'

দীর্ঘ সময় ধরে মেয়েটিকে দেখল মাসুদ রানা। তার অন্তহীন দুঃখ বেদনার কাহিনী অন্তর দিয়ে অনুভব করল। মন কেঁদে উঠল সবুজ শ্যামল কোন এক গাঁয়ের অজানা-অচেনা, নির্যাতিত এক তরুণীর কথা কল্পনা করে।

ও চুপ করে আছে দেখে শঙ্কা যেন বাড়ল লানি সাটোর। সন্দেহ হলো, তার কথা হয়তো বিশ্বাস করতে পারছে না লোকটা, হয়তো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে দেশে। তাই প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাত জোড় করে শেষ চেষ্টা করল মরিয়া হয়ে।

'আপনাকে তো সাহায্য করার কেউ নেই। আমি ভাল রাঁধতে জানি। আপনার রান্নাবাড়া, কাপড় ধোয়া সব করতে পারব আমি। বিনিময়ে দু'বেলা দুটো খেতে দেবেন, আর কিছু চাই না। আপনি যা হুকুম করবেন তাই করব আমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। 'কাজটা ঠিক করোনি তুমি, লানি। বোটে আমি একা একজন পুরুষ, রক্তমাংসের মানুষ আমি। বুদ্ধিমান মেয়ে হয়ে এমন একটা কাজ করা তোমার উচিত হয়নি।'

'আর কি করতে পারতাম আমি?' প্রশ্নটা নিচু কণ্ঠে নিজেকেই করল সে।

'কিছুদিন এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াব ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি হাত-পা বেঁধে দিলে আমার।'

একটু যেন আশার আলো দেখতে পেল লানি। 'আমাকে যা হয় সেইশেলসে নামিয়ে দেবেন। পৃথিবীর সব জায়গাই সমান আমার কাছে।'

'ব্যাপারটা এতই সহজ ভাবছ তুমি? তোমার কাগজপত্র আছে?'

'কিসের কাগজপত্র?'

'পাসপোর্ট?'

'না তো!'

'তার মানে সেইশেলস পৌঁছানোমাত্র পুলিস তোমাকে গ্রেফতার করবে। এবং প্রথম সুযোগেই ফেরত পাঠিয়ে দেবে মালেতে।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই। এটাই আইন।'

মুখ কালো হয়ে গেল মেয়েটির। 'কিছুতেই দেশে ফিরে যাব না আমি।'

'তুমি না চাইলেও যেতে হবে।'

'না, তারচে' বরং সাগরে ঝাঁপ দেব। তবু...'

'খুব সহজ সিদ্ধান্ত। তা এর মধ্যে ঢুকলে কখন? রাতে যখন কেনাকাটা সেরে ফিরে এলাম, তখন কোথায় ছিলে?'

মুখ নামিয়ে নিল লানি। 'বোটের পিছনদিকে। আপনি মালপত্র রেখে ওপরে চলে যাওয়ার পর এসেছি।'

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিছু?'

'না। কাল দুপুরের পর থেকে না খেয়ে আছি।'

'সে কি!' নিখাদ বিস্ময় ফুটল মাসুদ রানার চোখেমুখে। ওর চারদিকে সাজানো খাবারের প্যাকেট, ক্যান ইত্যাদি দেখাল ইঙ্গিতে। 'হাতের কাছে এত খাবার থাকতে না খেয়ে আছ এখনও? ওঠো, বেরিয়ে এসো।'

দুপুর গড়িয়ে গেল। এর মধ্যে লানির জড়তা কেটে গেছে অনেকখানি, একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠছে সে। মাসুদ রানা ওকে মালে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না বুঝতে পেরে ভেতরে ভেতরে আনন্দে উদ্বেল। কারণে-অকারণে ঘুরঘুর করছে ওর কাছেপিঠে। কি করে রানাকে সন্তুষ্ট করা যায়, ওর মুখে হাসি ফোটানো যায়, সেই ফিকিরে আছে।

ওদিকে রানা পড়েছে মহা চিন্তায়। লানিকে নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার জীবনের কাহিনী মোটামুটি জানার পর থেকে একটা দায়িত্ববোধ পেয়ে বসেছে ওকে। যে করেই হোক, এ মেয়ের দায়িত্ব বর্তেছে কাঁধে, চাইলেও এ সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না ও। লানির ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে জীবনধারণের একটা উপায় অন্তত করে দেয়া উচিত। সেটা কিভাবে সম্ভব, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে মাসুদ রানা।

পরদিন থেকে কাজে লেগে পড়ল মেয়েটি। প্রথমেই বোট সাফসুতরোর কাজে হাত দিল। ডেক, কেবিন, খোল, স্টোর কোনটাই বাদ রাখল না। কাজের ফাঁকে এসে রান্না করে, রানার কিছু লাগবে কি না খোঁজ নেয়। পুরোদস্তুর নিপুণ গৃহিণীর মত নিখুঁত সব কাজ তার, সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর। ওর রান্না খেয়ে দু'দিনেই জিভ লম্বা হয়ে গেল মাসুদ রানার।

তৃতীয় দিন কাজ ভাগাভাগি করে নিল ওরা, কাজকর্মের একটা রুটিন বেঁধে নিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটিকে কম্পাস দেখে দিক নির্ণয় আর কোর্স স্টীয়ার করা শেখাল রানা। শেখাল ওয়াচ করা। এতে সুবিধে হলো রাতে ঘুম পেলে বোট থামানোর প্রয়োজন আর রইল না। সব ভার লানির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারে মাসুদ রানা।

কাজকর্মে যেমন চোস্ত, তেমনি মানুষের মনের কথা বোঝার ব্যাপারেও লানি একটা প্রতিভা বলে ওর নীরব স্বীকৃতি লাভ করল সে পঞ্চম দিনের শেষে। এ ক'দিনেই মেয়েটি বুঝে ফেলেছে কখন রানা কথা বলতে আগ্রহ বোধ করে না। কাছে থাকলেও সে সময় মুখে তালা মেরে রাখে লানি।

পর পর দু'রাত রানাকে পরোক্ষে বোঝাতে চেষ্টা করেছে লানি,

যদিও সে কুমারী, কিন্তু ও যদি চায়···ইত্যাদি। না বোঝার ভান করেছে মাসুদ রানা। ওকে খুশি রাখার জন্যে মেয়েটির মরিয়া চেষ্টা দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে।

টানা সাতদিন একই গতিতে এগোল ওরা গন্তব্যের দিকে। রানা টের পেল। দিন যত গড়াচ্ছে, লানির প্রতি কর্তব্য আর দায়িত্ববোধ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে ওর ভেতরে। ওদিকে ওর মত এক সুন্দরী মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়েও মাসুদ রানা হাত বাড়ানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টাও এতদিনে করেনি দেখে লানির মধ্যে ওর প্রতি অদ্ভুত এক ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর ভক্তির পাহাড় জমে উঠল। দিনে দিনে বড় হতে থাকল সে পাহাড়।

নবম দিন ভোরে অনেক দূরে মাহে বন্দর চোখে পড়ল রানার। এসে পড়েছে সেইশেলস।

মাউন্ট কিলিমানজারো উনিশ হাজার ফুট উঁচু। আরও পনেরো হাজার ফুট ওপর থেকে তাকে দেখছে কার্সটি হেউড। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের এক বোয়িঙের উইন্ডো সীটে বসে ক্লান্ত চোখে বরফমোড়া পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হলো নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করেছে সে, তখন থেকে বসার ওপরেই আছে।

লন্ডনে কানেকটিং ফ্লাইট ধরার আগে দু'ঘণ্টার জন্যে হাঁটাহাঁটির সুযোগ জুটেছিল। সরাসরি ফ্লাইটের ভাড়া বেশি, তাই এটা বেছে নিয়েছে কার্সটি। রোম, কায়রো আর নাইরোবি হয়ে দার-এস-সালাম চলেছে প্রয়োজনের তিন গুণ বেশি সময় লাগিয়ে।

রোম আসার পথে এক আরব আর এক ইটালিয়ানের মাঝখানে আসন পড়ে তার। সারা পথ ত্যক্ত করেছে ইটালিয়ানটা। কথা বলার ফাঁকে থেকে থেকে কার্সটির কাঁধে কাঁধ ঘষেছে, হাঁটু দিয়ে হাঁটু। এ ব্যাপারে আরব লোকটা ছিল রীতিমত ভদ্রলোক। ও ধরনের কোন

সুযোগ নেয়ার চেষ্টা তো করেইনি, বরং রোম পৌঁছে তাকে কফি খাইয়েছে।

ইজিপশিয়ান কালচারাল মিনিস্ট্রির এক বড় অফিসার ছিল সে। লন্ডন গিয়েছিল ওখানকার বিখ্যাত মিউজিয়াম দেখতে। কায়রোতে অর্ধেকই খালি হয়ে যায় প্লেন, তখন আসন বদল করে বসেছে কার্সটি। বসে বসে ঘুমিয়ে নিয়েছে কয়েক ঘণ্টা। এর আগে জীবনে একবার মাত্র বিমানে চড়েছে সে, তাও নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত। এয়ার সিকনেস কাকে বলে জানা ছিল না, এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেল সে।

এত ক্লান্ত লাগছে যে মনে হয় মাসখানেক পেটে দানাপানি পড়েনি বুঝি। শেষ স্টপ-ওভার নাইরোবিতে সত্যিকার আফ্রিকার প্রথম স্বাদ পেল কার্সটি হেউড। তখন থেকেই মনটা দমে আছে। ভাল লাগছে না কিছুই। দার-এস-সালাম না জানি কেমন হবে ভেবে ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে। পৃথিবী নয়, ভুল করে অন্য কোন গ্রহে এসে পড়েছে মনে হলো তার। তবে নাইরোবির মাটি আর ফুলের সুবাস ভালই লেগেছে।

ওখান থেকে দার-এস-সালাম মাত্র দেড় ঘণ্টার ফ্লাইট। মাটি ছাড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যাপ্টেনের ঘোষণায় জানা গেল বিমান তানজানিয়ার সীমানায় প্রবেশ করেছে। ডানদিকের জানালা দিয়ে যাত্রীরা মাউন্ট কিলিমানজারো দেখতে পাবেন। নিচের বরফ রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন অদ্ভুত এক অনুভূতি জাগল কার্সটির, মনে হলো তার এই অনিশ্চিত যাত্রার শুরু আছে বটে, শেষ নেই। অন্তত নিউ ইয়র্কের যে জীবন এত বছর ধরে সে চিনত-জানত, তা আর কোনদিন ফিরে পাবে না।

যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পাক্কা দু'সপ্তাহ সময় লেগেছে কার্সটির। অ্যাপার্টমেন্ট শেষ পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়নি, জুয়েলারীও না।

পাঁচ হাজার ডলারে ওটা বস্ গোল্ডম্যানের কাছে তিন মাসের জন্যে বন্ধক রেখে এসেছে। এরমধ্যে যদি ফিরে আসতে পারে সে, চাকরি এবং অ্যাপার্টমেন্ট, দুটোই ফেরত পাবে। সে ক্ষেত্রে প্রতি মাসে বেতন থেকে ধারের টাকা কেটে নেয়া হবে কিছু কিছু করে।

কার্সটির মানসিক অবস্থার কথা ভেবে শেষ সময় গোল্ডম্যান নিজেই দিয়েছিল এ প্রস্তাব। সেই টাকার কিছু খরচ হয়েছে প্লেনের রাউন্ড ট্রিপ টিকেট কিনতে, কিছু আর সব প্রয়োজনীয় টুকিটাকি ও একটা স্যামসোনাইট সুটকেস কিনতে। ঠিক চার হাজার ছয়শো তিন ডলার ষাট সেন্ট নিয়ে নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করেছে সে। যাত্রার ঠিক আগে আরও প্রায় এক সপ্তাহ ব্যয় হয়েছে কার্সটির অন্য সব জরুরী কাজের পিছনে।

নিতে হয়েছে পক্স, কলেরা ও ইয়েলো ফিভার প্রতিরোধক ইঞ্জেকশন এবং প্রত্যয়নপত্র। এতসবের মধ্যেও সময় বের করে প্রায় নিয়মিত লাইব্রেরিতে যেতে হয়েছে কার্সটিকে, পড়াশুনা করতে হয়েছে তানজানিয়ার ওপর।

হঠাৎ করেই নাক নিচের দিকে নেমে গেল প্লেনের, অবরোহণ শুরু হয়েছে। চিন্তায় এতই মগ্ন ছিল কার্সটি যে একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল পাকস্থলী আচমকা ওপরদিকে লাফিয়ে উঠতে। পাঁচ মিনিট পর নিচে বিস্তীর্ণ সবুজ চষা খেত দেখতে পেল সে। অসংখ্য গ্রাম দেখল। এবং বাঁ দিকে, অনেক দূরে, সাগরের মাঝেও এক মুঠো সবুজ চোখে পড়ল তার। মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন জানাল ওটা একটা দ্বীপ রাষ্ট্র—নাম জানজিবার।

পরমুহূর্তে চারদিকে সমতল ছাদওয়ালা গিজগিজে বাড়িঘর দেখা দিল। বিস্তৃত শহর, বন্দরে নোঙর করা জাহাজ, সাপের মত আঁকাবাঁকা কালো সড়ক, ট্রাফিক, কালো-পিঁপড়ের মত ব্যস্ত মানুষ, সবকিছু গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখল কার্সটি হেউড।

আরবী দার-এস-সালামের ইংরেজী অনুবাদ মনে মনে আওড়াল—হেভেন অভ পীস। শান্তির স্বর্গ।

চারদিকের প্রাণচাঞ্চল্য অদৃশ্য হয়ে আবার দেখা দিল সবুজ। এর কয়েক মুহূর্ত পর মৃদু ঝাঁকি খেল বিমান দু'বার, লম্বা রানওয়ে ধরে তীরগতিতে ছুটে চলল টার্মিনাল ভবনের দিকে। শেষ পর্যন্ত শান্তির স্বর্গে সত্যি সত্যি পৌঁছতে পেরেছে কার্সটি হেউড।

এক ঘণ্টা পর মুক্তি পেল সে। ততক্ষণে ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এল ত্যক্ত-বিরক্ত, ক্রুদ্ধ কার্সটি। গরম আর আহাম্মক ইমিগ্রেশন অফিসারের পিণ্ডি চটকাচ্ছে মনে মনে। একের পর এক অনর্থক প্রশ্নে প্রতিমুহূর্ত অস্থির করে রেখেছিল ব্যাটা তাকে। কতদিন থাকবেন? ঠিক নেই। এদেশে আসার কারণ? সত্যি কথাটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না ভেবে 'বেড়াতে এসেছি' বলেছে সে। কোন কোন জায়গা দেখবেন? এমনি অজস্র, অহেতুক প্রশ্ন।

যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে দৃষ্টি দিয়ে চাটার খায়েশ পূর্ণ হয়েছে, একের পর এক প্রশ্ন করে গেছে প্রৌঢ় অফিসার। শেষে যেই কানে গেছে কার্সটি হেউড স্থানীয় মার্কিন কনসালের মেহমান, অমনি খাড়া হয়ে গেছে ব্যাটা। 'মিস্টার গডফ্রে?'

'দ্যাট'স রাইট।'

এরপর 'দুম্!' করে কাউন্টার কাঁপিয়ে স্ট্যাম্প বসিয়েছে সে তার পাসপোর্টে। ওখান থেকে মুক্তি পেয়ে পড়তে হয়েছে কাস্টমসের খপ্পরে। ঝাড়া বিশ মিনিট ধরে কার্সটির সাজানো-গোছানো সুটকেস এলোমেলো করেছে এক অফিসার, অর্ধেকের বেশি সময় ব্যয় করেছে সে ওর ব্রা আর প্যান্টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার পিছনে। হাতের সাথে মুখও সমানে চলেছে তার। এখান থেকে মুক্তি পেতেও কার্সটিকে কনসালের শরণ নিতে হলো। সুটকেস বন্ধ করে এক পাশে হলুদ চকের

দাগ দিয়ে রেহাই দিল তাকে লোকটা।

চোখ কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে কার্সটি, এমন সময় আচমকা এক নিগ্রো যুবক থাবা চালাল তার সুটকেস লক্ষ্য করে। ছুটল ওটা নিয়ে। 'কাম, মেমসাহিব।'

হন্তদন্ত হয়ে তার পিছন পিছন দৌড়াতে শুরু করল আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত কার্সটি। চেঁচিয়ে পুলিস ডাকবে ভাবছে, তখনই কে যেন পিছন থেকে টেনে ধরল বাহু। ঝট্ করে ঘুরে তাকাল কার্সটি। তারই সমবয়সী আরেক মেয়ে, সাদা চামড়া। 'মিসেস হেউড?' হাসল সে। 'আমি হ্যারিয়েট গডফ্রে। হাওয়ার্ডের স্ত্রী। সুটকেস নিয়ে ভাববেন না। ওর নাম জুমা। ও...'

'জুমা?' বলল হতবুদ্ধি কার্সটি।

'হ্যাঁ, আমার ড্রাইভার। চলুন।' বাহু ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল হ্যারিয়েট। 'হাওয়ার্ডের আসার কথা ছিল আপনাকে রিসিভ করতে। কিন্তু হঠাৎ এক ঝামেলায় পড়ে গেছে ও, তাই আমি এলাম।'

আশ্বস্ত হলো কার্সটি। 'ওহ্, গড! ধন্যবাদ।'

'ওয়েলকাম টু আফ্রিকা, হানি।' মিষ্টি করে হাসল মহিলা। এক মিনিট পর কনসালের বিলাসবহুল এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে চড়ল ওরা। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল জুমা, কার্সটির সাথে চোখাচোখি হতে চওড়া, নিঃশব্দ হাসি দিল। মাথা ঝুঁকিয়ে নড করল।

ভেতরের ঠাণ্ডা বাতাসে মুহূর্তে সমস্ত উদ্বেগ আর ক্লান্তি দূর হয়ে গেল কার্সটির। পরম স্বস্তির সাথে হেলান দিয়ে বসল সে হাত-পা ছড়িয়ে, নজর দিল হ্যারিয়েটের দিকে। ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে জুমা। প্রশস্ত রাজপথ ধরে দ্রুত ছুটে চলেছে কনসালের গাড়ি। দিন ফুরোতে বেশি বাকি নেই।

'পৌঁছতে কিছুটা দেরি করে ফেলেছি বলে দুঃখিত,' বলল কনসাল

পত্নী। 'অসুবিধে হয়েছে নিশ্চই ছাড়া পেতে?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কার্সটি।

'সাদা চামড়া, বিশেষ করে আমেরিকান হলে একটু বেশি খাতির করে ওরা,' সশব্দে হেসে উঠল সে। 'চিন্তা করবেন না, আসলে এরা ভাল। বেশ ফ্রেন্ডলি। খুব ক্লান্তি লাগছে নিশ্চই?'

'হ্যাঁ। এত লম্বা জার্নি এই প্রথম। তাছাড়া এবারই প্রথম বিদেশে আসা, অস্বস্তিও লাগছে।'

'দু'দিন টানা বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হ্যারিয়েট হাসিখুশি মহিলা। কথা বেশি বলে, হাসে তারচেয়ে বেশি। ব্রুকলিনের মেয়ে। আত্মবিশ্বাসী এবং নিজের অবস্থান, মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন।

'আমার হোটেল···'

'ও হ্যাঁ, হাওয়ার্ড খোঁজ-খবর করেছে সে ব্যাপারে। কিন্তু মুশকিল যে আপনি যেমন চেয়েছেন, তেমন কোন হোটেল পাওয়া যায়নি। এক আছে খুব এক্সপেনসিভ, আর নয়তো খুব বেশি সস্তা, কোনটাই উপযুক্ত নয়। একা সে-সব হোটেলে থাকা মোটেই উচিত হবে না আপনার।'

'তাহলে আমি থাকব কোথায়?'

'আমাদের সাথে,' হাসল হ্যারিয়েট। 'আমাদের গেস্ট [illegible]য় থাকবেন। আপত্তি আছে?'

আছে, এবং তা প্রকাশ করতেও যাচ্ছিল কার্সটি। কিন্তু চেপে [illegible] দেহ-মন আর অজানা-অচেনা দেশ-পরিবেশ ইত্যাদির কথা ভেবে।

'আপনি আমাদের সাথে থাকলে আমরা খুব খুশি হব। কোন কষ্ট হবে না আপনার। তারপর···কয়েকদিন থাকার পর যদি ভাল না লাগে, তখন না হয় ব্যবস্থা একটা করা যাবে। আর হ্যাঁ, জালুদ এখন পোর্টে আছে। হাওয়ার্ড ক্যাপ্টেন লেসিলিসকে অনুরোধ করেছে সে যেন

আপনার সাথে কথা না বলে যাত্রা না করে। গোপনে পোর্ট অথরিটিকেও বলেছে ওরা যেন তাকে এখনই বন্দর ত্যাগের অনুমতি না দেয়।'

চোখ বুজল কার্সটি হেউড। কিছুটা স্বস্তি, সেই সঙ্গে অজানা এক ভয়-ভয় অনুভূতি গ্রাস করছে তাকে। 'আপনাদের অনেক-অনেক ধন্যবাদ। আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন।'

আধ ঘণ্টা পর, শহরের উপকণ্ঠে কনসালের বাসভবনে পৌঁছল ওরা। অয়েস্টার বে জায়গাটার নাম। বাড়ি এবং চারদিকের পরিবেশ দেখামাত্র দারুণ ভাল লেগে গেল কার্সটির। পুরোটা অভিজাত আবাসিক এলাকা, বাড়িগুলো পাথরের, বহু বছর আগে তৈরি। স্বাধীনতার আগে এ দেশের জার্মান এবং পরে আসা ব্রিটিশ শাসকদের উঁচু-পদের কর্মকর্তারা থাকত এখানে।

প্রত্যেকটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে উঁচু পাঁচিলঘেরা বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে। সামনে-পিছনের আঙিনায় রয়েছে ফুল-ফলের বাগান। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে অনেক দূরের নীল সাগর চোখে পড়ে—সব মিলিয়ে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য।

বাড়ির ভেতরের পরিবেশ আশ্চর্যরকম শীতল। এর কারণ গঠনপ্রকৃতি। ১৯১০ সালের দিকে জার্মানরা যখন এ দেশ দখল করে, তখন এয়ারকন্ডিশনিঙ ব্যবস্থা ছিল না। প্রাচীন পদ্ধতিতেই এগুলো নির্মাণ করেছে ওরা। বাইরের চার দেয়াল পুরো চার ফুট চওড়া করে গড়া হয়েছে, তার ঠিক মধ্যিখানে খানিকটা ফাঁকা রেখে দেয়া হয়েছে ইনসুলেটিং স্পেস হিসেবে। ফলে আফ্রিকার প্রচণ্ড গরমও ভেতরে বসে টের পাওয়া যায় না।

অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা শাওয়ারে ভিজে খানিকটা সুস্থ বোধ করল কার্সটি। ঘুমে চোখ বুজে আসছিল, কিন্তু শুতে দিল না হ্যারিয়েট। দীর্ঘ ভ্রমণের পর যত কষ্টই হোক, সাথে সাথে ঘুমাতে নেই, বোঝাল সে।

তাতে দেহের অবসাদ কাটতে সময় বেশি লাগে। তারচেয়ে যত দীর্ঘ সময় সম্ভব জেগে থেকে বিছানা নিলে ঘুম যেমন গভীর হয়, তেমনি তরতাজা ভাবটাও খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

দোতলার চওড়া বারান্দায় বসল দু'জনে। হাতে মার্টিনি। কনসাল ফেরেননি এখনও। রাত নেমেছে। বাগানের বোগেনভিলা আর কলাগাছের মাথায় চাঁটি মেরে ওদের চোখেমুখে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ফুরফুরে বাতাস। নীল আকাশে তারার মেলা বসেছে যেন আজ, পুরো জায়গা জুড়ে গিজগিজ করছে ওরা। চাঁদ আরও পরে উঠবে। ঝিঁঝি পোকার ঐকতানে প্রকৃতির আর সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে।

গলা ভেজাল কার্সটি। 'আপনি জানেন নিশ্চই সব, মানে…'

'হ্যাঁ।' হাসিখুশি চেহারা মুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে গেল হ্যারিয়েটের। 'জানি। সবই বলেছে আমাকে হাওয়ার্ড।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে।

'এবং উন্মাদ ভাবছেন আমাকে?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম।'

'এখন?'

'এখন অন্যরকম ভাবি। কারণ আমিও মা।'

অবাক হয়ে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল কার্সটি, অনুসন্ধানী চোখে বোঝার চেষ্টা করল কথাটা সে মন থেকে বলেছে কি না। হ্যাঁ, মন থেকেই বলেছে। 'শুধুই মা বলে, না আর কোন কারণ আছে?'

দীর্ঘ নীরবতা। বক্তব্য গোছাচ্ছে হ্যারিয়েট। যখন মুখ খুলল সে, শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়ল কার্সটি হেউড। পানি এসে গেল চোখে। আপন আত্মজের শুভ-অশুভ যে-কোন পরিণতি বুঝতে পারার যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রতিটি মার অন্তরের অন্তঃস্তলে জমা থাকে, তার থেকে নিজের সবটুকু ছেঁকে তুলে কার্সটির ক্ষমতার সাথে তুলনা করল সে প্রথমে, তারপর বোঝাতে শুরু করল।

যমজ বোনের প্রসঙ্গ টেনে বলল, 'মা-বাবার কাছে গল্প শুনেছি, পত্র-পত্রিকায় কাহিনী পড়েছি, এদের এমন অদ্ভুত আত্মিক সম্পর্ক যে এক বোন যখন প্রসব যন্ত্রণায় ভোগে, হাজার মাইল দূরে থেকেও অন্যজন তা অনুভব করে গর্ভবতী না হলেও, ছট্‌ফট্‌ করে তীব্র যন্ত্রণায়। একজন আঘাত পেলে অন্যজন আঘাত না পেয়েও একই জায়গায় একই রকম ব্যথা অনুভব করে। এক মায়ের অতি-প্রাকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে শুনেছি, চোখের সামনে সন্তান ট্রাক চাপা পড়তে যাচ্ছে দেখে মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তিবলে শেষ মুহূর্তে ট্রাকের গতি ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল সে। বেঁচে যায় মহিলার ছেলে। ব্যাপারটাকে প্রত্যক্ষদর্শী সবাই অলৌকিক আখ্যা দিয়েছিল।

'অনেক মা আছে যে তার সন্তান কঠিন রোগে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে, তা আগেভাগে টের পেয়ে যায়। প্রতিটি মার ভেতরেই এই ক্ষমতা আছে, যাকে বিজ্ঞান এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন বলে। কারও সেটা বেশি থাকে, কারও কম।

'আমি বলছি না যে গ্যারেট বেঁচে আছে, বা থেকে থাকলে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কিন্তু আপনার মনের ডাক অন্তর দিয়ে অনুভব ঠিকই করতে পারি। আমিও এক ছেলের মা। বারো বছর বয়স আমার ছেলের, নাম লিস্টার। এ মুহূর্তে এক বন্ধুর বাসায় আছে সে, ফেরার পথে হাওয়ার্ড তাকে তুলে নিয়ে আসবে। যেদিন হাওয়ার্ডের মুখে শুনলাম ছেলের মৃত্যুর খবর আপনি বিশ্বাস করেননি, সেদিন মনে মনে আপনার জায়গায় নিজেকে, আর গ্যারেটের জায়গায় লিস্টারকে বসিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করেছি পুরোটা, আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে। মনে হয়েছে হয়তো আপনার বিশ্বাসই সঠিক। হয়তো বেঁচে আছে গ্যারেট।

'আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যেন সেটাই সত্যি হয়। ঈশ্বর করুন ছেলেকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হোন

আপনি!'

অন্তর ভীষণভাবে নাড়া খেল কার্সটি হেউডের। উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা পেয়ে উজ্জীবিত হলো সে। চোখের পানি মুছে মনে মনে কি সব বলতে লাগল। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম একজন সাহস যোগাল তাকে, কেবল মুখে নয়, অন্তর দিয়েও। মনের মেঘ খুব দ্রুত কেটে যেতে থাকল কার্সটির।

'গত কয়েকদিন থেকে বারবার একই স্বপ্ন দেখছি আমি,' বলল সে। 'ঘুমের মধ্যে তো বটেই, এমনকি তন্দ্রার ঘোরেও।'

ঝুঁকে বসল হ্যারিয়েট। 'কি স্বপ্ন?'

'কারা যেন কোথায় এক গুহায় আটকে রেখেছে গ্যারেটকে।'

'তাই নাকি?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল কার্সটি। 'ও আমাকে ডেকে বলে, "মা, আমাকে বাঁচাও। ওরা আমার সব রক্ত শুষে নিয়ে যাচ্ছে"। প্রতিবার একই কথা বলে ও। সবচে' অবাক লাগে, ঘুম ভাঙলে ওটাকে মোটেই স্বপ্ন মনে হয় না আমার, মনে হয় একদম বাস্তব। গ্যারেটের কথার প্রতিধ্বনি পরিষ্কার কানে বাজে তখনও। বারবার শুনতে পাই, একেবারে স্পষ্ট গলা।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ঝিঁঝির গান শুনল ওরা। তারপর নিচু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল হ্যারিয়েট, 'এগিয়ে যাও, বোন। ঈশ্বর নিশ্চই সাহায্য করবেন তোমাকে।'

তার উৎসাহে বাড়তি আত্মবিশ্বাস যেটুকু জমেছিল কার্সটির, কনসাল হাওয়ার্ড গডফ্রে ফিরে আসার দশ মিনিটের মধ্যে তার প্রায় পুরোটাই উধাও হয়ে গেল। ভদ্রলোক স্ত্রীর চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক খাটো। চেহারা সাদামাঠা। তবে স্টীল ফ্রেমের পুরু কাঁচের চমশার ওপাশে চোখ দুটো বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। পরিচয় পর্ব সেরে ডাইনিং টেবিলে এসে

বসল সবাই। কথা উঠল।

খানিক ইতস্তত করে জানালেন কনসাল, আজ দুপুরের আগে খুব তাড়াহুড়ো করে বন্দর ছেড়ে গেছে জালুদ। অথচ যাওয়ার কথা ছিল তার আরও ক'দিন পরে। তাছাড়া তিনি পোর্ট অফিশিয়ালদের বলে রেখেছিলেন ওটাকে ক্লিয়ারেন্স দেয়ার ব্যাপারে যেন ডকুমেন্টেশন বা অন্য কোন কারণ দেখিয়ে একটু ঢিলেমি দেখানো হয়। তারপরও চলে গেল জাহাজটা। নিশ্চই ঘুষ খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে অথরিটি। ওদের সাথে লেসিলিসের সম্পর্ক অন্যরকম।

কোথায় গেল?

সেইশেলস। ওখানে নাকি তার জন্যে এক চার্টার পার্টি পৌঁছার কথা এক সপ্তাহের মধ্যে। একদল ইওরোপীয় অর্নিথোলজিস্ট, সেইশেল দ্বীপপুঞ্জের পাখি সম্পর্কে কী সব গবেষণার কাজে আসছে তারা। ওটা মিস হলে ক্ষতি হবে বলে চলে গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ক্যাপ্টেন লেসিলিসের সাথে পোর্ট অফিশিয়ালদের বহু পুরানো লেন-দেনের সম্পর্ক আছে। কনসালের সন্দেহ, সেজন্যে ওরা তাকে ধরে রাখার কোন চেষ্টাই সম্ভবত করেনি।

ফিরতে কতদিন লাগতে পারে জালুদের?

কম করেও এক মাস।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কার্সটি। 'আমিই তাহলে যাব সেইশেলস।'

তার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি জানা আছে কনসালের। সস্তা হোটেল খুঁজে বের করার অনুরোধ থেকে অনেক আগেই বুঝে নিয়েছেন। 'আসা-যাওয়ায় প্লেনের ভাড়া প্রায় আটশো ডলার লেগে যাবে। তারচে' যদি জাহাজে যান, অনেক কম খরচ হবে। চারদিন লাগবে অবশ্য পৌঁছতে।'

'সেই বরং ভাল,' বলল হ্যারিয়েট। 'রয়ে-সয়ে যাওয়া যাবে।

তাছাড়া জালুদেরও তো সময় লাগবে ওখানে পৌঁছতে। কি বলেন?' কার্সটির সমর্থনের আশায় তাকাল সে।

'তবে সমস্যা একটা এ ক্ষেত্রেও আছে,' বললেন কনসাল। 'দার-এস-সালাম—সেইশেলস সরাসরি যে সী-রুট ছিল, গত দু'মাস ধরে তা বন্ধ। যেতে চাইলে কেনিয়ার মোম্বাসা হয়ে যেতে হবে। আমি খোঁজ নিয়েছি, দা স্টেট অভ হরিয়ানা নামে এক ভারতীয় জাহাজ পাঁচদিন পর ছাড়বে মোম্বাসা থেকে।'

অর্থাৎ লেসিলিসের দেখা পেতে হলে কম করেও দশদিন অপেক্ষা করতে হবে, ভাবল কার্সটি। তাও যদি পৌঁছেই জালুদকে বন্দরে পাওয়া যায়। আর যদি চার্টার পার্টি নিয়ে…

তার চেহারার হতাশা চিনতে ভুল হলো না কনসালের। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, বাধা দিল হ্যারিয়েট। 'ইশ্! মাত্র কয়েকটা ঘণ্টার জন্যে ধরা গেল না ব্যাটাকে। আমার ধারণা বিপদ হতে পারে ভেবেই পালিয়েছে সে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বললেন হাওয়ার্ড গডফ্রে। 'লেসিলিস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে যা জানলাম, তাতে মানুষটা যে সুবিধের নয়, তা বেশ বুঝতে পেরেছি আমি। হয়তো মিসেস হেউডের সন্দেহই সত্যি। হয়তো গ্যারেটকে কিডন্যাপ করেছে সে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? কোথায় রেখেছে সে তাকে? সেইশেলস ত্যাগের বারোদিন পর এখানে পৌঁছে গ্যারেটের সাগরে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে লেসিলিস, এটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও কোনমতেই দশদিনের বেশি লাগতে পারে না। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় এই এক হাজার মাইল পাড়ি দিতে লাগে ছয়দিন।

'আমার সন্দেহ, এর মধ্যে আরও এক হাজার মাইল সাগর পাড়ি দিয়েছে লেসিলিস। হয়তো সোমালিয়া, বা উত্তরের মাদাগাস্কার অথবা

দক্ষিণের মোজাম্বিক ঘুরে এসেছে। দূরত্বের হিসেবে কোনটাই অসম্ভব নয়। কেন গিয়েছিল সে? গ্যারেটকে এর কোথাও রেখে আসতে?'

'থামো, হাওয়ার্ড,' দ্রুত স্বামীকে বাধা দিল হ্যারিয়েট কার্সটির চোখ টল্-টল্ করছে দেখে। 'বেচারী জার্নি করে এমনিতেই খুব ক্লান্ত। তার ওপর এত চিন্তার বোঝা চাপানোর প্রয়োজন নেই। এ নিয়ে না হয় কাল আলোচনা করা যাবে।'

'না না, আপনি বলুন, মিস্টার হাওয়ার্ড।'

'আপনি নিশ্চই প্রথম থেকেই জানতেন এ ধরনের অনুসন্ধান খুব একটা সহজ কাজ হবে না,' বললেন তিনি। 'অর্থাৎ জেনেশুনেই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। পরিস্থিতি ওপর থেকে দেখে যাই মনে হোক, যত হতাশাব্যঞ্জক মনে হোক, হাল আপনি ছাড়বেন না বলেই আমার বিশ্বাস।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল কার্সটি। 'ঠিক বলেছেন। তবে এইখানেই পাব জেনে এসেও মানুষটাকে পেলাম না, তাই একটু হতাশ হয়েছি, এই যা। এটা সাময়িক। ড্যানি লেসিলিসের সাথে বোঝাপড়া না সেরে আমি পিছু হটছি না।'

মুচকে হেসে প্লেটের দিকে নজর দিলেন কনসাল গডফ্রে। 'না হয় মিসেস হেউড গেলেন সেইশেলস,' বলে উঠল হ্যারিয়েট। 'কিন্তু সেখানেও যদি না পাওয়া গেল জালুদকে? যদি চার্টার পার্টি নিয়ে ট্রিপে বেরিয়ে গিয়ে থাকে ওটা, তখন কি হবে?'

'যতদূর জানতে পেরেছি দ্বীপপুঞ্জের বাইরে কোথাও যাবে না লেসিলিস। কাছেপিঠের ছোট ছোট দ্বীপগুলো ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে ওদের। কয়েকদিন পর পর ফিরে আসবে বন্দরে।'

'নাবিক হিসেবে কেমন সে?' জানতে চাইল কার্সটি।

'এ ক্লাস। বদ্ধ মাতাল অবস্থায়ও কোর্স থেকে এক চুল এদিক-ওদিক

হয় না তার গতি। দশ বছর ধরে পুব আফ্রিকান উপকূলের সর্বত্র চষে বেড়াচ্ছে লোকটা। মাদাগাস্কার, সেইশেলস, মরিশাস তো তার নখদর্পণে, ইন্ডিয়া-শ্রীলঙ্কাও যায় কখনও কখনও।

'শুনেছি সে নাকি স্মল-টাইম স্মাগলার, গান-রানার। এইসব চার্টার জব আসলে লোক দেখানো।'

কিছু ভাবল কার্সটি। 'ওখানে পৌঁছে যদি তাকে না পাই, কোথায় আছে সে, কতদিনে ফিরবে, জানার কোন উপায়...'

'সে ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারব আপনাকে। সেইশেলসেই আছে আমার এক লোক, তাকে জানিয়ে রাখব আমি। জালুদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে সে, সময়মত জানাবে আপনাকে।'

'খুব ভাল হয় তাহলে,' কার্সটির হয়ে হ্যারিয়েট বলল।

'তবে, মিসেস হেউড, সব কথাই যখন হলো, আরও কিছু কথাও জেনে রাখা উচিত আপনার। আপনার স্থিরপ্রতিজ্ঞ মনোভাবের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, যা হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। ড্যানি লেসিলিস আপনার সাথে দেখা করবে বলে আমাকে কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত তা রাখেনি। পালিয়ে গেল।

'তারমানে যেদিনই হোক, আপনি দার-এস-সালামের বাইরে পা রাখার পর যা হবে, তা হয়তো অন্যরকম হবে, যার ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আমি কি ভাবছি, শুনুন। আমার মতে আপনার এই যাত্রা নিষ্ফল হবে। খুব সম্ভব। ধারণা করছি আপনার ছেলে বেঁচে নেই। ড্যানি লেসিলিস বাঁচিয়ে রাখেনি ওকে। সমস্ত যুক্তি, সমস্ত পয়েন্ট পর্যালোচনা করে দেখলে সেরকমই মনে হবে।

'লেসিলিসের সাথে পরিচয় হয়েছে আমার, প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে কথাবার্তাও হয়েছে। তার মত একাধারে নীচ আর কঠোর মানুষ জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। কিসের বিরুদ্ধে, কার বিপক্ষে পা বাড়াতে

যাচ্ছেন আপনি, তা আগেই ভাল করে ভেবে দেখুন। কারণ হাতে সময় আছে। ভাল করে ভেবেচিন্তে পা ফেলুন। এখানে যতক্ষণ আছেন, যে-কোন সময় যে-কোন সাহায্য প্রয়োজন হলে আমি, আমরা আপনার পাশে দাঁড়াতে পারব। সব ধরনের সহযোগিতা করতে পারব, অফিশিয়ালি বা আনঅফিশিয়ালি, যেটাই হোক।

'কিন্তু যে মুহূর্তে আপনার জাহাজ ছাড়বে, সেই মুহূর্ত থেকে পরিস্থিতি যত খারাপই হোক, একা আপনাকেই তা সামাল দিতে হবে। আর বিশ্বাস করুন, লেসিলিস সত্যিই ভয়ঙ্কর। তার সঙ্গীরাও কেউ কম নয়।'

আধবোজা চোখে কনসালের কথা শুনছিল কার্সটি হেউড, এবার পূর্ণ চোখ মেলে তাকাল। 'মিস্টার হাওয়ার্ড, আমার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ব্যাক ইয়ার্ডে এক বেড়াল আছে, তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা তার। একদিন বিকেলে ওই বাচ্চার লোভে এসেছিল প্রকাণ্ড এক কুকুর। বেচারী! মা-বেড়ালের অন্তত বিশগুণ বড় হয়েও ওটার তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে মরতে হলো তাকে।

'ওটার মত নখ বা থাবা আমার নেই ঠিকই, কিন্তু যে আমার সন্তানের ক্ষতি করেছে, যত ভয়ঙ্করই সে হোক, তাকে মোকাবেলা করার মত মনের শক্তি আছে আমার।' হ্যারিয়েটের দিকে তাকাল কার্সটি। 'আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন আপনারা। আপনজনের মত আচরণ করেছেন । সে জন্যে আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ, তা বলে বোঝানোর ক্ষমতা নেই।

'হয়তো সত্যিই বেঁচে নেই গ্যারেট, মরীচিকার পিছনে ছুটতে যাচ্ছি আমি। হয়তো বা পুত্রশোকে বাস্তবিকই উন্মাদ হয়ে গিয়েছি। তবু, একবার যখন ঘর ছেড়েছি, বিপদের আশঙ্কা যতই থাকুক, আমি যাবই। লেসিলিস যদি নরকের শয়তানও হয়, আমার কাছে তাকে জবাবদিহি

করতেই হবে।'

ফিক্ করে হেসে উঠল লিস্টার। 'সোয়াহিলি ভাষায় স্থানীয়রা যাকে বলে মেমসাহিব কালী, আপনাকে ঠিক সেরকম দেখাচ্ছে।'

'মানে?'

'হিংস্র বেড়ালজাতীয় প্রাণী,' হাসিমুখে ব্যাখ্যা করলেন কনসাল। 'বিশেষ করে লেপার্ড বোঝাতে শব্দটা ব্যবহার হয় এ দেশে। কালী আসলে হিন্দুদের এক দেবী, ওরা যাকে ডাকে মা কালী।'

চার

'কিন্তু, মিস্টার রানা, আপনি কেন মেয়েটির দায়িত্ব নিতে চাইছেন?' প্রশ্ন করল আইনজীবী রাজারত্নম। আদি ভারতীয় মানুষ, মাঝবয়সী। তার পূর্বপুরুষরা এক শতাব্দীরও আগে সেইশেলস এসে স্থায়ী হয়েছে।

বিষয়টা কাউকে বলে বোঝানো কঠিন, তবু ব্যাখ্যা করল রানা দীর্ঘ সময় নিয়ে। সঠিক কাজ আদায় করতে চাইলে ডাক্তার আর উকিলের কাছে কিছু লুকোতে নেই, আপ্তবাক্যটা মনে রেখে লানির ঘর ছেড়ে পালানোর কারণ, দু'জনের দেখা হওয়া এবং পরদিন আচমকা তাকে বোটে আবিষ্কারের ঘটনা কিছুই বলতে বাদ রাখল না ও।

শুনে গম্ভীর মুখে 'হুঁম!' বলে চুপ মেরে গেল রাজারত্নম।

'ওর অভিভাবকত্ব পেতে চাই আমি,' বলল মাসুদ রানা। 'সে জন্যে

যত রকম নিশ্চয়তা প্রয়োজন, দিতে রাজি আছি।'

মুখ ভেঙচে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করল আইনজীবী। 'এ বিষয়ে আইন একটু জটিল। এদের ছিন্নমূল হিসেবে ট্রীট করা হয় এখানে। শুধু এখানে কেন, সব দেশেই তাই। উপস্থিতি ধরা পড়লে বন্দী করে স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয় এদের। এদেশে থাকতে চাইলে মোটামুটি একটা অঙ্কের সঞ্চয় বা আয় দেখাতে হয় বাইরের যে কাউকে, যা আপনার এই মেয়ের নেই। পাসপোর্টও নেই ওর। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র গভর্নর। ভিক্টোরিয়ায় নেই তিনি, ছুটিতে গিয়েছেন। ফিরতে এক সপ্তা লাগবে। ততদিন হয়তো জেলে কাটাতে হবে মেয়েটিকে।'

'কেন?'

'সেটাই নিয়ম। তবে...' আরেকবার মুখভঙ্গি করল রাজারত্নম। 'আমি দেখি চেষ্টা করে আর কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না। সে-ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো বন্ড সই করতে হবে।'

'কত টাকার?'

'স্থানীয় দশ হাজার রুপীর বেশি না।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'ক্রেডিট কার্ড গ্যারান্টি হলে চলবে?'

'চলবে।'

'আপনার ফী?'

'ওটা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। সে পরে যা হয় একটা কিছু ধরে দেবেন। আগে চেষ্টা করে দেখি মেয়েটিকে আপনার জিম্মায় রাখার কোন ব্যবস্থা করতে পারি কি না।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' নিজের দেশের উকিলদের কথা না চাইলেও মনে জেগে উঠল রানার। বেশিরভাগই প্রথমে নিজের ফীর ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত হয়ে তবে পা ফেলে তারা। 'ও হ্যাঁ, আমার

বোটের এনজিনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। একজন ভাল এনজিনিয়ার পেলে খুব উপকার হত।'

'মেজর সমস্যা?'

'সেরকমই সন্দেহ করছি।'

'এনজিন সম্পর্কে অল্প-স্বল্প জানি আমি। কি এনজিন ওটা?'

'পার্কিনস্। পি-ফোর।'

'কতবছর আগের?'

'দেখে চল্লিশের মত মনে হয়েছে আমার।'

'ওরে সব্বোনাশ! ও যে বুড়ো হাবড়া। এই মাল নিয়ে সাগরে বেরিয়েছেন আপনি?'

'মানে, হঠাৎ...তাছাড়া ভালই তো চলছিল। এতপথ এলাম, একটুও ডিসটার্ব করেনি। পোর্টে ঢোকামাত্র বিকট শব্দে...'

'বুঝেছি,' মাথা দোলাল রাজারত্নম। 'হার্ট গেছে ওটার। পেসমেকার লাগাতে হবে। কিন্তু এত পুরনো এনজিনের পার্টস এখানে পাওয়া যাবে কি না কে জানে! এক কাজ করুন, জ্যাক নেলসন নামে বুড়ো এক এনজিনিয়ার থাকে এখানে। ব্রিটিশ। রয়্যাল নেভিতে ছিল। কাজ ভালই জানে। হামবড়া ভাব আছে লোকটার মধ্যে, কথা শুনলে মনে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে একাই বুঝি পরিচালনা করেছে পুরো ব্রিটিশ ফ্লীট। একবার কথা বলে দেখুন তার সাথে। অবশ্য লোকটাকে রাজি করানো হয়তো কঠিন হবে।'

'কেন? আমি তাকে পারিশ্রমিক দেব।'

'সমস্যা সেটা নয়। সমস্যা হচ্ছে মানুষটা ভীষণ দেমাগী, খেয়ালী। ইচ্ছে হলে চট্ করে রাজি হয়ে যাবে। আর যদি একবার বেঁকে বসে, তাহলে মুশকিল। তবে আপনি যেহেতু বিদেশী, এখানে একেবারেই নতুন, হয়তো বিমুখ করবে না আপনাকে। কথা বলে দেখুন একবার।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'ইয়ট ক্লাবে পাবেন। দেখুন বীয়ার-টীয়ার অফার করে কাজ হয় কি না। আমি এদিকে মিস লানির ব্যাপারে কি করা যায়, দেখি। শেষ পর্যন্ত যদি জেলেই থাকতে হয় ওকে, তাতেও বিশেষ চিন্তার কিছু নেই। এখানকার জেলখানা যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তেমনি আরামদায়ক।'

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। চারটা প্রায়। 'ওর সাথে একবার দেখা করার ব্যবস্থা করা যায় না এখন? সারাদিন দেখিনি আজ মেয়েটিকে।'

'অবশ্যই। কিন্তু তাতে সময় নষ্ট হবে, নেলসনকে হয়তো মিস করবেন। ভাববেন না, আমিই তো যাচ্ছি। দেখা করে আসব, জানিয়ে আসব তাকে আপনার উদ্বেগের কথা।'

যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুটা শুভ লক্ষণের সূচনা বলে মনে হলো কার্সটি হেউডের। তার জন্যে স্টেট অভ হরিয়ানার প্রথম শ্রেণীর একটা কেবিন পরদিনই রিজার্ভ করার ব্যবস্থা সেরে ফেলেছিলেন কনসাল গডফ্রে। মোম্বাসা পর্যন্ত তাঁর গাড়িতেই যাবে সে, এমন বন্দোবস্তও হয়েছিল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে আরও ভাল এক সুযোগ জুটে গেল।

কার্সটির কেনিয়া রওয়ানা হওয়ার আগের দিন স্থানীয় ভারতীয় দূতাবাসে এক রিসেপশন পার্টিতে যোগ দিতে যান কনসাল। সেখানে পরিচয় এক কোটিপতি শিখ ব্যবসায়ীর সাথে। পুব আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অফিস আছে ভদ্রলোকের, আছে মোম্বাসাতেও। পরদিন সেখানে যাবেন তিনি ব্যক্তিগত লাইট এয়ারক্র্যাফটে। কার্সটিকে লিফট দেয়ার অনুরোধ জানালেন তাঁকে কনসাল, এক কথায় খুশি মনেই রাজি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

পরদিন যথাসময়ে কার্সটিকে সী অফ করা হলো। কনসাল স্বয়ং,

হ্যারিয়েট, লিস্টার, সবাই এল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত। সবার মন খারাপ। সবচেয়ে বেশি কার্সটির। চারটে দিন একান্ত আপনজনের মত যত্ন পেয়েছে সে অজানা-অচেনা পরিবারটির সবার কাছে। সম্পূর্ণ নিখরচায়। এক সেন্টও খরচ করতে দেয়নি তারা ওকে। আপন বোনের মত আচরণ করেছে হ্যারিয়েট। পরামর্শ দিয়ে, সাহস জুগিয়ে অনুপ্রাণিত করেছে, বিদায়ের আগে সে কথা স্মরণ করে কাঁদল কার্সটি। কাঁদল হ্যারিয়েটও।

ঠাট্টা করে মন্তব্য করল লিস্টার, 'মেমসাহিব কালীর চোখে পানি মানায় না। ওখানে থাকে আগুন। প্রতিশোধের আগুন।'

হেসে উঠল সবাই। পরিবেশ হালকা হলো। যথাসময়ে দার-এস-সালাম ত্যাগ করল বিমান। তিনতলা স্টেট অভ হরিয়ানা তেমন পরিচ্ছন্ন নয়, দেখতেও যেন কেমন। ভাসমান গুদামের মত লাগে। মুম্বাই-মোম্বাসা ভায়া সেইশেলস যাতায়াত করে ওটা নিয়মিত। যাত্রী হয় প্রচুর, সবগুলো ফ্লোর এবং ছাদে কিলবিল করে পোকার মত। মালও বোঝাই হয় তেমনি।

তবে এর প্রথম শ্রেণী কেবিনের চেহারা একদম অন্যরকম। তিনতলার সামনের দিকে চওড়া পথের দু'পাশে দুই সারি কেবিন। এই অংশে ডেকের যাত্রীদের ঢোকা নিষেধ। ছিমছাম নিরিবিলি পরিবেশ। কেবিনের ভেতরটা একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সিঙ্গল কেবিনটা দেখল কার্সটি হেউড। বাঁ দিকে সাড়ে তিন ফুট চওড়া একটা বাঙ্ক, প্রায় ওর কোমর সমান উঁচু। চলাচলের জায়গা তার চেয়ে একটু বেশি। একটা সিঙ্গল সোফা, আর একটা নিচে র‍্যাক ওপরে আয়নাওয়ালা টেবিলও আছে। আয়নার পাশেই পোর্টহোল। সিলিঙে টেবিল ফ্যানের মত তারের জালঘেরা ৩৬ ইঞ্চি ফ্যান ঝুলছে। যথেষ্ট ভাল, ভাবল কার্সটি। এত ভাল হবে কেবিন, চিন্তাই করেনি।

ভারতীয় এক ছোকরা স্টুয়ার্ড তার বড় এক বাস্কেট আর সুটকেসটা বয়ে আনল। মাদ্রাজী ছেলে। বিনয়ী আচরণ। তাকে এক ডলার টিপস্ দিল কার্সটি। বলল, জাহাজটা ঘুরেফিরে দেখতে যাচ্ছে সে। এসে যেন দেখে তার কেবিনে ফ্রেশ অ্যারোসল স্প্রে করা হয়েছে। তেলাপোকা-টোকা যেন না থাকে। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ছোকরা।

একদম নাকের দিকে যাত্রীদের বসার জন্যে ডেকের বেশ খানিকটা অংশ ফাঁকা, চেয়ার পাতা আছে সেখানে। ওর একটা রেলিঙের কাছে টেনে নিয়ে বসল কার্সটি, নিচের দিকে নজর দিল। বিকেল হয়েছে। আর ঘন্টাখানেক পর যাত্রা শুরু করবে স্টেট অভ হরিয়ানা, যাত্রী-মাল এখনও সমানে বোঝাই হচ্ছে। আনমনে চওড়া গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। সাগরের খোলা বাতাসে ঘুম ঘুম একটা আমেজ পেয়ে বসেছে।

যাত্রীদের বেশিরভাগই ভারতীয়। গরীব, শ্রমিকগোছের। ধুতি-পাজামা পরে আছে তারা। প্যান্ট পরিহিতের সংখ্যা খুব কম। তবে পরিধেয় যাই হোক, সবই মলিন। অনেকে স্ত্রী, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে উঠেছে, উঠছে। হাতে ফাইবার সুটকেস অথবা কাপড়ের পোঁটলা। আফটার ডেকে জায়গা দখল করা নিয়ে প্রচণ্ড হল্লা করছে যাত্রীরা খিচুড়ি ভাষায়। একটা দল উঠল, সম্ভবত এক পরিবার। কম করেও চব্বিশজন হবে—দাদী মা থেকে কোলের শিশুটি পর্যন্ত আছে ওদের মধ্যে।

এক যুবকের ওপর চোখ পড়ল কার্সটির। বাইশ তেইশ হবে বয়স, সাদা চামড়া। ছয় ফুটের ইঞ্চি দু'য়েক বেশি হবে দৈর্ঘ্য, সোনালী চুল। কাঁধে ঝুলছে একটা ডাফল ব্যাগ। প্ল্যাঙ্কে পা রেখে চোখ তুলল সে, চোখাচোখি হলো কার্সটির সাথে। বাদামী দু'চোখে বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকে পর্যবেক্ষণ করল যুবক। তারপর মাথা নিচু করে পা বাড়াল। প্ল্যাঙ্কের মাথায় পৌঁছে, জাহাজের পেটের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার

আগে ফের চোখ তুলে তাকাল। দ্বিতীয়বার চোখাচোখি হতে হাসল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খিদে বোধ হতে উঠে পড়ল কার্সটি। আসার পথে প্লেনে শিখ ভদ্রলোক পরামর্শ দিয়েছেন, জাহাজে ওঠার আগে পর্যাপ্ত বোতলজাত খাওয়ার-পানি, কেক-বিস্কুট, ফল, টয়লেট পেপার ইত্যাদি কিনে নিতে। এই জাহাজে তিনিও কয়েকবার ভ্রমণ করেছেন। জানেন এদের রান্না সুবিধের নয়, মেনুও একঘেয়ে। কার্সটির অসুবিধে হবে এদের ওপর নির্ভর করে থাকলে, তাই বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন। তাই করেছে সে।

কেবিনে ফিরে দেখল আগের থেকেও পরিচ্ছন্ন লাগছে ভেতরটা। দু'পীস কেক আর পানি খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করল কার্সটি, ঠিক তখনই নিচ থেকে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক টানার ঘড় ঘড় আওয়াজ এল। পায়ের তলায় কাঠের মেঝে কাঁপতে শুরু করল তির তির করে। সংক্ষিপ্ত তিনটে হাঁক ছাড়ল স্টেট অভ হরিয়ানার হুইস্‌ল। ডিজেল এনজিনের গম্ভীর, একটানা ধক্-ধক-ধক্-ধক্ আওয়াজ শোনা গেল।

আবার বেরিয়ে এল কার্সটি দৃশ্যটা মিস্ করা উচিত হবে না ভেবে। দুলে উঠেই জেটির সাথে মৃদু বাম্প করল জাহাজ, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। পড়েই যেত যদি সবল দুটো বাহু সময়মত জাপ্‌টে না ধরত। কৃতজ্ঞ চোখে সাহায্যকারীর দিকে তাকাল কার্সটি, সেই যুবক।

'ধন্যবাদ, মিস্টার...'

'ক্যাডি,' ডান হাতের মস্ত থাবা বাড়াল সে। 'ক্যাডি আর্লিংটন। কানাডিয়ান।'

'আমি কার্সটি হেউড, আমেরিকান।' হাত মেলাল তার সাথে। 'জাহাজের ডিপারচার দেখতে বেরিয়েছিলাম।'

হাসল ক্যাডি। 'আমিও,' চট্ করে কার্সটির খোলা কেবিনের ভেত চোখ বোলাল। বুড়ো আঙুল বাঁকা করে পাশের বন্ধ দরজাটা দেখাল।

'আমি আপনার পাশের বাড়িতে আছি। সেইশেলস যাচ্ছি দু'সপ্তার ছুটি উপভোগ করতে। আর সেইলফিশ ধরতে।'

'গন্তব্য আমারও এক, তবে উদ্দেশ্য ভিন্ন।'

'আই সী। চলুন, ডেকে বসা যাক।'

পাশাপাশি বসল ওরা। স্টেট অভ হরিয়ানা ততক্ষণে বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসেছে জেটি ছেড়ে, ধীরগতিতে দিক বদল করছে। জেটির দিকে তাকাল কার্সটি, গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রচুর ধুতি-পাজামা। মাথার ওপর হাত তুলে নাচাচ্ছে প্রবলবেগে। আত্মীয়-বন্ধুদের বিদায় জানাচ্ছে। জেটির ডানদিকে ডক, লম্বা গলার বেশ কয়েকটা কার্গো ক্রেন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। নাম না জানা প্রাগৈতিহাসিক কোন জন্তুর মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে। বাঁ দিকে পালওয়ালা এক আরব ডাউ চোখে পড়ল, বিশাল ল্যাটিন পাল বাতাসে ফুলে ঢোল হয়ে আছে তার। তরতর করে সাগরের দিকে যাচ্ছে। সাদা রোব পরা একদল আরব গল্প করছে ওটার ডেকে বসে।

মোম্বাসা হারবার ছেড়ে বেরিয়ে এল স্টেট অভ হরিয়ানা, এবং পরক্ষণে ভারত মহাসাগরের প্রথম ঢেউয়ের আক্রমণে একদিকে সামান্য কাত হয়ে গেল। আরও কয়েকটা দুলুনি খেতেই পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠল কার্সটির। চেহারা দেখেই তা অনুমান করে নিল ক্যাডি। 'অসুস্থ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'সী-সিকনেস পিল্...'

'কেবিনে আছে। সরি, আমাকে উঠতে হচ্ছে।'

'নিশ্চই নিশ্চই! একটা পিল খেয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকুন এক ঘণ্টা। সেরে যাবে।'

উঠে পড়ল সে। দুলুনীর সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে এগোল

প্যাসেজওয়ে ধরে। কেবিনের দরজা খুলতে যাচ্ছিল কার্সটি, এমন সময় কাছে এসে দাঁড়াল এক মাঝবয়সী ভুঁড়িওয়ালা। সাদা ইউনিফর্ম পরা। 'হ্যালো, মিসেস হেউড! আমি ফার্স্ট অফিসার, পণ্ডিত দেশাই। আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না খোঁজ নিতে এলাম।' হাসছে লোকটা দাঁত বের করে।

'ধন্যবাদ। এখনও রিপোর্ট করার মত অসুবিধেয় পড়িনি।'

'আচ্ছা।'

'পড়লে জানাব।'

'আচ্ছা।'

লোকটার হাসি সুবিধের মনে হলো না কার্সটির। বিচ্ছিরি লোভাতুর হাসি। তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল ও, বন্ধ করে দিল দরজা। প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, নকের শব্দে উঠে বসল ধড়মড় করে। 'কে?'

'ক্যাডি। আপনি সুস্থ আছেন?'

আলো জ্বেলে রুমের অন্ধকার তাড়াল কার্সটি। লক্ষ করল জাহাজ দুলছে না এখন, সাগর নিথর। দরজা খুলল সে। 'একদম সুস্থ। বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ডিনারের সময় প্রায় হয়ে এসেছে। তাই ভাবলাম একবার খোঁজ নিই।'

'আমি আসছি তৈরি হয়ে।'

'আমি যাচ্ছি।' নিজের কেবিনে ঢুকে পড়ল যুবক।

আধ ঘণ্টা পর ডাইনিং হলে এল কার্সটি। হলটা মোটামুটি বড়ই। চারজনের জন্যে একটা করে টেবিল। প্রায় ভর্তি হল। একদল ইউনিফর্ম পরা স্টুয়ার্ড ছোটাছুটি করছে ব্যস্ত হয়ে। তাদের একজন পোর্ট হোল ঘেঁষা খালি এক টেবিলে বসাল কার্সটিকে। চারদিকে তাকিয়ে নার্ভাস লাগল তার।

কম করেও পঞ্চাশজন ডাইনার রয়েছে ভেতরে। ফার্স্ট ক্লাসে এত যাত্রী নিয়ে চলেছে স্টেট অভ হরিয়ানা, কল্পনা করেনি সে। বেশিরভাগই ভারতীয়। তারপর আফ্রিকান। কয়েকজন ইওরোপীয়ানও আছে। তাদেরই দু'জনের সাথে দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ক্যাডি। একটু পর সার্ভ করা হলো ডিনার। অনেক পদের রান্না, শাক-সবজি বেশি। মন্দ লাগল না কার্সটির খেতে।

খাওয়া শেষ হতে পণ্ডিত দেশাই এসে দখল করল কার্সটিকে। মুখোমুখি বসে নানান গল্প জুড়ে দিল। গল্প বলার আর্ট ভালই জানা মানুষটার। তাছাড়া এ মুহূর্তে তাকে প্রথমবারের মত অতটা বাজেও মনে হলো না। তাই একেবারে অসহ্য মনে হলো না তাকে কার্সটির। দশ মিনিট কথাবার্তা বলল তারা, তারপর পাশের সেলুনে চলে এল, মানে, নিয়ে এল তাকে দেশাই। এক কোণে খুদে এক বার, সেখানে এসে বসল।

এরমধ্যে ক্যাডির দেখা পায়নি আর কার্সটি। সেই দুই ইওরোপীয়ানের সাথে খেয়েছে সে, তারপর কখন হল ত্যাগ করেছে, নজরে পড়েনি। বেশ কয়েকজন যাত্রীর সাথে কার্সটিকে পরিচয় করিয়ে দিল ফার্স্ট অফিসার। বয়স্ক কিছু মহিলাও আছে তাদের মধ্যে—ভারতীয়। কেনিয়ায় চাকরি-বাকরি করে তারা, ছুটিতে দেশে চলেছে। দেখা গেল এদের মধ্যে পণ্ডিত দেশাই বেশ জনপ্রিয়। ঘণ্টাখানেক পর কার্সটিকে বৃদ্ধ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মুরানের জিম্মায় রেখে উঠে পড়ল সে। ছোটখাট ব্যবসায়ী বৃদ্ধ, দেশে চলেছেন ছোট ছেলের বিয়েতে।

পুরো জাহাজে একটা চক্কর মেরে আসতে হবে দেশাইকে। পরে, মিসেস হেউড যদি চান, জাহাজের সব কিছু তাকে ঘুরিয়ে দেখাবে সে। লেডি কি আগ্রহী? আগুপিছু না ভেবেই রাজি হলো কার্সটি, ততক্ষণে

মানুষটাকে তারও একটু আধটু ভাল লাগতে শুরু করেছে। একটু পর ক্যাডি আর সেই দুই ইওরোপীয়ান এসে হাজির। পরিচয় হলো সবার সাথে সবার। জমে উঠল আড্ডা।

পানীয় পরিবেশিত হতে থাকল খানিক পর পর। প্রথম দু'দফা অর্ডার দিল দুই ইওরোপীয়ান। তৃতীয় দফা ক্যাডি দিতে যাচ্ছিল, তখনই দেখা দিল বিপত্তি। অল্পবয়সী বারম্যান গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল: বার বন্ধ হয়ে গেছে। ছেদ পড়ল আড্ডায়। ঘড়ি দেখল ক্যাডি, চেহারা থম থম করছে তার।

'হেল্, ম্যান,' বলে উঠল সে। 'বার এগারোটায় বন্ধ হওয়ার কথা। আরও বিশ মিনিট পর বাজবে এগারোটা।'

কাউন্টারের সামনের জঙ ধরা গ্রীল দড়াম করে লাগিয়ে দিল টেন্ডার। 'আমি যখন বলব, তখনই বন্ধ হবে বার। ঘড়ি চিনি না।'

অস্বস্তিকর নীরবতা। বিব্রত বোধ করছে সবাই। মানুষটা কথা নেই বার্তা নেই এরকম অভদ্র আচরণ কেন করল, আইন ভঙ্গ করল, বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। 'বাদ দিন,' পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করল মিস্টার মুরান। 'ড্রিঙ্ক দরকার নেই। আসুন, গল্প করি।'

কানে গেল না ক্যাডির। উঠে পড়ল সে, প্রশস্ত বুক চিতিয়ে আছে। মেঝেতে বুটের ঠক্ ঠক্ আওয়াজ তুলে ধীর পায়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দু'হাত কোমরে। নাক ঠেকে আছে প্রায় গ্রিলের সাথে। তাকিয়ে থাকল সে ওপাশের বারম্যানের দিকে। দু'জনের নাকের ব্যবধান এক ফুটের মত।

'তোমাকে একটা গল্প বলি, বন্ধু,' খুব শান্ত, যেন কথার পিঠে কথা বলছে, এমন গলায় বলল ক্যাডি। 'এক চাষীর গাধা ছিল একটা। জোয়ান গাধা। বয়সের কারণেই হয়তো ঘাড় ত্যাড়া ছিল ওটার। তাকে প্রতিবেশীর কাছে বেচে দিল মালিক হঠাৎ টাকার বিশেষ প্রয়োজন দেখা

দেয়ায়। ক্রেতাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলল, যখন যা হুকুম করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করে ওটা। খুব ভাল গাধা।

'পরদিনই অভিযোগ নিয়ে এল নতুন মালিক। গাধাটা নাকি একটা নির্দেশও মানে না, পাত্তাই দেয় না তাকে'। ঘটনা সত্যি কি না দেখতে গেল পুরনো মালিক। দেখা গেল সত্যি তাই। ঘাড় ত্যাড়া করে পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। খুঁজে গোল একটা লাঠি নিয়ে এল সে, লেজ তুলে ধরে লাঠির এক মাথা সড়াৎ করে সেঁধিয়ে দিল ওটার পিছন দিয়ে। তারপর হুকুম করল, "হাঁটো!" সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল গাধা। এরপর নতুন মালিককে বলল সে, গাধাটা সত্যিই খুব ভাল। তবে কাজ আদায় করতে চাইলে প্রথমে ওটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে তাকে, সে যে উপায়ই হোক। ওটাই আসল।'

থামল ক্যাডি। দম নিল লম্বা করে। 'নাউ, ইউ ওল' বাডি। আমাকে যদি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, তাহলে মাঝের এই মুরগির খাঁচার জাল কোন সাহায্যে আসবে না তোমার।'

ঝাড়া এক মিনিট জায়গায় জমে দাঁড়িয়ে থাকল টেন্ডার। বিশালদেহী ক্যাডির চোখে চোখে তাকিয়ে আছে অপলক। তারপর নড়ল, হাত তুলে কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে গলা খাঁকারি দিল। 'তিনটা বীয়ার, দুটো জিন, আর একটা ভারমুথ, তাই না, স্যার?'

নাইট ড্রেস পরে খুব হালকা বোধ করল কার্সটি হেউড। মনটাও ভাল লাগছে। সদলবলে আড্ডা আর খানিক পর পর গলা ভেজানোর এমন এক সুযোগ আজই প্রথম পেল সে জীবনে। ফলে মনের গুরুভার অনেক কমে গেছে। চমৎকার এক অনুভূতি নিয়ে বিছানার দিকে পা বাড়াল সে, কাঁপছে অল্প অল্প। বেশি পান করার ফল।

দরজায় নকের শব্দে অবাক হলো কার্সটি। 'কে?' বলতে বলতে

দরজা খুলল। পণ্ডিত দেশাই দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজে।

'আপনাকে জাহাজ ঘুরিয়ে দেখাব বলে এলাম।' বিকেলের সেই হাসি ফুটল লোকটার মুখে। নজর কার্সটির বুকের ওপর।

বিস্মিত হলো ও। 'এখন? এই মাঝরাতে?'

'মাঝরাতই তো উপযুক্ত সময়।'

মাথা দোলাল কার্সটি। 'ধন্যবাদ, না। আজ আমি খুব টায়ার্ড। পরে আর কোনদিন।'

'আপনার কেবিনটা ঠিক আছে তো?' এক হাত দরজায় রাখল দেশাই। 'ফাঁকিবাজ স্টুয়ার্ডগুলো সুযোগ পেলেই কাজে ফাঁকি মারে। দেখি, ঠিকমত সাফ করেছে কি না।' পাল্লায় চাপ দিল সে।

সরল না কার্সটি। 'একদম ঠিক আছে, ভাববেন না। গুড নাইট, খুব ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'শিওর শিওর!' হাসি চওড়া হলো ফার্স্ট অফিসারের। কার্সটি ব্যাপার বুঝে ওঠার আগেই তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। 'কিন্তু হাতে সময় তেমন নেই আমাদের। মাত্র চারটা রাত। আমি জানি আপনি আমাকে পছন্দ করেন, তাই একটা রাতও নষ্ট করতে চাই না আমি।' পা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল দেশাই।

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হলো কার্সটির, চট্‌ করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। 'আপনি ভুল ভেবেছেন, মিস্টার দেশাই,' বলে উঠল কড়া গলায়। 'আপনার সাথে শোয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার। গেট আউট!'

'নিশ্চই আছে। তোমার মত আমেরিকান মেয়েদের খুব ভাল চিনি আমি। গত ট্রিপেই আরেক মেয়ে ছিল, প্রথম তিনরাত তোমার মতই "না না" করেছে। তারপর মুম্বাই পর্যন্ত পনেরো রাত তার খাঁই মেটাতে...' ইউনিফর্ম কোট খুলতে শুরু করল লোকটা ব্যস্ত হাতে।

বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে কার্সটি। এসব সত্যিই ঘটছে,

দেখেও বিশ্বাস করতে চায় না মন। দীর্ঘদিন পর আজই প্রথম নতুন করে উপলব্ধি জন্মেছে তার জীবন মানে শুধুই কান্না নয়, মুখ গোমড়া করে থাকা নয়। হাসি আনন্দও জীবনের আরেক নাম। অথচ তার আমেজ কাটতে না কাটতেই এই দুঃস্বপ্ন! বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।

প্যান্টও খুলে ফেলেছে দেশাই। পরনে পাতলা কাপড়ের ঢোলা এক হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি আছে কেবল। এগোল সে কার্সটির দিকে, মুখে জমাট হাসি, চকচকে দৃষ্টিতে কামনা। জিভ বের করে ভেজা ঠোঁট আরও ভেজাল সে। হুঁশ ফিরে পেতে গায়ের জোরে চড় হাঁকাল কার্সটি। তৈরি ছিল দেশাই, মাঝপথে ধরে ফেলল কব্জি। এক হ্যাঁচকা টানে বুকের ওপর নিয়ে ফেলল তাকে।

'শিওর, লেডি। ফাইট।' মুক্ত হাতে কড়াৎ করে এক টানে ছিঁড়ে ফেলল সে ওর পাতলা নাইট ড্রেস।

বুঝে ফেলল কার্সটি একে বাধা দেয়ার মত শক্তি তার নেই। কামোত্তেজনায় মত্ত দানব হয়ে উঠেছে দেশাই। এমনিতেই গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, তেমনি কাজকর্মও খুব দ্রুত। হার হতে যাচ্ছে বোঝামাত্র আতঙ্ক দূর হয়ে গেল কার্সটির, চট্ করে একটা বুদ্ধি এল মাথায়।

'দাঁড়ান, প্লীজ!' বলল সে। 'জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে। আপনি যা চান, তাই হবে।'

বিজয়ীর হাসি ফুটল দেশাইর মুখে। 'দেখলে, বলিনি তোমাদের চিনি আমি? বলিনি প্রথমে বাধা...'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। স্বীকার করছি। এখন ছাড়ুন, আলো নেভাতে দিন দয়া করে।'

'গুড গার্ল। যাও,' ছেড়ে দিল দেশাই।

কয়েক মুহূর্ত কব্জি ডলল কার্সটি, এই ফাঁকে ক্যাডির কেবিনের দেয়ালের দূরত্ব মেপে নিল।

'কই! আলো নেভাও।' দু'পা ছড়িয়ে বাঙ্কের কোণে বসে আছে পণ্ডিত, মুখে আত্মবিশ্বাসের বাঁকা হাসি।

'হ্যাঁ, এইতো!' পা বাড়াল কার্সটি, পরমুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিল পার্টিশন লক্ষ্য করে। দমাদম কিল মারল কয়েকটা, প্রতি কিলের সাথে কেঁপে কেঁপে উঠল পাতলা ধাতব দেয়াল। থতমত খেয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দেশাই, চুলের মুঠি ধরে টেনে সরিয়ে নিল তাকে। কাঁধ ধরে জোর করে ঘোরাল নিজের দিকে, তারপর চড়াৎ করে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল গালে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কার্সটি, আঁধার হয়ে গেছে চারদিক।

ঘোর কাটতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। চোখ মেলে তাকাল সে। ঠিক মাথার ওপর দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে দেশাই, আগুন ঠিকরে পড়ছে দু'চোখ দিয়ে। গালে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল কার্সটি, হতাশায় কালো হয়ে গেছে চেহারা। বুঝতে পেরেছে দেয়াল পিটিয়ে লাভ হয়নি কিছু। শুনতে পায়নি ক্যাডি। তার মানে... সেই মুহূর্তেই ভাঙল ভুলটা।

আচমকা দড়াম শব্দে খুলে গেল দরজা। ঘুম ঘুম চোখে পুরো দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাডি। খালি গা। পরনে শুধু একটা শর্টস। সারাদেহে পাকানো নারকেলের রশির মত কিল্‌বিল্‌ করছে পেশী। এক লহমায় ভেতরের পরিস্থিতি বোঝা হয়ে গেল যুবকের, ভয়ঙ্কর রাগে বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। বাঁদরের মত এক লাফে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল দেশাই, চট্‌ করে পিছিয়ে গেল দু'পা। 'আমার কোন দোষ নেই। ও আমাকে আমন্ত্রণ করে...'

'বুলশিট্‌!' ডান হাতের প্রকাণ্ড এক ঘুসি ছুঁড়ল ক্যাডি বিদ্যুৎগতিতে। কাঠের সাথে কাঠের সংঘর্ষ ঘটল যেন। উড়ে গিয়ে ও মাথার টেবিলের

ওপর আছড়ে পড়ল দেশাই।

'বাবাগো!' কাৎরে উঠেই হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল লোকটা। এক হাতে চোয়াল চেপে ধরে আছে। 'সত্যি বলছি, ও...' চড়ের ধাক্কায় চোখে সর্ষে ফুল দেখল সে।

তেল চকচকে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনল তাকে ক্যাডি, গায়ের জোরে কষে এক লাথি মারল পাছায়। মিনিট দশেক পর আধমরা দেশাইকে উদ্ধার করল স্টুয়ার্ডরা। আরেকটু দেরি হলে বোধহয় মেরেই ফেলত তাকে মত্ত ক্যাডি। ভিড় জমে গেল। ক্যাপ্টেন এল। ক্যাডির উপস্থিতিতে দরজা বন্ধ করে শুনল কার্সটির বক্তব্য।

অবশেষে কোম্পানির পক্ষ থেকে আন্তরিক ক্ষমা চাইল লোকটা। জানাল এর আগেও এমন ঘটনা কয়েকবার ঘটিয়েছে দেশাই। অভিযোগ এসেছে তার কানে, কিন্তু জাহাজ মালিকের শালা বলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা সে নিতে পারেনি। তবে এবারই শেষ, মুম্বাই গিয়ে এর একটা বিহিত এবার সে করবেই। মিসেস হাওয়ার্ডের আর কোন চিন্তা নেই, ভ্রমণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশাইকে তার কেবিনে কনফাইন্ড করে রাখবে সে।

রাতটা প্রায় নির্ঘুম কাটল কার্সটি আর ক্যাডির। ডেকে বসে গল্প করে কাটিয়ে দিল ওরা। জানা গেল, সৌদী আরবের রাব-আল-খালি মরুভূমিতে এক কানাডিয়ান তেল ড্রিলিং কোম্পানিতে চাকরি করে সে। অনেক ছুটি জমেছিল, তাই বেরিয়েছে এই এলাকা দেখতে। বোট ভাড়া করে ঘুরবে, সেইলফিশ ধরবে। বিয়ে করেনি, কারও সাথে প্রেমও হয়নি জীবনে। একটামাত্র বোন আছে। স্বামীর সাথে নোভা স্কোশায় থাকে। বাপ-মা নেই।

অবশ্য ভোর হওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত বদলে গেল ক্যাডির। কার্সটির জীবন কাহিনী, সেইশেলস যাওয়ার কারণ জেনে ঠিক করল সে,

সেইলফিশ নয়, ড্যানি লেসিলিসকে বড়শিতে গাঁথবে সে।

মাসুদ রানা ওকে দেখতে এসেছে শুনে আনন্দে চোখে পানি এসে গেল লানি সাটোর। সারারাত ঘুমাতে পারেনি সে দুশ্চিন্তায়। কি হবে, কি করবে, ভীষণ উদ্বেগের ভেতর কেটেছে। সাথে ছিল গরম। প্রচণ্ড গরমে সেদ্ধ হয়েছে লানি। ওকে কি দেশে ফেরত যেতে বাধ্য করবে পুলিস? মাসুদ রানা লোকটা কি ছাড়াবার চেষ্টা করবে ওকে?

কেন করবে? লানির প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই মানুষটার। পুরুষজাত সম্পর্কে প্রবল বিদ্বেষ; প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল লানির মনে, ওকে সুযোগমত পেলেই যে হায়েনার মত খুবলে খাবে যে-কোন পুরুষ, সে ব্যাপারে মৎস্যকন্যায় ওঠার আগপর্যন্ত একশোভাগ নিশ্চিত ছিল সে। অথচ এই মানুষটা তার সে স্থির বিশ্বাস চুরমার করে দিয়েছে। এক সপ্তাহ সম্পূর্ণ একান্তে পেয়েও লোভের চোখে তাকায়নি পর্যন্ত, হাত বাড়ানো তো দূরের কথা। লানি নিজে সেধে সমর্পিত হতে চেয়েছে, তবু বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি।

তার প্রতি যার বিন্দুমাত্র আকর্ষণই নেই, সে কেন তাকে এ গেরো থেকে মুক্ত করার ঝামেলা ঘাড়ে নিতে যাবে অনর্থক? লানির ধারণা ছিল এ মুখোই আর হবে না মাসুদ রানা। বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার জন্যে তাই মোটামুটি তৈরিই ছিল লানি। তাই হঠাৎ মানুষটা এসেছে শুনে চোখের পানি রোধ করতে পারেনি।

তাও ভাল, ভাবল মেয়েটি, অন্তত পালিয়ে যায়নি। যাওয়ার আগে হয়তো বিদায় নিতে এসেছে। কিন্তু মাসুদ রানার হাসি তা বলল না। বলল আর কিছু। তবে সেটা যে কি, ধরতে পারল না লানি সাটো। মুচকে হেসে ভুরু নাচাল রানা। 'কেমন কাটল রাতটা? চোখ লাল কেন এত? ঘুমাওনি নাকি?'

মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল লানি। বুঝতে পেরেছে কথা বলতে গেলেই প্রচণ্ড আবেগে গলা কেঁপে যাবে, হয়তো চোখেও পানি এসে পড়বে আবার। একটু সামলে নিয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, 'খুব গরম, ঘুমাতে পারিনি। তুমি কেমন আছ, রানা?'

ছাত্রীর দ্রুত উন্নতি দেখে হাসল মাসুদ রানা। অবসরে ও যেমন বাংলা শিখিয়েছে মেয়েটিকে, সে-ও তেমনি রানাকে শিখিয়েছে মালদ্বীপের ভাষা। মোটামুটি কাজ চালানোর মত। সুযোগ হলে ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়ান শেখাবারও কথা আছে লানির।

ওয়ার্ড্রেসের রুমে মুখোমুখি বসল ওরা। 'ভাল।'

এরপর দীর্ঘ সময় কথা বলল না কেউ। যে প্রশ্ন করতে চায় লানি, মুখে আসছে না তা। ওর জানতে ইচ্ছে করছে, রানা কি চলে যাচ্ছে? বিদায় নিতে এসেছে ওর কাছে? উত্তরে হয়তো হ্যাঁ বলে বসবে সে। তারচেয়ে বরং চুপ থাকাই ভাল। দুঃখ অন্যরকম অনুভূতি, ওটা যত দেরিতে আসে, তত ধাক্কা কম লাগে। বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে আগে থেকে মানসিক প্রস্তুতি থাকে। অবশেষে রানাই মুখ খুলল।

'অনর্থক চিন্তা করছ তুমি, লানি,' বলল ও সিগারেট ধরিয়ে। 'আমি তোমাকে না নিয়ে যাচ্ছি না।'

চকিতের জন্যে চোখ তুলল মেয়েটি। ওর মনের কথা কি করে টের পেল লোকটা? অন্তরের উচ্ছ্বাসের ছায়া দেখল রানা তার চোখে। 'অ্যাঁ?'

মাথা দোলাল রানা। 'বাজে চিন্তা ছাড়ো। আমি তোমার অভিভাবকত্ব চেয়ে এখানকার গভর্নরের কাছে দরখাস্ত দিয়েছি। এখানকার সবচে' নামকরা লইয়ারকে নিয়োগ করেছি। আশা করছি ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।'

আনন্দে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ল লানি সাটো। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। এতবড় সৌভাগ্য হবে ওর. বিশ্বাস করতে যেন ভরসা

পাচ্ছে না।

'অবশ্য কয়েকদিন সময় লাগবে। গভর্নর নেই দ্বীপে, তিনি ফিরলেই হয়ে যাবে কাজ। ভালই হলো, এরমধ্যে এনজিনের কাজটাও সেরে নেয়া যাবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ভাল মেকানিক পাচ্ছি না। মাত্র তিনজন মেকানিক এই দ্বীপে। একজনও নেই বর্তমানে, সবাই বাইরে। কয়েকদিন পর মুম্বাই বাউন্ড একটা জাহাজ আসছে মোম্বাসা থেকে। দেখি, ওটার মেকানিক কোন সাহায্য করতে পারে কি না।'

ইয়ট ক্লাবে জ্যাক নেলসনকে পায়নি গিয়ে মাসুদ রানা। সে-ও আজই চলে গেছে কাছের এক দ্বীপে। কাল ফেরার কথা।

আধঘণ্টা লানির সাথে গল্প করে বেরিয়ে এল রানা। সন্ধের পর আরেকবার আসবে বলে গেল।

পিছন থেকে কৃতজ্ঞ, ঝাপসা চোখে ওর প্রশস্ত পিঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল লানি সাটো।

পাঁচ

'জ্যাক নেলসন?' মাসুদ রানার প্রশ্নের উত্তরে বলল ইয়ট ক্লাবের ম্যানেজার। 'হ্যাঁ, ফিরেছে। ওই যে, মেরুন টি-শার্ট,' হাত তুলে এক ক্লীন শেভড্ বৃদ্ধকে দেখাল।

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পা বাড়াল ও। নেলসন প্রায় ছয় ফুট লম্বা, স্বাস্থ্য পাটকাঠির মত। সত্তরের বেশি হবে বয়স। চওড়া হাড়ের

ওপর লোমশ চামড়ার স্তর ছাড়া আর কিছু নেই। তার নিচে নীল শিরা জেগে আছে। মাথায় চুল কম, তাও নানা বর্ণের। সারাক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকে, দেখলেই বোঝা যায় তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ। বীয়ার গিলছে। আজই ফিরেছে সে বাইরে থেকে।

'মিস্টার নেলসন?'

চোখ তুলল সে। বিরক্তি ফুটল চেহারায়। 'ইয়েস?'

'আমি মাসুদ রানা।' হাত বাড়াল ও।

পাত্তা দিল না এনজিনিয়ার, দেখেও দেখল না।

'শুনেছি এক সময় রয়্যাল নেভিতে ছিলেন।'

'কার মুখে?'

'রাজারত্নম। কালই আপনার কথা শুনলাম তাঁর মুখে।'

'ওহ্,' বিরক্তি গায়েব হয়ে গেল তার। 'ওল্ড রাজা। ভাল মানুষ। হ্যাঁ, নেভিতে ছিলাম আমি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত···তার পরেও কয়েক বছর।'

বিনা আমন্ত্রণে বসে পড়ল রানা মুখোমুখি। নিজের জন্যে ঠাণ্ডা বীয়ারের অর্ডার দিল। ততক্ষণে অন্যজগতে চলে গেছে বৃদ্ধ। যুদ্ধের স্মৃতিচারণ শুরু করে দিয়েছে আপনমনে, যেন নিজেকে শোনাচ্ছে। 'সে ছিল একটা সময়···' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'ভাবলে আজও চোখে ভাসে।'

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ধৈর্যের সাথে লোকটার গল্প শুনল রানা। ফাঁকে ফাঁকে একের পর এক বীয়ারের অর্ডার দিয়ে চলল তার জন্যে, সেও গিলে চলেছে, খেয়াল নেই কোনদিকে। চোখের সামনে কেবল বিশ্বযুদ্ধ দেখছে। প্রতি মুহূর্তে রানা আশা করছে এবার বোধহয় ওর ব্যাপারে আগ্রহী হবে লোকটা, জানতে চাইবে কেন এসেছে তার কাছে। খবরই নেই।

ব্যাটলশিপ আর সাবমেরিনের এনজিন সম্পর্কে ওকে ডক্টরেট ডিগ্রী পাইয়ে তবে ছাড়বে নেলসন এমন ভাব। এই সুযোগে লোকটার দুটো মুদ্রাদোষও জানা হলো রানার। গুডনেস মি, আর অ্যামেইজিং। প্রায় প্রত্যেকটা বাক্যের সাথে কম করেও একবার আছেই ও দুটো।

'তার মানে আপনি খুব ভাল এনজিনিয়ার ছিলেন,' এক সময় বলল রানা অধৈর্য হয়ে। পটিয়ে তাড়াতাড়ি লাইনে আনার চেষ্টা।

কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'ওয়েল, ডেক অফিসারদের মত মেডেলের পর মেডেল জোটেনি বটে, তবে ব্রিটিশ ফ্লীট চালু রাখতে পেরেছি আমরা শেষ পর্যন্ত, এই যা সান্ত্বনা।'

'ভাবছিলাম, কষ্ট করে যদি আমার বোটের এনজিনটা একবার দেখতেন, খুব বিপদে পড়ে গিয়েছি।'

চট্ করে ভুরু কুঁচকে উঠল লোকটার। 'আপনার বোটের এনজিন?'

'হ্যাঁ, পারকিনস পি-ফোর। হঠাৎ...'

'দাঁড়ান!' থমথমে গলায় বলল সে। 'এই জন্যেই এতক্ষণ বীয়ার 'ইয়েছেন আপনি?'

প্রমাদ গুণল মাসুদ রানা। 'না না! আমি আসলে আপনার যুদ্ধজীবনের অভিজ্ঞতা...'

'থামুন! কি ভেবেছেন আপনি আমাকে, কয়েকটা বীয়ার খরচ করলেই কিনে ফেলা যায়? ইচ্ছেমত নাচানো যায়?'

'দেখুন, আপনি ভুল বুঝছেন। আমি খুব দায়ে পড়ে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'তাই বীয়ার গিলিয়ে আমাকে সাহায্য করতে বাধ্য করার ফিকিরে ছিলেন। ইউ ব্লাডি পিপ্‌ল!'

রানাও রেগে উঠল এবার, যদিও জ্যাক নেলসনের মত বিস্ফোরিত হওয়া থেকে বিরত রাখল নিজেকে অনেক কষ্টে। 'আপনার হঠাৎ এত

রেগে ওঠার মত এমন কোন আচরণ কি সত্যি করেছি আমি? আপনি একজন ওস্তাদ এনজিনিয়ার, আমি বিপদগ্রস্ত নাবিক। যে বিপদে পড়েছি, তা থেকে এ মুহূর্তে একমাত্র আপনিই পারেন আমাকে উদ্ধার করতে। এ ক্ষেত্রে আপনার কাছে সাহায্য চাইতে আসব না তো কার কাছে যাব?'

'জাহান্নামে যাবেন!' চিৎকারের ঠেলায় ক্লাবের ছাদ উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল নেলসন। রেগে টকটকে লাল হয়ে গেছে। 'গোল্লায় যাবেন! আমি কি সবাইকে উদ্ধার করার ঠিকেদারী নিয়ে বসে আছি? জিমি!' হাঁক ছাড়ল সে ম্যানেজারের উদ্দেশে। 'একে এর টাকা ফেরত দিয়ে দাও। আমার বিল আমি পে করব। যান, টাকা নিয়ে দূর হয়ে যান আমার সামনে থেকে।'

ধীরে ধীরে উঠল মাসুদ রানা। প্রচণ্ড এক অস্থিরতা পেয়ে বসেছে, রাগে গুলিয়ে যেতে চাইছে মাথা। তবু মাথা ঠাণ্ডা রেখে অন্য লাইন ধরল শেষ চেষ্টা হিসেবে। 'এইবার বুঝলাম আমারই ভুল হয়েছে। লোকে যা বলে আপনার সম্পর্কে, ঠিকই বলে। ওদের কথা বিশ্বাস করা উচিত ছিল আমার।'

'কি! কি বলে লোকে? কারা বলে?'

অনুমান করল রানা ঢিলটা জায়গামতই লেগেছে। 'সবাই বলে,' ঠোঁট বেঁকে গেল ওর তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশের ভঙ্গিতে। 'বলে চোপাসর্বস্ব মানুষ আপনি। কাজের কাজ জানেন না কিছুই, জানেন কেবল লম্বা লম্বা লেকচার দিতে। যা জীবনে কোনদিন ছিলেন না, করেননি, তাই ছিলেন-করেছেন বলে চাপাবাজী করে বেড়ান। আসলে একটা বাই-সাইকেল মেরামত করার যোগ্যতাও আপনার নেই। এখন বুঝলাম সত্যি কথাই বলে ওরা।'

'হোয়াট!' প্রচণ্ড রাগে স্তম্ভিত হয়ে গেল মানুষটা। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। তোতলাচ্ছে।

গরম তেলে ফোড়ন দিল মাসুদ রানা। 'থ্যাঙ্কস্, এনিওয়ে। আর যা হোক, বানিয়ে হলেও গল্প বলার আর্ট ভালই জানেন আপনি। সময়টা একেবারে বিফলে যায়নি। দেখি খুঁজে, সত্যিকারের এনজিনিয়ার একজন পাই কি না।'

বাক্‌রুদ্ধ, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকা জ্যাক নেলসনকে রেখে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। রাজারত্নমের অফিসের দিকে চলল। তার কথাই ঠিক হলো, ভাবছে ও, সত্যি সত্যি মানুষটা ভীষণ দেমাগী। সরকারী মেকানিক যে ছিল এ দ্বীপে, ডিজেল চুরির দায় জেল খাটছে সে। আরেকজন, সে গেছে মরিশাসে 'খেপ' মারতে। জ্যাক নেলসন ছিল ওর একমাত্র ভরসা, সেটাও গেল। এখন একটাই পথ আছে, স্টেট অভ হরিয়ানার মেকানিককে দিয়ে এনজিনটা অন্তত চেক করানো।

মেরামত করলে যদি কাজ চলে, ভাল, না চললে নতুন এনজিনের কথা ভাবতে হবে। অথবা...

রাজারত্নমের কাছেও তেমন ভাল কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আজ বরং হতাশই মনে হলো তাকে লানির ব্যাপারে। মেয়েটিকে মুক্ত রাখার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল সে পুলিস কমিশনারের কাছে। এ নিয়ে আলোচনার জন্যে আজ বিকেলে তাকে নিজের অফিসে ডেকেছেন ভদ্রলোক, তবে কোন ভরসা দেননি।

অর্থাৎ গভর্নরকে ছাড়া কাজ হবে না সম্ভবত। এবং তিনি না ফেরা পর্যন্ত জেলেই কাটাতে হবে মেয়েটিকে।

'জেলখানায় ভীষণ গরম,' বলল মাসুদ রানা। 'থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। যদি কাজ হয়, বিশ হাজার লোকাল রুপীর বন্ড দিতেও রাজি আছি আমি। দেখুন একটু চেষ্টা করে।'

অবাক চোখে ওকে দেখল রাজারত্নম। 'আপনি এক আজব মানুষ, মিস্টার রানা। কোথাকার কে না কে, চেনা নেই-জানা নেই, তার জন্যে

এতকিছু করছেন। কিন্তু কেন?'

'বিশেষ কোন কারণ আছে কি না আমি নিজেও জানি না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা।

'বুঝতে পারছি মিস লানিকে খুব পছন্দ করেন আপনি। পুরুষের জীবনে নারীর প্রয়োজন আছে, স্বীকার করি আমি। কিন্তু মেয়ে তো কতই আছে, ওর জন্যেই কেন এত...'

'সে আপনি বললেও বুঝবেন না, মিস্টার রাজারত্নম,' তার চোখে চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'আপনি দেখুন কি করা যায়।'

বেরিয়ে বন্দরে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরল ও কিছু সময়। দেখেশুনে একটা রেস্টুরেন্ট বাছাই করে লাঞ্চ খেল। কিন্তু জমল না খাওয়া, অনিশ্চিত পরিস্থিতির চিন্তা মাথায় জমাট বেঁধে রয়েছে। ডকে যখন ফিরল রানা, দুপুর গড়িয়ে গেছে তার অনেক আগে।

মৎস্যকন্যা যে জেটিতে, তার প্রবেশপথের কাছেই জ্যাক নেলসনের সাদা ফোর্ড এসকর্ট দাঁড়িয়ে আছে দেখে অবাক হলো ও। আরও কয়েক পা এগোতে মানুষটার ওপর চোখ পড়ল, মৎস্যকন্যার কাছে নীল রঙের একটা তোবড়ানো টুলবক্সের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। রানাকে দেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল সে। যেন কত বছরের বন্ধু, এমনভাবে বলল, 'এসো এসো, এক ঘণ্টা ধরে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি রোদের মধ্যে।'

'কেন, মানে...'

'আর মানে মানে করতে হবে না, বাছা। তাড়াতাড়ি এসো, তোমার বোটের এঞ্জিন চেক করতে এসেছি আমি।'

'দ্যাট'স ভেরি কাইন্ড অভ ইউ। ভেরি কাইন্ড।'

'এরমধ্যে কাইন্ডনেসের কিছু নেই। দেখো, ক্লাবে যা ঘটেছে তখন, একদম ভুলে যাও। আমার তরফ থেকে আমি দুঃখিত। আসলে স্ত্রী মারা

যাওয়ার পর থেকে ভীষণ তিরিক্ষি হয়ে গেছে আমার মেজাজ। অল্পতেই এমন রেগে উঠি, পরে তা চিন্তা করলে নিজেরই লজ্জা লাগে। আমিও বলেছি কিছু, তুমিও বলেছ, শোধবোধ হয়ে গেছে। ওকে?'

'ওকে। আর আমিও দুঃখিত। খুব দুঃখিত।'

'মূল সমস্যা গেল,' হাসল এনজিনিয়ার। 'এবার দ্বিতীয় সমস্যার দিকে নজর দেয়া যাক।'

বাক্সটা দু'জনে ধরাধরি করে বোটে ওঠাল, কম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে নিয়ে গেল এনজিনরুমে। বোটের চারদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলো জ্যাক নেলসন। 'বাহ্! খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছ তো বোট। চমৎকার! চলো দেখি। এনজিনটা দেখা দরকার। তবে একটা কথা, আমার ওপর খুব বেশি ভরসা কোরো না। এক কালে ভাল এনজিনিয়ার ছিলাম বটে। সে অনেক আগের কথা। গত পনেরো বছর কোন মেরিন এনজিনে হাত দিয়েও দেখিনি। কি এনজিন যেন, পারকিনস পি-ফোর না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কিছুটা আশা করা যায়। কত পুরনো?'

'চল্লিশের কম হবে না।'

'গুড। তাহলে এর আত্মীয়-স্বজনের সাথে পরিচিত আমি। ঘটেছিল কি, চলতে চলতে থেমে গিয়েছিল?' মাসুদ রানার ব্যাখ্যা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

শার্ট খুলে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃদ্ধ এনজিনিয়ার। সাথে থেকে তাকে সাহায্য করল রানা, কিছুক্ষণ পর পর সেলুনের ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা বীয়ার এনে খাওয়াল তাকে, নিজেও খেলো। প্রথম দফা বীয়ার মুখের কাছে তুলে থমকে গিয়েছিল নেলসন, রানার দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসেছিল। জবাবে হেসেছে রানাও। তার থেমে পড়ার কারণ, হাসির অর্থ, কোনটাই বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

অভাবিত ধাক্কাটা খেল ও বৃদ্ধের তৃতীয় দফা বীয়ার পানের বিরতির সময়। দাঁড়িয়ে পান করছিল এনজিনিয়ার, প্যান্ট সামান্য নেমে গেছে, এই সময় তার ডান কোমরে চোখ পড়ল রানার। ছয় ইঞ্চি চওড়া প্লাস্টিকের একটা স্ট্রিপ উঁকি দিচ্ছে প্যান্টের ভেতর থেকে। চমকে উঠল মাসুদ রানা। দেখামাত্র চিনেছে জিনিসটা, কলোস্টমি ব্যাগ বলে ওটাকে। অন্ত্রের ক্যান্সার আছে জ্যাক নেলসনের। তাই অপারেশন করা হয়েছে ওই জায়গায়—কতবার, কে জানে।

চট্ করে বৃদ্ধের ঘর্মাক্ত মুখটা দেখে নিল ও একবার। আর কতদিন আছে মানুষটার আয়ু? মুহূর্তে তার অস্বাভাবিক মেজাজের কারণ বুঝে ফেলল। মরমে মরে গেল রানা। যদি এই মুহূর্তে কোনমতে সকালের তীব্র অপমানজনক মন্তব্যগুলো ফিরিয়ে নিতে পারত, নিজেকে ভীষণ সুখী মনে হত ওর।

পুরো এনজিনটাই খুলতে হলো, এবং ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা পর জানা গেল, ক্ষতির মাত্রা সীমাহীন।

'প্রথমে খারাপ সংবাদটা শুনতে চাও, না মারাত্মক সংবাদ? নাকি ভয়ঙ্কর সংবাদ আগে বলব?'

চোখ কুঁচকে মাসুদ রানাকে দেখছে এনজিনিয়ার। মৃদু চুমুক দিল বীয়ারের শেষ ক্যানে। দরদর করে ঘামছে। আফটার ডেকে মুখোমুখি বসে আছে দু'জনে, মাথার ওপর মোটা ক্যানভাসের আচ্ছাদন। বিকেল হয়েছে আরও আগেই, তবু রোদের তেজ কমার বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাতাস গরম।

'এতই খারাপ অবস্থা?'

মাথা দোলাল নেলসন। এইমাত্র জ্বলন্ত ভাঁটা থেকে বের করা ইঁটের মত লাল হয়ে আছে মুখটা। 'সহজ করে বিষয়টা বোঝাবার চেষ্টা করছি তোমাকে,' বলল সে। 'প্রথমে তোমার রকার বক্স বের করে চেক

করেছি। ওটার শ্যাফট বেঁকে গেছে দেখলাম, ভাল্‌ভ্‌গুলোও আটকে গেছে। যার অর্থ হচ্ছে টাইমিং চেইনে গুরুতর গণ্ডগোল ঘটেছে।

'ফ্রন্ট পুলি আর ড্যাম্পার খুলে ড্যাম্পার কেসের ঢাকনা সরাতে দেখা গেল আশঙ্কা ঠিকই ছিল। সবখানে জঙ পড়ে বিশ্রী কাণ্ড, জ্যাম হয়ে গেছে, লেজেগোবরে অবস্থা আর কি! তারচে' খারাপ কথা, টাইমিং চেইন ছিঁড়ে গেছে। তার ওপর ওটার পাঁচ-ছ'টা লিংক খুলে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের স্প্রকেট টীথের সাথে জড়িয়ে গেছে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা তোমার এনজিনের। মেজর সার্জারি প্রয়োজন।'

'অর্থাৎ মেরামত করা সম্ভব?'

'সম্ভব।' মুখ ভরে বীয়ার নিল নেলসন, অল্প অল্প করে তিন ঢোঁকে গিলল। 'সময়, স্পেয়ারস, টুলস্ আর একজন এক্সপার্ট মেকানিক হলে ওটা মেরামত করা কোন সমস্যা হবে না। তবে কাজটা কঠিন, বিরক্তিকর। আর এই গরমে,' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'বুঝতেই পারছ। তবে তোমার জাঙ্ক বক্সে কিছু পুরনো স্পেয়ার পেয়েছি আমি, বহু ব্যবহৃত কিছু ভালভ্। ওগুলো ঘষে মেজে কাজের উপযুক্ত করে তোলা কঠিন হবে না। একটা সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট আছে, ওটাও কাজে লাগবে।

'মূল সমস্যা হচ্ছে টাইমিং চেইন, ওটা বাজারে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ভাঙা চেইন লিংকের সাথে ঘষায় ঘষায় ক্ষয়ে যাওয়া স্প্রকেটের দাঁতগুলো ঝালাই করে ফিলিং করতে হবে, সেটা খুব সহজ কাজ নয়। ওটার কেসও আরও মজবুত করতে হবে। একটা রকারসহ পুরো রকার শ্যাফট খুব সতর্কতার সাথে সোজা করতে হবে। ওটা এখনও পুরো খুলিনি আমি। তবে নিশ্চিত জানি, এত ক্ষতি যখন হয়েছে, তখন ওর ভেতরের পিস্টনগুলোর মাথাও গেছে।

'সোজা কথায় স্প্রকেট আর চেইন বদলাতে হবে, মেরামত করতে

হবে সবগুলো ভালভ্ আর ফুয়েল পাম্প। কর্ক গ্যাসকিট তৈরি করে মুখ নতুন করে লাগাতে হবে, তারপর ধরতে হবে পুলি।'

চুপ করে বসে আছে মাসুদ রানা। ভাবছে, দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! শালা এমন নষ্ট হওয়াই হলো যে চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে বাধ্য করিয়ে ছাড়ল ওকে। বাকি ছুটির অর্ধেকই হয়তো বরবাদ হবে এখন বসে বসে।

'এরপর সিলিন্ডার হেড, ভালভ্ গীয়ার, ইঞ্জেকটর্স্, ম্যানিফোল্ডস, এগজস্ট সিস্টেম আর অ্যানসিলারি পাইপওয়র্ক, এগুলোও রিপ্লেস করতে হবে।'

চুপ করেই থাকল ও। এসব বেলাইনের যন্ত্রণা অসহ্য লাগছে।

'উপযুক্ত ওয়ার্কশপ আর যন্ত্রাংশ পেলে একজন ভাল মেকানিক পাঁচ থেকে ছয়দিনের মধ্যে একেবারে নতুন করে গড়ে তুলতে পারবে তোমার এনজিন। এ কাজের জন্যে উপযুক্ত ওয়ার্কশপ এখানে একজনেরই আছে, চার্লি মারজোসির। কিন্তু সে বর্তমানে মরিশাসে রয়েছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই। অল্পবয়সী, কাজের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। কিন্তু…কতদিন অপেক্ষা করতে পারবে তুমি ওর জন্যে?'

হতাশ হওয়ার মুখভঙ্গি করল মাসুদ রানা। 'এই অঞ্চল ঘুরেফিরে দেখার ইচ্ছে ছিল বলে এক মাসের ছুটিতে বেরিয়েছিলাম। তার আটদিন গতকাল শেষ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি না কি বলব!'

মাথা নিচু করে বসে থাকল জ্যাক নেলসন। ভাবছে কিছু। অনেকক্ষণ পর চোখ তুলল লোকটা, মাসুদ রানাকে দেখল ভাল করে। তারপর, এক সময় ধীরে ধীরে হাসি ফুটল তার ঘর্মাক্ত মুখে। পরিবেশে চেপে বসা গুরুভার মুহূর্তে হালকা হয়ে গেল।

'ওকে, ম্যান। আমিই করে দেব কাজটা।'

'কিন্তু…ওয়ার্কশপ…?'

'সে নিয়ে চিন্তা নেই। মারজোসি আমারই শিষ্য, ওরটা আমি ব্যবহার করলে ও খুশিই হবে। গুড লর্ড! অনেক দিন পর একটা কাজের মত কাজ পেলাম। দারুণ লাগছে আমার, জানো? হাতের ওস্তাদি প্রমাণ করার মধ্যে আলাদা তৃপ্তি আছে। সন্তুষ্টি আছে। ভেব না, পাঁচদিনের মধ্যে ছেড়ে দেব তোমাকে।'

মনে মনে লজ্জায় লাল হলো মাসুদ রানা। 'মিস্টার নেলসন, সকালের ব্যাপারটায় আমি খুব দুঃখিত। লজ্জিত।'

'কোন ব্যাপারে বলো তো?' চোখ কুঁচকে বিস্মিত হওয়ার ভান করল বৃদ্ধ। 'কি হয়েছিল?'

'মানে...'

'আরে হ্যাঁ, তোমার সাথে তো এখনও পরিচয়ই হলো না আমার,' ডান হাত বাড়াল লোকটা। মুখে মিটিমিটি হাসি। 'আমি জ্যাক নেলসন। তুমি জ্যাক ডেকো।'

হাতটা শক্ত করে ধরে থাকল ও। এই করে মনের ভাব বোঝাতে চায়। 'আমি মাসুদ রানা। রানা ডেকো তুমি।'

ঠাণ্ডা হয়ে শার্ট গায়ে চড়াল জ্যাক নেলসন। আঁধার নামতে এখনও কিছু বাকি। 'টুল বক্স থাকুক। সন্ধের পর বাজারে যাব পার্টসের খোঁজে। তুমি যেতে চাইলে চলে এসো ক্লাবে। আটটা পর্যন্ত থাকব আমি।'

'আসব। আর অনেক ধন্যবাদ...'

'কোন প্রয়োজন দেখি না ধন্যবাদ জানানোর। বরং এত বছর পর হাতের ওস্তাদি দেখাবার সুযোগ করে দিয়েছ বলে আমারই তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

কথা বলতে বলতে ফোরডেকে উঠে এল ওরা। এনজিনের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল। একটা বড়সড় বোটের ওপর চোখ পড়ল দু'জনেরই। কালো রঙের হাল। দুই মাস্টওয়ালা মোটর সেইলর। ধীরগতিতে ওদের

পিছন দিয়ে হারবারের আরও ভেতরদিকে চলেছে। ফোরডেকে তিনজন ক্রুর একটা দল দেখা গেল। হুইল হাউসে হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে চাপ দাড়িওয়ালা দীর্ঘদেহী এক লোক। গা খালি। সারা দেহ লোমে ভর্তি।

'জালুদ,' ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করল জ্যাক নেলসন। 'হুইলের বনমানুষটার নাম ড্যানি লেসিলিস্, ক্যাপ্টেন। এত জঘন্য, নীচ মানুষ আমি খুব কম দেখেছি, রানা। ওর ধারেকাছে ভুলেও ঘেঁষো না যেন, ওর নিঃশ্বাস গায়ে লাগলে রক্ত দূষিত হয়ে যাবে তোমার।'

পাঁচদিন পর।

মাহের ইয়ট হারবারে নাক ঢোকাল স্টেট অভ হরিয়ানা। খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল কার্সটি হেউড আর ক্যাডি। ইয়ট ক্লাব ব্রেকওয়াটারে দাঁড়ানো জালুদের ওপর চোখ পড়ামাত্র দম বন্ধ হয়ে এল কার্সটির। 'ওই যে!' ফিস্ ফিস্ করে কোনমতে উচ্চারণ করল সে। 'দেখো।'

'দেখেছি,' শান্ত গলায় বলল ক্যাডি। 'উত্তেজিত হয়ো না। অস্থির হয়ো না।'

জাহাজ ঘাটে ভিড়তে তার পরামর্শ ভুলে গেল কার্সটি, নেমে পড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। যাত্রীদের ভিড় একটু কমতে নামল ওরা। জাহাজ ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন স্যাভি এবং স্টিভেনস নামে দুই সেইশেলোইসের সাথে পরিচয় হয়েছিল ওদের। কাছের বার্ড আইল্যান্ডের অধিবাসী, দু'জনেই ব্যবসায়ী। তারাও নামল সাথে। কথা আদায় করে নিল ফেরার পথে তাদের দ্বীপে বেড়াতে যাবে ক্যাডি-কার্সটি। অবশ্য যদি সুযোগ হয়।

স্টিভেনসের পরামর্শে হারবারতীরের এক নিরিবিলি হোটেলে উঠল ওরা, আলাদা দুই রুমে। আগে বাসাবাড়ি ছিল হোটেলটা, পরে পরিবর্তিত করা হয়েছে—নর্থহোম হোটেল।

চেক ইন করে ব্যাগ ব্যাগেজের ভারমুক্ত হলো কার্সটি ও ক্যাডি। তক্ষুণি আবার বেরিয়ে পড়ল ইয়ট ক্লাবের উদ্দেশে। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আছে লেসিলিস। ওপরের এক রুমে সঙ্গীদের সঙ্গে তাস খেলছে। দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ির দিকে এগোল কার্সটি। তার উদ্দেশে নরম গলায় বলল ক্যাডি, 'যদি বলো, আমি আগে যাই।'

নীরবে মাথা দোলাল কার্সটি। দোতলায় উঠে এল ওরা। ডানদিকের এক খোলা দরজা দিয়ে বিকট হাসির আওয়াজ ভেসে আসতে সেদিকে চলল। রুমটা বেশ বড়। ভেতরে একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে চারজন। টেবিলের মাঝখানে স্তূপ হয়ে আছে টাকা। আর আছে চারটে উপচে পড়া অ্যাশট্রে, বীয়ারের ক্যান ইত্যাদি। ধোঁয়া আর ঘামের মিলিত বদ গন্ধে বমি করে দিতে ইচ্ছে হলো কার্সটির।

দরজার দিকে মুখ করে বসে থাকা প্রকাণ্ডদেহী লোকটিকে দেখছে সে চোখ কুঁচকে। খালি গা, সারাদেহে বনমানুষের মত লোম। গালে চাপ দাড়ি। তার বাঁ হাতের কব্জিতে চকচক করছে একটা দামী সোনালী ঘড়ি। এই লোকটির হাসিই শুনেছে ওরা। কারণ দান জিতেছে সে। হাসি থামিয়ে দু'হাতে সামনের স্তূপটা ধরল সে, তখনই চোখ পড়ল দরজায় দাঁড়ানো কার্সটি আর ক্যাডির ওপর। তার নজর অনুসরণ করে অন্যরাও ঘুরে তাকাল।

'হ্যালো, হানি,' বলে উঠল বনমানুষের ডানদিকেরজন। এ-ও একইরকম দশাসই দেহের অধিকারী, পর্তুগীজ। 'খেলবে নাকি এক দান?'

পাত্তা দিল না কার্সটি, তাকালই না লোকটার দিকে। নজর একই মুখের ওপর স্থির। 'তুমি ড্যানি লেসিলিস।'

মাথা দোলাল চাপ দাড়ি। 'হ্যাঁ। তুমি কে?'

'কার্সটি হেউড।'

তাকিয়ে থাকল লেসিলিস, চিনতে পারেনি।

'গ্যারেট হেউডের মা আমি।'

'ও, আচ্ছা। ওই যে ছেলেটা ডুবে মারা গেছে…'

'না, লেসিলিস,' দৃঢ় স্বরে বাধা দিল সে। 'আমার ছেলে মরেনি, বেঁচে আছে। এবং তুমি তা ভাল করেই জানো।'

তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার অভিব্যক্তি লক্ষ করছিল কার্সটি, যা দেখার দেখে নিল। মুহূর্তের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে জান্তব আতঙ্ক ফুটে উঠল তার চোখের তারায়। বিস্মিত হলো না লোকটা, অবাকও হলো না, হলো আতঙ্কিত। লেসিলিসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেবল এই অভিব্যক্তি দেখবে আশা নিয়েই কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ছুটে এসেছিল কার্সটি হেউড।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল সে নিজেকে। ডানদিকে বসা লোকটির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'বলে কি! কোথায় সে তাহলে?' কার্সটির দিকে ফিরল লেসিলিস।

'সে কোথায় তা তুমিই সবচে' ভাল জানো। তোমার মুখে শুনব বলেই এসেছি আমি। কোথায় আছে সে।'

হেলান দিয়ে বসল লেসিলিস। তুলে নিল বীয়ারের ক্যান। চেহারায় চিন্তার ছাপ। 'কি করে বুঝলে বেঁচে আছে তোমার ছেলে?'

'সে তুমি বুঝবে না। শুধু জেনে রাখো, আমি জানি সে মরেনি।'

'তোমার জানা সত্যি হলে খুশি হতাম। সরি, মিসেস হেউড। গ্যারেট মরে গেছে। কার্লো ছিল সেদিন জাহাজে,' ডানের লোকটিকে দেখাল সে। 'ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো কী ভয়ঙ্কর ঝড়ে পড়েছিলাম সেদিন। তিনদিন ধরে তোমার ছেলেকে খুঁজেছি আমরা, পাইনি।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কার্লো। 'সত্যি। ছেলেটা খুব ভাল ছিল তোমার, লেডি। ওর মৃত্যুতে আমরা দুঃখ পেয়েছি।'

দু'জনেই হাস্যকর শোকের অভিব্যক্তি ফোটাল চেহারায়। মাথা দোলাচ্ছে একযোগে।

কণ্ঠ সংযত রাখার চেষ্টা করল কার্সটি। 'ওই হাতঘড়ি কোথায় পেয়েছ তুমি, লেসিলিস?'

আবার থমকে গেল সে মুহূর্তের জন্যে। তারপর তর্জনী দিয়ে টোকা দিল সামনে চিত করে রাখা তাসের ওপর। 'পোকার খেলায় জিতেছি।'

'ওটা আমার ছেলের।'

'ওর কাছ থেকেই...'

'ঘড়িটা ওর মৃত বাবার প্রেজেন্ট করা,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল কার্সটি। 'প্রাণ গেলেও ওটা বাজী ধরে তাস খেলবে না কোনদিন গ্যারেট, আমি জানি।'

বিরক্তি ফুটল লেসিলিসের চেহারায়। 'মিসেস হেউড, তুমি দেখছি সবই জেনে বসে আছ। তাহলে আর কষ্ট করে এতদূর ছুটে এলে কেন, প্ল্যানচেট করে ছেলেকে ডেকে নিলেই তো পারতে।'

'সত্যি, লেডি,' বলল কার্লো। 'লেসিলিস সত্যি কথাই বলেছে।'

'মিথ্যে বলছে!' ঝাঁঝিয়ে উঠল কার্সটি। 'লেসিলিস, তোমার মত জঘন্য, নোংরা, মিথ্যেবাদী মানুষ পৃথিবীতে আর একটা আছে কি না জানা নেই আমার। তুমি...তুমি...'

চোখ সরু হয়ে গেল লোকটার। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি মেয়েমানুষ। কথাটা কোন পুরুষ বললে এই মুহূর্তে তার মাথা চুরমার করে দিতাম আমি।'

এক পা এগিয়ে কার্সটির পাশে দাঁড়াল ক্যাডি। খুক্ করে কাশল। 'লেসিলিস, আমিও বলছি তোমাকে মিথ্যেবাদী। চরম মিথ্যেবাদী! বাই দা ওয়ে, আমি কিন্তু মেয়ে নই। যদি প্রমাণ চাও, কাছে এসো,' প্যান্টের চেইনে হাত দিল সে। 'দেখাচ্ছি।'

কেন্দ্র থেকে ছিটকে পড়ল কার্সটি। লেসিলিস আর তার তিন সঙ্গীর পুরো মনোযোগ স্থির হলো কানাডিয়ানের ওপর। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল লেসিলিস, এক লাথি মেরে ফেলে দিল চেয়ার। অন্যরাও উঠে পড়েছে, ঘিরে ফেলার আয়োজন করল তারা ওদের।

'এরাও লড়বে নাকি তোমার হয়ে?' কৌতুকের সাথে জানতে চাইল ক্যাডি।

'আমার হয়ে কারও লড়ার প্রয়োজন হয় না। তোমার মত কয়েকজনকে আমি একাই সামাল দিতে পারি। এসো।'

'থামো!' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল কার্সটি। ক্যাডির হাত ধরে টান দিল, 'চলে এসো, ক্যাডি।'

হাত মুচড়ে ছাড়িয়ে নিল কানাডিয়ান। 'সরি, কার্সটি। এরকম সময় রণেভঙ্গ দিলে ইজ্জত থাকবে নাকি?'

কার্সটির হাত ধরে টান দিল কার্লো। 'সরে এসো, লেডি। কেন নাক নক্শা খারাপ করতে চাইছ?'

লেসিলিসের বাকি দুই সঙ্গী ধরাধরি করে টেবিল-চেয়ার সরিয়ে নিয়ে গেল ঘরের এক কোণে। মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়াল ক্যাডি আর লেসিলিস। তার ডান হাতের দুটো ভারী আংটি ইঙ্গিত করল কানাডিয়ান। 'ওগুলো খোলো।'

'শিওর। তুমিও শার্ট খোলো।'

বোতাম খোলার জন্যে মুখ নামাল ক্যাডি, এবং সেই মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গেল জয়-পরাজয়। আসলে আংটি খোলার ভান করছিল লেসিলিস, ক্যাডির দৃষ্টি তার ওপর থেকে সরে যেতেই বিদ্যুৎগতিতে এক পা এগোল সে, দড়াম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে বসল তার নাকের ডগায়। ভারী আংটির আঘাতে নাকের হাড় চুরমার হয়ে বসে গেল ক্যাডির, মাথার মধ্যে জ্বলে উঠল সাতটা সূর্য।

এক হাতে নাক চেপে ধরল সে, টলে উঠে পিছিয়ে গেল এক পা। মাথা নিচু করে লেসিলিসের পরের ব্লো এড়াবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। ডান চোয়ালে খেলো সে ঘুসিটা, প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ঘিলু পর্যন্ত নড়ে গেল। এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সম্পূর্ণ অক্ষম ক্যাডিকে পাঞ্চব্যাগের মত ব্যবহার করল লেসিলিস। দু'হাতে চালু এনজিনের পিস্টনের মত দ্রুত গতিতে একের পর এক দমাদম ঘুসি চালিয়ে গেল যতক্ষণ না চিত হয়ে পড়ে গেল যুবক।

এরপর শুরু হলো সবুট লাথি। বুক, পেট, কোমর, নিতম্ব, কোথাও বাদ রাখল না লেসিলিস। উন্মত্ত ক্রোধে একের পর এক লাথি মেরে চলল। ততক্ষণে ক্যাডির নাকের রক্তে ভেসে গেছে মেঝে, তারওপর গড়াগড়ি করে নিজেকেও তাজা রক্তে রাঙিয়ে নিয়েছে সে।

হাড়-মাংসের সাথে হাড়-মাংসের সংঘর্ষের আওয়াজ যে এত ভয়াবহ হতে পারে, আজই প্রথম জানল কার্সটি হেউড। ক্যাডির দুর্দশা দেখে নীরবে চোখের পানি ফেলা ছাড়া কিছুই করতে পারল না সে। কার্লো এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে তাকে, হাজার চেষ্টা করেও তার বজ্রমুঠি এক চুল শিথিল করা গেল না।

তবে সৌভাগ্য যে এর মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছে ক্যাডি, মুখে নতুন আঘাত আর পড়তে দেয়নি। দু'হাতে মাথা আর মুখমণ্ডল একেবারে সীল করে রেখেছিল সে। শেষ লাথিটা তার ডান কিডনি সই করে ঝাড়ল লেসিলিস, তারপর ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস দম ছাড়তে ছাড়তে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। হাপরের মত ওঠানামা করছে প্রশস্ত লোমশ বুক, ঘামছে দরদর করে।

শ্বাপদের মত জ্বলজ্বলে চোখে কার্সটির দিকে তাকাল সে। 'এটাকে নিয়ে দূর হয়ে যাও এখান থেকে। এরপরও শিক্ষা যদি না হয়ে থাকে, সুস্থ করে নিয়ে এসো আবার। কার্লো! ছেড়ে দাও ওকে।'

মুক্তি পেয়ে ক্যাডির দিকে ছুটে গেল ও। কাঁদছে ঝরঝর করে। নিজেকে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে তখনও ক্যাডি, আগের মতই মাথা-মুখ ঢেকে রেখেছে। বিড়বিড় করে তার নাম ধরে ডাকল কার্সটি, হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। এই সময় যুবকের বুকের ওপর পড়ে থাকা চকচকে একটা কিছু চোখে পড়ল। তুলে নিল সে জিনিসটা। গ্যারেটের হাতঘড়ি, চেইন ছিঁড়ে খসে পড়েছে লেসিলিসের কব্জি থেকে।

চোখ তুলল কার্সটি। দাঁত বের করে হেসে উঠল কাপুরুষটা। 'নিয়ে যাও ওটা। আর যদি প্রাণে বেঁচে থাকার খায়েশ থাকে, দেশে ফিরে যাও। ভুলেও আর আমার ধারেকাছে ঘেঁষার চেষ্টা কোরো না।'

'বলেছিলাম না শালা এক জঘন্য মানুষ?' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল নেলসন।

'কার কথা বলছ?' অবাক হলো মাসুদ রানা।

সেদিনই ঘণ্টা তিনেক পরের কথা। ইয়ট ক্লাবে কফি পান করছে ও, জ্যাক নেলসন বীয়ার। সন্ধে হয়েছে একটু আগে। বোটের কাজ আজকের মত সেরে রেখে এসেছে এনজিনিয়ার।

'আরে সেই লোক, জালুদের ক্যাপ্টেনের কথা।'

'কেন, কি করেছে?'

'সে কি, এখনও শোনোনি তুমি কি ঘটিয়েছে ব্যাটা এখানে?' টেবিলে টোকা দিল বৃদ্ধ।

'এই ক্লাবে?'

'হ্যাঁ। এক কানাডিয়ানকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়েছে আজ বিকেলে।'

'শুনিনি।'

'বলো কি! ওটাই তো এখন দ্বীপের এক নম্বর আলোচনার বিষয়। সবার মুখে মুখে ফিরছে।'

'সরি। আমি রাজারত্নমের অফিস থেকে আসছি। লানির রিলিজের

কাজে ব্যস্ত ছিলাম দুপুরের পর থেকে।'

মাথা দোলাল নেলসন। 'ভারি দুঃখজনক ঘটনা। লেসিলিস নাকি এক আমেরিকান বিধবার একমাত্র ছেলেকে অপহরণ করে খবর রটিয়ে দিয়েছে ছেলেটা ঝড়ের সময় সাগরে পড়ে গেছে। জালুদেই ছিল ছেলেটা। ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে মা বেচারী ছুটে এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে। এক কানাডিয়ান যুবক ছিল তার সাথে। আজই দার-এস-সালাম থেকে পৌঁছেছে ওরা। এসেই পড়েছে হারামজাদার খপ্পরে। কে জানে কি অবস্থা ছেলেটার।'

কাহিনীটা মনে মনে নাড়াচাড়া করল মাসুদ রানা। 'আছে কোথায় সে?'

'কানাডিয়ান? হাসপাতালে। বললাম না মেরে ওর কিছু রাখেনি হারামজাদা লেসিলিস?'

'ঘটনাটা জানতে ইচ্ছে করছে। যাবে নাকি হাসপাতালে একবার?'

'যাবে? চলো।'

ছয়

এক ঘণ্টা পর।

ভিক্টোরিয়া জেনারেল হসপিটালের ঝকঝকে লবিতে বসে আছে রানা, নেলসন ও কার্সটি হেউড। ইয়ট ক্লাব থেকে গাড়ি পথে হসপিটালের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মিনিটের। নেলসনের ফোর্ড নিয়ে অনেক

আগেই পৌঁছেছে ওরা। এরমধ্যে কার্সটির দুঃখের বৃত্তান্তও জানা হয়ে গেছে।

'তিন দিন!' বিতৃষ্ণায় চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল এনজিনিয়ারের। 'নিজের ছেলে হলেও হারামীর বাচ্চা তিন ঘণ্টা সার্চ করত কি না সন্দেহ।'

'নো ম্যাটার। যা হয়নি, তার বেলায় তিরিশ বললেই বা ঠেকায় কে?' বলল বিষণ্ণ কার্সটি। 'বেচারা! আমাকে সাহায্য করতে এসে শুধু শুধু মার খেলো।'

'এখন কি অবস্থা?'

'মোটামুটি। যে ভয়ঙ্কর মার মেরেছে জানোয়ারটা, ভয় হচ্ছিল ইন্টারনাল হেমোরেজ ঘটতে না শুরু করে দেয়। ভাগ্য ভাল, মাথায় আঘাত করার সুযোগ পায়নি। তাহলে আর রক্ষা ছিল না।'

'উঠেছ কোথায় তোমরা?' জানতে চাইল নেলসন।

'নর্থহোম হোটেলে।'

'এখন কি করতে চাও, দেশে ফিরে যাবে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল কার্সটি। 'প্রশ্নই আসে না। এতদিন পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না, কিন্তু এখন জানি আমার অনুমানই সত্যি। বেঁচে আছে আমার ছেলে। ওকে না নিয়ে ফিরছি না।'

খুক্ করে কাশল এনজিনিয়ার, রানাকে দেখল আড়চোখে। অনেকক্ষণ থেকেই চুপ করে আছে ও। গম্ভীর। ভাবছে। 'লেসিলিসকে তুমি চেনো না, লেডি। আমি চিনি। জানি, কিছুই করতে পারবে না তুমি ওর। তারচে' বরং পুলিস কমিশনারকে জানাও ঘটনা। ওরা হয়তো…'

'কিছুই করবে না ওরা,' মৃদু, অন্যমনস্ক কণ্ঠে বাধা দিল মাসুদ রানা। 'কারণ এ ব্যাপারে লেসিলিসের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ হাজির করতে পারছে না মিসেস হেউড। ঘটনা যা-ই হোক, প্রমাণ ছাড়া একটা আঙুলও

তুলবে না পুলিস।'

'তাহলে তো মুশকিল!'

'যাই ঘটুক,' দৃঢ় স্বরে বলল কার্সটি। 'আমি ওর পিছু ছাড়ছি না। মিস্টার রানা ঠিকই বলেছেন, পুলিস কোনও সাহায্য করতে পারবে না ইচ্ছে থাকলেও। সেটা জানি বলেই ও কাজ করিনি আমি। করবও না। যা করার একাই করব।'

'কিছুই করতে পারবে না, লেডি,' আনমনে মাথা দোলাল জ্যাক নেলসন। 'দশটা নরকের শয়তান মরে আবার জন্ম নিলে তবেই লেসিলিসের মত হাড় হারামজাদার জন্ম হয়। ওর কিছু করার ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরেরও আছে বলে মনে হয় না আমার।'

গভীর, সম্মোহনী দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকল কার্সটি হেউড। 'ঈশ্বরের গরজ কম। সন্তান জন্ম দেয়ার কষ্ট তাকে সইতে হয় না, তাই হাল ছেড়ে বসে থাকতে পারে সে। আমি পারি না। গ্যারেটের জন্মের পর আবার মা হওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছি আমি ফিজিক্যাল কমপ্লেক্সের কারণে। ও আমার একমাত্র সন্তান, অনেক যত্নে আঠারোটা বছর লালন করেছি ওকে। ছেলের সামান্যতম অমঙ্গলের আশঙ্কায় এতগুলো বছরের প্রতিটি দিন, প্রতি মুহূর্ত ভয়ে ভয়ে থেকেছি আমি।

'ও সামান্য একটা হাঁচি দিলেও কলজে উড়ে গেছে, ছুটে গিয়েছি ডাক্তারের কাছে। সারাক্ষণ চোখে চোখে রেখেছি। তারও আগে ওকে গর্ভে ধারণ করা, নয় মাস পর তাকে জন্ম দেয়া, এরচে' বড় কষ্ট আর কিছু আছে কি না আমি জানি না। জানতে চাইও না। ঈশ্বরকে যদি একবার হাতের কাছে পেতাম, জিজ্ঞেস করতাম আমার মত এক সহায় সম্বলহীন বিধবাকে নিয়ে এই নির্মম খেলা কেন খেলছে সে, কি সুখ পাচ্ছে আমাকে এত কষ্ট দিয়ে? জীবনে কবে তার কি এমন ক্ষতি আমি করেছি!'

'আমি দুঃখিত, মিসেস হেউড,' আলতো করে তার মাথায় হাত রাখল এনজিনিয়ার। 'মন্তব্যটা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আসলে তোমার মত এত গভীরভাবে বিষয়টা তলিয়ে দেখিনি আমি। রিয়েলি সরি।'

এক চিলতে বিষণ্ণ হাসি ফুটল তার মুখে। 'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ কথাগুলো আমি তোমাকেই লক্ষ্য করে বলিনি। কাকে যে বলেছি, আসলে আমি নিজেও জানি না। মনে অনেক ঝাল জমে ছিল, সুযোগ পেয়ে তার খানিকটা ঝেড়ে দিলাম আর কি!'

হাসল সবাই, তবে নিঃশব্দে। যদিও প্রাণের সাড়া ছিল না কারও হাসিতে। পরক্ষণে কাজের কথায় ফিরে এল বৃদ্ধ। 'আমি জেনেছি কাল সকালে চলে যাচ্ছে লেসিলিস।'

ঝট্ করে মুখ তুলল কার্সটি। 'তাই?'

'হ্যাঁ। একদল অর্নিথলজিস্ট নিয়ে কাল বার্ড আইল্যান্ড যাচ্ছে সে। ওখান থেকে আমিরেন্‌টিস, তারপর আলদাবরা। শেষেরটা সাতশো মাইল দূরে। অনেক লম্বা জার্নি। কম করেও কয়েক মাসের ধাক্কা।'

মুহূর্তের জন্যে আত্মবিশ্বাসের দেয়ালে চিড় ধরল কার্সটির। দ্বিধা ফুটল চেহারায়। 'ঠিক আছে। আমিও যাব ওর পিছন পিছন। যতক্ষণ না ও মচকাচ্ছে, গ্যারেটের খোঁজ জানাচ্ছে, ততক্ষণ পিছু ছাড়ব না আমি। একটা সস্তা বোট জোগাড় করে দেবে দয়া করে? টাকা-পয়সা যতদূর সম্ভব নিয়ে এসেছি আমি। তবে পরিমাণে তেমন বেশি নয়।'

কিছু সময় ভাবল নেলসন। 'ইন্টার আইল্যান্ড স্কুনার আছে কয়েকটা, তবে মনে হয় ওসব দিয়ে পোষাবে না তোমার। ভাড়া বেশি চেয়ে বসবে। আর আছে কয়েকটা কেবিন ক্রুজার। বেশি ছোট, লম্বা যাত্রার উপযুক্ত নয়। আচ্ছা, সকাল হোক দেখি। খোঁজ নিয়ে জানাব।'

মন দিয়ে হাতের তালু পরীক্ষা করছে মাসুদ রানা। বুঝতে পারছে ওর অবচেতন মনটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিছু একটা ঘোঁট

পাকাচ্ছে ওখানে। বিষয়টা কি জানে ও, কিন্তু প্রকাশ করল না তখনই।
'কিন্তু কালই যদি যেতে হয়,' বলে উঠল রানা। 'ক্যাডির কি হবে? ওর যা অবস্থা, দু'চার দিন না গেলে নড়তেই তো পারবে না।'

'সে ক্ষেত্রে ওকে রেখেই যাব আমি। এমনিতেও এই জটিলতার মধ্যে ছেলেটাকে আর থাকতে দিতে চাই না। যথেষ্ট হয়েছে। ও নিজেও হয়তো চাইবে না নতুন ফ্যাসাদে জড়াতে।'

এক সময় উঠল ওরা। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। 'বোটের কাজ আর কত বাকি, জ্যাক?' প্রশ্ন করল রানা।

'বেশি না। বড়জোর ঘন্টা চার-পাঁচ লাগবে হয়তো। কেন?'

'সকালে একটু তাড়াতাড়ি করে সেরে ফেলা গেলে ভাল হত।'

'সে করা যাবে।' একটু চুপ করে থাকল এনজিনিয়ার। হসপিটাল কমপাউন্ড ছেড়ে বড় রাস্তায় তুলল গাড়ি। 'তুমি কি...?'

'সেরকমই ভাবছি।'

মাথা দোলাল সে। 'লানিকে দিয়েই বুঝেছি তুমি খুব নরম মনের মানুষ। ওর মত আরেক বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে চাইছ, ভাল কথা। করো। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখা দরকার তোমার, রানা, লেসিলিস বড় ভয়ঙ্কর মানুষ। ঠাণ্ডা মাথার খুনী। ওর ডান হাত পর্তুগীজ কার্লোও তাই। ইস্ট তিমুরে কয়েক বছর আগে এক ফাইট থেকে দোস্তি দু'জনের। এবং ওটাই লেসিলিসের জীবনে প্রথম ফাইট, যেটায় সে জিততে পারেনি। আমি কি বলতে চাই বুঝতে পেরেছ?'

মাসুদ রানা নির্বিকার। সোজা সামনে তাকিয়ে আছে। 'বোধহয়, জ্যাক। সতর্ক করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে।'

'তবু যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, রানা, লানি আর কার্সটির ব্যাপার যে এক নয়, সেটা চিন্তা

করে দেখেছ?'

গাড়ির দুলুনির সাথে তাল রেখে দুলছিল রানার মাথা, আরও বাড়ল তা। ওর পাথরে কোঁদা মুখটা দেখল জ্যাক নেলসন। 'অল রাইট। কালকের মধ্যে বাকি কাজ সেরে ফেলব আমি।'

'থ্যাঙ্কস, জ্যাক।'

সকালে রানার প্রথম কাজ হচ্ছে লানিকে মুক্ত করার আবেদন জানানো। আজ দুপুরেই ফিরেছেন গভর্নর। রাজারত্নমের রানার হয়ে পেশ করা আবেদনে এক কথায় সম্মত হয়েছেন। তবে অফিস আওয়ারের মধ্যে মুক্তির কাগজপত্র সব তৈরি করা সম্ভব হয়নি বলে অল্পের জন্যে ছাড়ানো যায়নি ওকে। কাল সকালেই সেরে ফেলতে হবে কাজটা।

নর্থহোম হোটেল।

এক মেয়েকে নিয়ে মাসুদ রানাকে হাজির দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো কার্সটি হেউড। কৌতূহলী চোখে মেয়েটিকে দেখল সে। ভারি মিষ্টি চেহারা, আর একেবারেই অল্পবয়সী। রানার সাথে ওর কি সম্পর্ক? অসচেতন মনে ভাবল সে। দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কাজের কথা পাড়ল মাসুদ রানা।

'প্রথম খবর হচ্ছে, জালুদ আজ ভোরে রওনা হয়ে গেছে। এবং আপনার পোষাবে, এমন কোন বোটের সন্ধান পাওয়ার আশা নেই।'

মুখ আঁধার হয়ে গেল কার্সটির। 'কি করব আমি? আমার ছেলের খোঁজ তাহলে পাব না?'

'দ্বিতীয় খবর হলো, আমার একটা ছোট বোট আছে। আমি এসেছি এ অঞ্চলের দ্বীপগুলো ঘুরে দেখতে। চাইলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, বিনা ভাড়ায়।'

খানিক ভাবল মেয়েটি। 'কেন, মিস্টার রানা? বলতে গেলে সবেমাত্র পরিচয় হয়েছে আমাদের।'

'ওটা কোন ব্যাপার নয়। জ্যাক নেলসনের সাথেও আমার পরিচয় ছিল মাত্র ঘণ্টাখানেকের, তার মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে আমাদের, অনেক ইনসাল্ট করেছি আমি বুড়ো মানুষটাকে, তবু সে সেধে সাহায্য করেছে আমাকে। দিনের পর দিন ভূতের বেগার খেটে মেরামত করে দিয়েছে আমার বোটের এনজিন, এক পয়সাও নেয়নি।'

'তোমার তো তবু ফর্মাল পরিচয় হয়েছে এর সাথে,' কার্সটির উদ্দেশে বলে উঠল লানি সাটো। 'আমি সে সুযোগটাও দিইনি।'

'মানে?' অবাক চোখে তাকে দেখল কার্সটি।

'সে পরে শুনবেন,' চোখ কোঁচকাল রানা লানির দিকে ফিরে।

পাত্তা দিল না ও। বলে চলল, 'আমার বিশ্বাস আমাকে সাহায্য করার জন্যেই ঈশ্বর রানাকে ঠিক সময়ে মালে পাঠিয়েছিলেন, তাই আজও বেঁচে আছি আমি। তোমার সাথে ওর যোগাযোগের ব্যাপারটাও তাই, মিসেস হেউড। রানার সাহায্য তোমার প্রয়োজন বলেই সময়মত বোট নষ্ট হয়ে আটকে গিয়েছিল ও। কাজেই মেনে নাও। এ ছাড়া অবশ্য কোন উপায়ও নেই তোমার।'

'ওর কথাবার্তা হেঁয়ালি মনে হবে আপনার। পরে ব্যাখ্যা করা যাবে সব, এখন বলুন কি ঠিক করলেন? আমার কোন অসুবিধে হবে না, লম্বা ছুটি পেয়ে ঘুরতেই বেরিয়েছি আমি।'

'আমি জানি না কি বলে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে,' বিড় বিড় করে বলল কার্সটি। চোখে পানি এসে পড়ায় মুখ ঘুরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

'ভালই হবে,' হাসল লানি। 'এক বাঙালী, এক চাইনিজ-সুমাত্রান, আর এক আমেরিকান। তিনজনের অভিযান জমবে ভালই।'

'এক কানাডিয়ানও যাচ্ছে সাথে।'



নতুন এক কণ্ঠ শুনে দরজার দিকে তাকাল সবাই। ক্যাডি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কিছুক্ষণ আগে এসেছে সে, নীরবে শুনছিল ওদের কথাবার্তা। অবাক চোখে দেখল সবাই যুবককে। মুখ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। চোখ প্রায় দেখাই যায় না, কালসিটে পড়া চামড়ার তলে চাপা পড়ে গেছে। মুখের সর্বত্র সাদা প্লাস্টার সাঁটা। পরনে ফেড জিনস, গায়ে বোতাম খোলা শার্ট, ভেতরে রিবকেজের ব্যান্ডেজ দেখা যায়।

কার্সটি সামলে নিল সবার আগে। দ্রুত দু'পা এগোল সে তার দিকে। রেগে গেছে। 'ইউ ওভারগ্রোন এপ্! তুমি এখানে কিভাবে?'

'চলে এলাম। কতক্ষণ শুয়ে থাকা যায়?' রানার দিকে ডান থাবা বাড়াল সে। 'ক্যাডি আর্লিংটন।'

'বুঝতে পেরেছি। আমি মাসুদ রানা। হাসপাতাল থেকে বের হলে কি করে? ওরা বাধা দেয়নি?'

'জানলে তো দেবে!'

'আচ্ছা!'

লানিকে এক পলক দেখল কেবল ক্যাডি। তারপর কার্সটির দিকে ফিরল। আরেকবার ঘোষণা করল, 'আমিও যাচ্ছি তোমাদের সাথে।'

'এই অবস্থায় কেন এলে তুমি হসপিটাল ছেড়ে?'

'বললাম তো ওখানে একা একা ভাল লাগছিল না। তাছাড়া আমি এখন প্রায় সুস্থ। কোন...'

'প্রায় সুস্থ? আয়নায় দেখেছ চেহারা?'

'শিওর!' হাসির ভঙ্গি করল যুবক। 'একবার দেখেছি। সুবিধের মনে হয়নি বলে বেশিক্ষণ তাকাইনি যদিও। কিন্তু সত্যি বলছি, একটু আধটু গা ব্যথা ছাড়া প্রায় সুস্থই আছি আমি। ভাবলাম, হাঁটাচলা, হালকা ব্যায়াম করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা ভাল, যাতে কয়েকদিনের মধ্যে লেসিলিসের পাওনা শোধ করে দিতে পারি। দ্বিতীয়

রাউন্ডে হারামজাদা কেমন খেলে, দেখার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে আমার।'

হতাশ চোখে রানাকে দেখল কার্সটি। 'গড! ক্যাডি, বোসো প্লীজ! বারো ঘণ্টাও বোধহয় পার হয়নি এই হাল হয়েছে তোমার লেসিলিসের হাতে। এরমধ্যেই দ্বিতীয় রাউন্ডের ভাবনা পেয়ে বসেছে তোমাকে? শোনো, তোমাকে কিছু বলার আছে আমার।'

'না, কার্সটি। বরং আমারই কিছু বলার আছে, তুমি শোনো।' দম নিয়ে উপস্থিত সবাইকে দেখল কানাডিয়ান। 'আমার কথার মধ্যে বাধা দেবে না দয়া করে, ওকে?'

তার চেহারায় স্থির প্রতিজ্ঞার ছাপ দেখল মাসুদ রানা। 'বেশ,' বলল কার্সটি।

'জীবনে আরও কয়েকবার মার খেয়েছি আমি, কালই প্রথম নয়। আমার বয়স যখন আঠারো, টরেন্টোয় এক মোটর সাইকেল গ্যাঙের সাথে গায়ে পানি ছিটানো নিয়ে তর্ক করি আমি। দু'চারটে গালাগাল দিয়েছিলাম ওদের নেতাকে, সেজন্যে বেধড়ক মারপিট করে অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে যায় ওরা। এক মাস হসপিটালে পড়ে থাকতে হয় আমাকে সে ধাক্কা সামলে উঠতে।

'পরেরবার, কয়েক বছর আগে, সৌদি আরবে ঘটে একই ঘটনা। আমার ড্রিলিং কোম্পানির কুক ছিল আইরিশ। সাইজে ব্যাটা আমার অর্ধেক ছিল, বয়সে ডবল। হারামজাদা এমনই স্টু রাঁধত যে ওটা স্টু, না উটের পেচ্ছাপ বোঝাই যেত না। একদিন তাকে হুমকি দিই আমি, যেদিন আবার ওরকম স্টু সে আমার সামনে আনবে, সব ওকেই গেলাব আমি।'

আরেকবার হাসির ভঙ্গি করল ক্যাডি, চেহারা বিকট দেখাল। 'জানতাম না ব্যাটা রয়্যাল মেরিনের আনআমর্ড কমব্যাট ইন্সট্রাক্টর ছিল।

ফল যা হওয়ার তাই হলো, ভাঙা হাত নিয়ে ফের হসপিটালে যেতে হলো। সেবার আক্কেল হলো আমার। বুঝলাম, শুধু দানবের মত ফিগার হলেই কাজ হয় না, কৌশলও জানা চাই। ফিরে এসে জয়েন করার পরের তিন মাস বেতনের অর্ধেক করে দিই আমি ব্যাটাকে, বিনিময়ে সে আমাকে শেখায় তার বিদ্যা। ওর পর থেকে কোন ফাইটে পরাজিত হইনি আমি। ফলে কিছুটা অহঙ্কার হয়তো দেখা দিয়েছিল আমার ভেতরে, যার মূল্য কাল দিতে হয়েছে।'

আরেকবার ওদের দেখল ক্যাডি। দম নিল লম্বা করে। পরের কথাগুলো মাসুদ রানাকে উদ্দেশ করে বলল। 'লেসিলিস খুবই শক্তিশালী, ফাস্ট, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু ও যে একটা কাপুরুষও, তাতেও কোন ভুল নেই। আমি যখন মুখ নিচু করে শার্টের বোতাম খুলতে গেলাম, তখনই হঠাৎ আক্রমণ করে বসে ও। ভাবী আংটি পরা হাতে গায়ের জোরে নাকে ঘুসি মেরে প্রথম চোটেই বেসামাল করে ফেলে আমাকে। অথচ কথা ছিল আংটি খুলে লড়াই করার। রাইট, কার্সটি?'

'হ্যাঁ।'

'সো ইউ সী! আমাকে শার্ট খুলতে বলে মুহূর্তের জন্যে অমনোযোগী করে তুলেছিল হারামজাদা। বিলিভ মী, দ্বিতীয়বার তা হবে না। ওকে আমি সমঝে গিয়েছি। কাজেই আমি যাচ্ছি।'

নীরবে মাসুদ রানার দিকে তাকাল কার্সটি। বোঝা গেল ওর অনুমতি চায়।

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আমার আপত্তি নেই।'

ক্যাডিকে দেখে ভীষণ অবাক হলো জ্যাক নেলসন। কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আরে, তুমি? দাঁড়াও, তুমি ক্যাডি না?'

'হ্যাঁ। এবং তুমি জ্যাক।'

'এই অবস্থায়…গড! বার্ড আইল্যান্ডের ছেলেমেয়েদের ভয় দেখিয়ে আধমরা করবে দেখছি তুমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাডি। 'মহিলাদেরও।' ঝুঁকে এনজিনটা দেখল। 'এটা তো মনে হয় আমার বাপের বয়সী।'

'অসম্ভব নয়, হতে পারে।' যুবককে পর্যবেক্ষণ করল নেলসন। 'এ সম্পর্কে ভালই জ্ঞান রাখো মনে হয়?'

'এক-আধটু রাখি। মেশিনারী নিয়েই কাজ করেছি অনেক বছর। আমি কোন সাহায্য করতে পারি তোমাকে?'

'তেমন কিছু নেই করার মত। কাজ প্রায় শেষ। রানা কোথায়?'

'কি নাকি কেনাকাটা আছে। সেরে আসতে গেছে।'

'একটা মেয়ে ছিল ওর সাথে?'

'হ্যাঁ, লানি। ও গেছে বাজারে, আমাদের সবাইকে আজ ও চাইনিজ খাওয়াবে বলেছে।'

'মিসেস হেউড তাহলে যাচ্ছে এই বোটে?'

'না গিয়ে উপায় কি?'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

'কিন্তু তোমার যা অবস্থা…' ক্যাডিকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে চট্ করে থেমে গেল বৃদ্ধ।

'তুমিও কার্সটির মত ইনভ্যালিড ভাবছ আমাকে?'

হেসে উঠল বৃদ্ধ। 'ওকে, ওকে। ভুলে যাও।' খানিক নীরবে কাজ করল সে। 'ক্যাডি, তোমার কি মনে হয়, মিসেস হেউডের ধারণা ঠিক?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল যুবক। 'মনে হয়। কাল লেসিলিসের কথায়-

আচরণে সেরকমই বিশ্বাস জন্মেছে আমার।'

'শুনেছি।' সেও মাথা দোলাল। 'বড় দুঃসাহসী মহিলা।'

'কার্সটি? হ্যাঁ, আ হেল্ অভ আ লেডি।'

লানির কল্যাণে রাজকীয় লাঞ্চ খেলো ওরা। আধা ডজন নানান ডিশ রেঁধেছে মেয়েটি অনেক যত্নে। মাছ, সবজি মুরগি আর রাইস। প্রতিটি ডিশ চমৎকার সুগন্ধে ভরপুর। খেতে বসে আরেকবার উপলব্ধি করল রানা কী অবিশ্বাস্য রকম ভাল মেয়েটির রান্নার হাত।

খাওয়া সেরে হুইল হাউসে চলে এল রানা আর জ্যাক। 'ঢোকো, স্টার্ট দাও,' বলল বৃদ্ধ।

'না,' মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। 'তুমি দাও।'

'ডোন্ট বি সিলি, রানা। স্টার্ট দাও।'

'বললাম তো তুমি দাও। এত কাজ করে এখন স্টার্ট দিতে আপত্তি কেন?' তাকে ঠেলে হুইল হাউসের দরজায় নিয়ে এল মাসুদ রানা। 'যাও, ভেতরে ঢোকো।'

জ্যাকের বিজয় তাকে দিয়েই ঘোষণা করাতে চাইছে ও। সে ঘোষণা উদযাপনের অভিনব এক আয়োজনও করেছে, এখনও সে খবর জানে না কেউ। মনে একটু ভয়ও অবশ্য আছে। জ্যাক নিজেই স্বীকার করেছে গত পনেরো বছরে কোন মেরিন এনজিনে হাত দিয়েও দেখেনি সে। মেরামত তো পরের কথা। কাজেই এতদিনের খাটা-খাটনির ফল কি হলো ভেবে ভয়ে ভয়ে আছে।

কার্সটি আর লানিও উঠে এসেছে। রেলিঙে হেলান দিয়ে ওদেরকে দেখছে। ক্যাডি নিচে, এনজিন রুমে। হুইল হাউসের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে সে। নার্ভাস চোখে উপস্থিত সবাইকে দেখল জ্যাক, তারপর রুমালে কপালের ঘাম মুছে ঢুকে পড়ল হুইল হাউসে। লম্বা দম

নিয়ে তৈরি হলো। বাঁ হাতে হুইল ধরে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আলতো করে বাটনের ওপর রাখল সে। 'রেডি?' হাঁক ছাড়ল ভয়েস পাইপে মুখ রেখে।

'ইয়ো!' পাল্টা হাঁক ভেসে এল ক্যাডির।

বাটন ঠেসে ধরল জ্যাক। সাড়া নেই। দম বন্ধ করে স্টার্টিং মোটরের কুঁই কুঁই শুনল মাসুদ রানা। দু'বার··· তিনবার···পাঁচবার।

হাত সরিয়ে নিল বৃদ্ধ, কি যেন বলে উঠল দুর্বোধ্য ভাষায়। থ্রট্‌ল কয়েক চুল সামনে ঠেলে আবার চেষ্টা করল। ছয়বার বাটনে চাপ দিল সে, প্রতিবারই একই কাণ্ড ঘটল। হতাশায় মুখ কালো হয়ে গেল নেলসনের, রানা ব্যস্ত হয়ে পড়ল সিগারেট ধরাতে। বাটনে শেষ চাপটা দিল এনজিনিয়ার। খক্ করে এনজিন কেশে উঠল, হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল রানার। দু'বার কেশেই হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল এনজিন।

সবার উজ্জ্বল, হাসিমাখা চেহারার দিকে তাকিয়ে গর্বের হাসি হাসল নেলসন। থ্রট্‌ল খানিকটা পিছিয়ে কিছুক্ষণ আওয়াজ শুনল মন দিয়ে, তারপর সন্তুষ্ট মনে জায়গায় নিয়ে রাখল থ্রট্‌ল। চাপা, একটানা আওয়াজ করে নিজের পুনর্জন্মের সংবাদ ঘোষণা করতে থাকল পার্কিনস পি-ফোর।

বেরিয়ে এসে চোঙের দিকে তাকাল নেলসন। এগজস্ট থেকে গাঢ় নীল রঙের ধোঁয়া বের হচ্ছে। রানাও লক্ষ করল, ধোঁয়ার রঙটা সন্দেহজনক মনে হলো ওর।

'কোন চিন্তা নেই,' বলল এনজিনিয়ার। 'নাক ঝাড়ছে তোমার এনজিন, একটু পরই ঠিক হয়ে যাবে।'

'তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, জ্যাক,' বৃদ্ধকে সবলে আলিঙ্গন করল মাসুদ রানা। 'তুমি সাহায্য না করলে কি হত জানি না।'

'ভুলে যাও, রানা। আগেই তো বলেছি, কাজটা করার সুযোগ পেয়ে

বরং কৃতজ্ঞ হয়েছি। প্রায় ভুলে যাওয়া বিদ্যা...' থেমে গেল সে জেটিতে চোখ পড়তে। 'আরে! ও ছোঁড়া এখানে কেন?'

ঘুরে তাকাল ওরা। ইউনিফর্ম পরা ইয়ট ক্লাবের এক স্টুয়ার্ড দাঁড়িয়ে আছে হাসি মুখে। ডান বগলে কিছু একটা চেপে ধরে আছে।

'শ্যাম্পেন নিয়ে এসেছে ও,' বলল রানা। 'তোমার সম্মানে। জিমিকে বলে এসেছিলাম এনজিনের আওয়াজ শুনলে যেন পাঠিয়ে দেয়।'

ডেকে উঠে এল স্টুয়ার্ড। বোতল খুলে সবার জন্যে গ্লাসে ঢালা হলো পানীয়। এই ফাঁকে রানার হাতে কিছু কাগজ ধরিয়ে দিল ছেলেটা। 'আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন মিস্টার জিমি।'

'কি ওগুলো?' জানতে চাইল জ্যাক।

'অ্যাডমিরালটি চার্ট,' বলল রানা। 'ওকে অনুরোধ করেছিলাম জোগাড় করে দিতে।'

চার্টগুলো তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল লোকটা। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'ভাল জিনিস। ইয়টসম্যানদের তৈরি। সরকারী চার্টে যে সব আনমার্কড কোরাল হেডের উল্লেখ নেই, এতে আছে সেগুলো। তোমার খুব সুবিধে হবে। দ্বীপপুঞ্জের কোন দ্বীপ বাদ নেই এতে।'

টিপস্ দিয়ে স্টুয়ার্ডকে বিদায় দিল মাসুদ রানা। চার্টগুলো বুক পকেটে রেখে লানির বাড়ানো হাত থেকে নিজের গ্লাসটা নিল ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে। খুব যত্নে রাখতে হবে চার্টগুলো। পুব আফ্রিকা পৌঁছে ফেরত পাঠাবে, এই নিশ্চয়তায় এগুলো ধার দিয়েছে ওকে জিমি। যার যার গ্লাস নিয়ে সবাই অপেক্ষায় আছে দেখে হাত তুলল ও। 'বন্ধু জ্যাক এবং তার চমৎকার কারিগরী স্মরণে।'

সবাই চুমুক দিল, জ্যাক বাদে। অন্যদের প্রথম ঢোক পেটে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে গ্লাস তুলল সে। মুখে চওড়া হাসি।

'কূটকৌশলী মাসুদ রানা ও মৎস্যকন্যার সফল ভ্রমণের উদ্দেশে।'

'কূটকৌশলী?' প্রশ্ন করল কার্সটি।

'ও তোমরা বুঝবে না। আমার আর রানার সিক্রেট।'

পাঁচ মিনিট পর কাজের কথা পাড়ল ক্যাডি। 'আমরা কখন রওনা হচ্ছি, মিস্টার রানা?'

'রাতে কিছু মাল আসবে আমার, তাই আজই রওনা হওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব হলো না। ভাবছি কাল সকালে রওনা হব।'

মাথা দোলাল জ্যাক। 'সেই ভাল। এই ফাঁকে আমি আরেকবার থরো চেক করতে পারব এনজিনটা।'

'কতক্ষণ লাগবে বার্ড আইল্যান্ড পৌঁছতে?' প্রশ্ন করল কার্সটি।

রানা বলল, 'সাত থেকে আট ঘণ্টা।'

'কাল তোমরা ওখানে পৌঁছার আগেই হয়তো আমিরেনটিস রওনা হয়ে যাবে লেসিলিস। তবু, প্রথমে বার্ড আইল্যান্ডেই যাবে তোমরা। অর্নিথলজিস্টদের তালের ঠিক নেই, হয়তো একদিন বেশি থেকে যাবে ওখানে।'

নেলসনের কথায় সায় দিল রানা নীরবে। 'অর্নিথলজিস্ট কি?' জানতে চাইল লানি সাটো।

'পাখি বিজ্ঞানী।' সিগারেট ধরাল ও।

'রাতে কি মাল আসবে, মিস্টার রানা?'

ক্যাডির প্রশ্নে চকিত চোখাচোখি হলো ওর আর জ্যাকের মধ্যে। 'কিছু ক্যানড ফুড,' দ্রুত বলে উঠল বৃদ্ধ।

কিন্তু সন্ধের পর জ্যাক আর রানা যখন তিন ফুট দীর্ঘ একটা মেটাল বক্স নিয়ে বোটে ফিরল, দেখে বিস্মিত হলো কানাডিয়ান। ওর মধ্যে যা আছে তা যে ক্যান-ফুড হতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে ফেলল সে। অন্য কিছু আছে ওর মধ্যে। কারণ রানা-জ্যাক যেভাবে ধরে তুলল,

তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল খুব ভারী ওটা। তবে বুদ্ধি খাটিয়ে প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল সে।

রাত একটু বাড়তে বোট ছেড়ে নেমে এল ওরা। সবার সম্মানে কার্সটি হেউড বিদায়ী ডিনারের আয়োজন করেছে নর্থহোম হোটেলে। ওখান থেকে খেয়েদেয়ে ফিরতে ফিরতে মাঝরাত পার হয়ে গেল।

বোটের পিছনদিকের খোলা ডেকে বসে আছে রানা ও জ্যাক নেলসন। অন্যরা ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর রাত। ঘুমে বিভোর খুদে বন্দর মাহে এবং ভিক্টোরিয়া।

শেষ হয়ে আসা সিগারেট হারবারের নিথর পানিতে ছুঁড়ে দিল মাসুদ রানা। 'জ্যাক, তোমার সাথে প্রথম দিন যে দুর্ব্যবহার করেছি, সে জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।'

'দেখো, রানা, সেদিন তুমি যা করেছিলে, তাতে বিন্দুমাত্র অপরাধ হয়নি। তুমি আসলে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলে, যখন-তখন সবার সাথে মেজাজ খারাপ করে নিজেকে কত নিচে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। ব্যাপারটা তোমারই কারণে সেদিন বুঝতে পেরেছি। আর বিশ্বাস করো, তুমি বেরিয়ে আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি আমি। একদম ভুলে গিয়েছি আমি তোমার-আমার ঝগড়ার কথা। নইলে তোমার অপেক্ষায় জেটিতে বসে থাকতে দেখতে না তুমি আমাকে। মন খারাপ কোরো না সে কথা ভেবে। নিজেকে ছোট কোরো না, প্লীজ!'

'তুমিও আমাদের সাথে চলো না কেন?'

ঝকঝকে চাঁদের আলোয় বিষণ্ণ হাসি ফুটতে দেখল রানা বৃদ্ধের মুখে। 'সম্ভব হলে যেতাম, রানা। কিন্তু আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ইংল্যান্ড ফিরে যেতে হবে। প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেছে।' হারবারের দিকে তাকিয়ে

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়ে গেলাম এ দেশে। স্ত্রীর কবরও রেখে যাচ্ছি। আর কোনদিন দেখতে পাব না এসব।'

বুকের ভেতর চিন্‌চিন্‌ করে উঠল রানার। 'তোমার ক্যান্সার কোন পর্যায়ে আছে এখন?'

দীর্ঘ সময় ধরে দেখল ওকে জ্যাক। 'তুমি জানতে?'

'প্রথম দিনই তোমার কোমরে কলোস্টমি ব্যাগ দেখেছি আমি। জিনিসটা আগেও কয়েকবার দেখেছি। চিনি।'

আবারও নীরবতা। 'একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি আমি, রানা। সময় বলতে গেলে মোটেই নেই। তাই বলে ভেব না আমি ভীত হয়ে পড়েছি। মোটেই না। প্রথম যখন জানতে পারি, তখন অবশ্য পেয়েছিলাম ভয়, এখন সেসব নেই। ওটাকে মাথা ব্যথার মত সাধারণ ধরে নিয়েছি আমি। বিশেষ পাত্তা দিই না।'

'তোমার কথা আজীবন মনে থাকবে আমার, জ্যাক। আজকের এই বিশেষ রাতটার কথাও ভুলব না কোনদিন।'

'আমিও না।' মাথা দোলাল বৃদ্ধ।

চুপ করে গেল ওরা। ঘুমের রেশমাত্র নেই কারও চোখে। ধীর গতিতে গড়িয়ে চলেছে রাত।

সাত

জেটিতে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে জ্যাক নেলসন, পিছিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। লানির হাতে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে আফটার ডেকে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, হাত নেড়ে চিরবিদায় জানাচ্ছে বড় তিক্ততার মাঝে অর্জন করা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে। কয়েক গজ দূর থেকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওর চিকচিকে চোখের দিকে তাকিয়ে আছে লানি সাটো।

এক সময় হারিয়ে গেল জ্যাক, ক্রমশ ছোট হতে হতে দিগন্তে মিলিয়ে গেল সেইশেল দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ভিক্টোরিয়া, বন্দর মাহে। ততক্ষণে বেশ ওপরে উঠে পড়েছে সূর্য।

কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা হুইল হাউসে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। সেই যে ঢুকল, লাঞ্চের আগে আর বেরই হলো না। এর মধ্যে কাজ ফেলে কয়েক বারই এসেছে লানি খোঁজ নিতে। রানার চা বা কফি লাগবে কি না, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে কি না, ওর হাতে হুইল ছেড়ে খানিক ঘুমিয়ে নেবে কি না ইত্যাদি। দু'বার কফির প্রশ্নে সায় দেয়া ছাড়া প্রতিবারই মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিয়েছে ও দুয়েক কথায়।

রানার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আর ত্যক্ত করেনি সে। দূরে দূরে থেকেছে। তবে কেন যেন রান্নায় মন দিতে পারেনি আজ মেয়েটি। কারণে অকারণে বারবার উঠে এসেছে ফোর ডেকে। লক্ষ করেছে রানা, কার্সটি হুইল হাউসে এসে বসলেই এই কাণ্ড ঘটায় মেয়েটি। গম্ভীর

মুখে ওদের দু'জনকে 'কাজের' ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ করে। কার্সটির সাথে রানা হাসিমুখে কথা বলছে দেখলে সুন্দর চেহারা একেবারে আঁধার হয়ে যায় লানির। কাছে এসে ওদের আলাপের বিষয়বস্তু শোনার চেষ্টা করে না ঠিকই, তবে মনে মনে যে গুমরে মরে, তা বেশ বোঝা যায়।

লানির কষ্টটা কোথায়, বুঝতে অসুবিধে হলো না মাসুদ রানার। সম্পর্ক যাই হোক, এতদিনে রানার ওপর একটা অধিকার জন্মেছে লানির। সে জানে রানা ওকে ভালবাসে। গোলমালটা সেখানেই। ওটা ভাগাভাগি করতে রাজি নয় মেয়েটি, বিশেষ করে আর কোন মেয়ের সাথে। রানা ক্যাডির সাথে গল্প করলে, হাসাহাসি করলে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না লানি, ঘামায় কেবল কার্সটির বেলায়।

মনে মনে হেসেছে মাসুদ রানা। এই মেয়েই কাল ওর সাথে জোর করে নর্থহোম হোটেলে গিয়েছিল কার্সটিকে রাজি করাতে। লেসিলিসকে পাকড়াও করা, গ্যারেটের খোঁজ বের করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কতদিন লাগে ঠিক নেই। ততদিন এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না, পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে উঠতে পারে। কাজেই ব্যাপারটা এখনই সামাল দেয়ার চেষ্টা করা উচিত, ভাবল মাসুদ রানা। কিন্তু কি করে?

ঠিক সাত ঘণ্টার মাথায় বিনকিউলারে বার্ড আইল্যান্ড ধরা পড়ল। ক্যাডির হাতে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। স্টারবোর্ড সোজা, বহু দূরে একটু একটু করে আকার লাভ করছে দ্বীপটা। প্রথমে গাঢ় কালচে একটা রেখা এবং তাকে ঘিরে ফেণিল সাগরের মাতামাতি চোখে পড়ল ওর।

রেখাটা সবুজ হতে আরম্ভ করল এক সময়। সাদা সৈকত, ঝাঁক ঝাঁক উড়ন্ত পাখি নজরে এল। তারপর দেখা দিল ঝকঝকে সৈকত। আরও দেড় ঘণ্টা পর বার্ড আইল্যান্ডের কাছে পৌঁছল ওরা, ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে রানা। হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ পাখি আছে এ

দ্বীপে। যখন ঝাঁক বেঁধে শূন্যে ওঠে ওরা, আকাশ ঢাকা পড়ে যায়। ওদের সম্মিলিত চিৎকারে মাথা ধরে যাওয়ার অবস্থা হলো সবার।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লানিকে হাত ইশারায় কাছে ডাকল মাসুদ রানা। বিনকিউলারটা ধরিয়ে দিল ওর হাতে। 'দেখো।'

কাজ হলো। হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। কার্সটি পাশে থাকতেও রানা ওকেই জিনিসটা দিল দেখে মহাখুশি। ওটা চোখে লাগিয়ে সামনের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য গিলতে লাগল সে। রানা ফিরে এল হুইল হাউসে। চার্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল ক্যাডিকে। মাথা ঝাঁকাল সে। 'রাইট, স্কিপার।'

হুইল রানাকে দিয়ে বেরিয়ে গেল যুবক। মুখের ফোলা ভাবটা কিছুটা কমে গেছে তার, তবে দাগগুলো এখনও পরিষ্কার। থাকবেও আরও কয়েকদিন। পনেরো মিনিট পর দ্বীপের অপ্রশস্ত হারবারে মৎস্যকন্যাকে ঢোকাল মাসুদ রানা। দু'পাশের কোরাল রীফের মাঝ দিয়ে সামনে এগোল। বোর ওপর উপুড় হয়ে প্রায় শুয়ে আছে ক্যাডি, স্বচ্ছ পানির নিচে রীফের বাধা আছে কি না লক্ষ করছে তীক্ষ্ণ চোখে। একহাত শূন্যে তুলে রেখেছে, প্রয়োজন দেখলে ডানে বা বাঁয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে রানাকে।

'সামনে কোন জাহাজ তো নেই, রানা,' বলল লানি। 'বোধহয় দ্বীপের ওপাশে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

মাথা দোলাল ও। 'এখানকার এই একটা দিকই মুক্ত, আর তিনদিক কঠিন কোরাল রীফ ঘেরা।'

'তাহলে গেল কোথায় জালুদ? দেখছি না যে!'

'নিশ্চই আর কোন দ্বীপে গেছে। চলো, দেখি। খোঁজ নিয়ে জানতে হবে।'

প্রচুর নারকেল গাছ দ্বীপে, প্রায় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মধ্যে

দিয়ে একটা সাদা রঙ করা বিল্ডিঙের ওপর চোখ পড়ল। দুই লোককে ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর পায়ে এদিকেই আসতে দেখা গেল। এনজিন অফ করে দিল রানা, পালের সাহায্যে আরও খানিকটা এগিয়ে নোঙর ফেলার নির্দেশ দিল ক্যাডিকে। ততক্ষণে খুদে এক মোটর বোট নিয়ে মৎস্যকন্যার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে লোক দুটো।

'স্যাভি আর স্টিভেনস,' রানার উদ্দেশে বলল কার্সটি। 'এদের কথাই তোমাকে বলেছিলাম।'

'বুঝেছি।'

গতকাল এক ইন্টার আইল্যান্ড স্কুনারের মাধ্যমে এদের খবর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। আউটবোর্ড এনজিনচালিত বোটটা মৎস্যকন্যার পিছন দিয়ে এক চক্কর ঘুরে সামনে পৌঁছে থামল। 'ফলো করুন আমাদের,' হেঁকে উঠল পিছনে বসা লোকটা, স্যাভি। স্টার্টার বাটন টিপল রানা, সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নিল এনজিন। ষাট মাইল পিছনে ফেলে আসা বৃদ্ধ জ্যাকের উদ্দেশে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল ও।

পাঁচ মিনিট পর তীর থেকে সামান্য দূরের এক মুরিঙের সাথে মৎস্যকন্যাকে বাঁধল ক্যাডি। উঠে এল স্থানীয় দু'জন। রানার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল কার্সটি, তারপর কাজের কথা পাড়ল। জানা গেল জালুদ গতকাল এসেছিল, এবং আজ দুপুরের পর পোইভ্রিরির উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। দুইশো মাইল দূরের এক দ্বীপ ওটা। হতাশ হয়ে পড়েছিল কার্সটি, কিন্তু পরক্ষণে যখন স্টিভেনস জানাল ওখানে কয়েকদিন থাকবে ওটা, স্বস্তি পেল।

চারটাও বাজেনি দেখে রানা তখনই আবার রওনা হতে চাইল, কিন্তু বাধা দিল লোকটা। কারণ সামনে একটা বিপজ্জনক জায়গা আছে, এখন যাত্রা করলে মাঝরাত নাগাদ সে এলাকায় পৌঁছবে ওরা। অন্ধকারে বিপদ ঘটে যেতে পারে। তারচেয়ে ভাল হবে কাল দুপুরে যাত্রা করা।

তাছাড়া আজ রাতে এখানে ওদের সবার থাকা-খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে, কাজেই যাওয়া চলবে না।

সবচেয়ে বড় কথা রাতটা টানা বিশ্রাম জুটবে ওদের, তাছাড়া একদিন দেরি করে রওয়ানা হলে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

'তাহলে থেকেই যাই আজ, কি বলেন, স্কিপার?' রানার দিকে ফিরল ক্যাডি। 'দেখা যাক চেষ্টা করে একটা সেইলফিশ ধরতে পারি কি না।'

স্টিভেনসের দিকে ফিরল রানা। 'জালুদ পোইভরিতে কয়েকদিন থাকবে শিওর জানেন?'

'হ্যাঁ। যারা ওটাকে চার্টার করেছে, তাদের লীডারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি আমি।'

'কিন্তু আজই কেন চলে গেল ওরা, এখানেও তো কয়েকদিন থাকার মত প্রচুর রসদ ছিল,' ইশারায় পাখি দেখাল ও।

'তা ঠিক। কিন্তু পোইভরি বা আর সব বড় দ্বীপে পাখির সংখ্যা এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি । তাই চলে গেল।'

'ওকে, ক্যাডি,' বলল রানা। 'লেগে পড়ো তাহলে। আজ থাকছি।'

শক্ত হয়ে গেল কানাডিয়ান। বোটের পঞ্চাশ গজ পিছনে ভেসে উঠেছে গাঢ় রঙের জিনিসটা। সেইলফিশের পিঠের পাখনা ওটা। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে, ক্যাডির বেইটের লোভ আর সামাল দিতে পারল না। 'ওই যে, আসছে!' উত্তেজিত হয়ে উঠল ক্যাডি।

'জিযাস!' ওর কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে উঠল স্যাভি। 'কম করেও দশ ফুট লম্বা হবে শালা।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল ক্যাডি। বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ড ধড়াস্ ধড়াস্ বাড়ি খাচ্ছে। মুখ শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে।

খোলা সাগরে স্যাভির খুদে বোটের স্টার্নে ফিট করা এক ফাইটিং চেয়ারে বসে আছে ক্যাডি। এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে দূর থেকে চক্কর খাচ্ছে দৈত্যাকার মাছটা, কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেনি। এইবার আসছে। বেইটের মায়া ত্যাগ করতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

'যদি গেলে,' বলল স্যাভি। 'সাথে সাথে টান মেরে বোসো না যেন। ছোটার সুযোগ দিয়ো। সময় হলে বলব আমি।'

'ওকে, ওকে!' অস্থির কণ্ঠে বলল কানাডিয়ান।

ফাৎনার চারদিকে ঘুরল ওটা কিছুসময়, তারপর আরও খানিকটা এগিয়ে ডুব দিল। পরমুহূর্তে ক্যাডির দুই উরুর মাঝের ড্রাম হুইল একটা পাক্ খেলো। থেমে গেল। আবার পাক্ খেলো, এবার দুটো। থেমে গেল। রীলের ব্রেক বাটনের দিকে আঙুল বাড়াচ্ছিল ক্যাডি, তাই দেখে ধমকে উঠল স্যাভি। 'দাঁড়াও! এখনই না!'

আবার ঘুরতে শুরু করল রীল। এবার আর থামাথামির নাম নেই, ঘুরছে তো ঘুরছেই। দেখতে দেখতে গজ পঞ্চাশেক লাইন টেনে নিয়ে গেল দৈত্যাকার সেইলফিশ। বিদ্যুৎগতিতে খোলা সাগরের আরও গভীরের দিকে ভাগছে।

'...আট, নয়, দশ! মারো টান!' মুঠো করা ডান হাত শূন্যে ছুঁড়ে স্যাভি।

চট্ করে ব্রেক বাটন টিপে দিল ক্যাডি, পরমুহূর্তে রড ধরে মারল হ্যাঁচকা টান। টান পড়তেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ল সেইলফিশ, পানি ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। একশো গজ দূর থেকেও ওটার আকার দেখে চমকে উঠল ক্যাডি আর স্যাভি। কম করেও বারো ফুট। অবিশ্বাস্য! লাফিয়ে উঠেই একপেয়ে তাল গাছের মত লেজে ভর করে সর সর করে কয়েক গজ এগোল ওটা দু'পাশে পানির প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে। তারপর সটান আছড়ে পড়ল কয়েকশো গ্যালন পানি ফোয়ারার

মত শূন্যে ছিটিয়ে।

'জি-যা-স!' আবার বলে উঠল স্যাভি।

ঘণ্টাখানেক বিপুল বিক্রমে লড়াই চালিয়ে গেল ওটা, তারপর ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়তে শুরু করল, সুযোগ বুঝে ক্যাডিও লাইন গোটাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। রড ধরা বাঁ হাতের পেশী কাঁপছে থর থর করে। শেষ মুহূর্তে আরও দু'বার পালাবার চেষ্টা করল মাছটা, একটুও বাধা দিল না ক্যাডি। অবশেষে চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নিয়ে নিজেকে নিয়তির হাতে সঁপে দিল সেইলফিশ। সুতোর টানে একটু একটু করে এগিয়ে এল বোটের দিকে।

গ্লাভস্ পরে এগোল স্যাভি। বড় মাছ ওপরে তোলার সুবিধের জন্যে বোটের পিছনে দেয়ালের খানিকটা অংশ খোলা যায়। আংটা খুলে আস্তে করে সেটা বাইরের দিকে ছেড়ে দিল সে, ঢালু র‍্যাম্পের মত 'থপাস্!' করে পানিতে পড়ল ওটা। 'আরও টানো,' ক্যাডিকে বলল স্যাভি।

বাকি লাইনটুকু ড্রামে পেঁচিয়ে ফেলল ও। মাত্র কয়েক ফুট দূরে পিঠ জাগাল দানব, অভিব্যক্তিহীন চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এক হাতে বোট ধরে অন্য হাত বাড়াল স্যাভি, যথাসম্ভব ঝুঁকে পড়ল পানির দিকে। 'আরেকটু।'

তাই করল ক্যাডি, সঙ্গে সঙ্গে চট্ করে ওয়্যার ট্রেস্ মুঠোয় ধরে ফেলল স্যাভি দুই প্যাঁচ দিয়ে। স্বস্তির দম ছাড়ল। 'ধরেছি।'

রড ছেড়ে উঠে পড়ল ক্যাডি, সামনে ঝুঁকে দেখছে স্যাভির কাজ। কালসিটে পড়া মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তার, নীরবে হাসছে সে দাঁত বের করে। গায়ের জোরে মাছটাকে টানল স্যাভি, প্রকাণ্ড মাথাটা শুধু উঠল র‍্যাম্পে, আর সবই বাইরে। 'ওহ, গড!' দম হারিয়ে অস্ফুটে বলে উঠল সে। 'কি এটা! জলদি, ক্যাডি। হাত লাগাও!'

লাফ দিয়ে তার পাশে চলে এল সে, হুড়োহুড়িতে সব ভুলে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, চেঁচিয়ে বাধা দিল স্যাভি। 'খবরদার! খালি হাতে না! হাতে কাপড়-চোপড় কিছু জড়িয়ে নাও।'

হুঁশ হলো ওর। স্যান্ড পেপারের মত খসখসে, ধারাল হয় সেইলফিশের গা। ভুলে খালি হাতে ধরে বসলে আর রক্ষে ছিল না। গায়ের টি-শার্ট খুলে ঘাড়ের একটু নিচে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল সে ওটাকে, তারপর তিন পর্যন্ত গুণে একযোগে টান দিল দু'জনে মিলে। মুহূর্তের জন্যে ফাঁকের দুই কিনারায় আটকে গেল মাছটা। উঠছে না। ফাঁকের চাইতে চওড়ায় মনে হলো বেশি।

প্রথম দফার মত হাল প্রায় ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল ওরা, তখনই সড়সড় করে উঠে এল মাছটা। ভারসাম্য হারিয়ে চিতপাৎ হয়ে পড়ে গেল দু'জনেই, ওদের মাঝখানে প্রচণ্ড আক্ষেপে লেজ পিটিয়ে চলল দানব। প্রতিটা আঘাতের সাথে দুলে উঠছে বোট। আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেল ক্যাডির। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উপুড় হলো সে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত সরে গেল ওটার লেজের নাগালের বাইরে।

স্যাভি উঠল না, জায়গায় পড়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করছে। মনে হলো গোঙাচ্ছে। লোকটা জখম হয়েছে ভেবে আঁতকে উঠে পা বাড়াতে যাচ্ছিল ক্যাডি, পরমুহূর্তে থেমে পড়ল ভুল বুঝতে পেরে। গোঙাচ্ছে না স্যাভি, হাসছে। কানাডিয়ানও যোগ দিল সে হাসিতে।

একটু পর লাফালাফি কমে আসতে ওটার মাপ নেয়া হলো—এগারো ফুট নয় ইঞ্চি। ওজন অনুমান আশি পাউন্ড। সূর্যের অন্তিম আলোয় গাঢ় রঙের দীর্ঘ দেহটার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ক্যাডি। প্রায় স্থির হয়ে এসেছে ওটা।

'এবার খেয়াল করো,' বলল স্যাভি জরুরী গলায়।

'কি?'

'দেখোই না।'

বলতে না বলতে মাছটার গা থেকে চকচকে দ্যুতি বের হতে শুরু করল। দেহের অভ্যন্তরের সর্বত্র এক বিশেষ আলো জ্বলে উঠল যেন, লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলজ্বল করতে লাগল সেইলফিশ। দ্যুতিটা নীল, খুব ঘন ঘন বদল হচ্ছে সে রঙ। নীলেরই যে কত সহস্র রূপ আর ঔজ্জ্বল্য হতে পারে, ঝাড়া এক মিনিট ধরে হতবাক্ হয়ে তাই দেখল ক্যাডি চেহারায় রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে। পুরোদস্তুর হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

ঝাড়া ষাট সেকেন্ড পর থেমে এল রঙের খেলা। ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে চাপা নীলচে কালো রঙ পেল ওটা। মুখ তুলে স্যান্ডিকে দেখল ক্যাডি হাবার চোখে। 'এটা কি হলো?'

'মৃত্যুর সময় এরকমই রঙ ছড়ায় এরা। আমাদের বুড়োরা বলে, ওদের আত্মা দেহ থেকে বের হয়ে স্বর্গে যাওয়ার সময় এটা ঘটে। মাছেদের মধ্যে কেবল সেইলফিশই নাকি একা স্বর্গে যায়। তাদের মতে স্বর্গের রঙও এমনি হাজারো নীল।'

'আশ্চর্য!' আপনমনে বলল কানাডিয়ান। 'এমন অদ্ভুত কাণ্ডের কথা জীবনেও শুনিনি।'

'আর তুমি কি না এসেছ সেইলফিশ শিকার করতে?' হেসে উঠল লোকটা।

'আশ্চর্য!' আবার বলল সে। বেকুবের মত মাথা চুলকাল।

দূর থেকে সবাই দেখল দুই মাস্তুলের বোটটাকে। কালো রঙের হাল ওটার। জালুদ! পোইভরির হারবারে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্কুনারের পাশে। এখনও সিকি মাইল দূরে রয়েছে ওটা।

বিনকিউলার তুলল মাসুদ রানা। পিছনের ডেকে একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে লেসিলিস আর কার্লো। লাঞ্চ খাওয়ায় ব্যস্ত। দশ

মিনিট পর জালুদের পোর্ট সাইডে, বেশ কাছে নোঙর ফেলল মৎস্যকন্যা। বোটের আওয়াজ শুনে আগে কয়েকবারই তাকিয়েছে ওরা দুজন। নিজেদের খুব কাছে মৎস্যকন্যাকে নোঙর ফেলতে দেখে অবাক হলো লেসিলিস, উঠে এল খাওয়া ছেড়ে।

'অ্যাই, বেশি কাছে এসে পড়েছ তোমরা।'

মাঝের বিশ গজমত ফাঁকা জায়গাটা দেখল মাসুদ রানা, উত্তর দেয়ার গরজ বোধ করল না। নোঙর ফেলে দিল নিজেই। ওর নির্দেশে এতক্ষণ নিচের কেবিনে ছিল কার্সটি ও ক্যাডি, নোঙর ফেলার আওয়াজ শুনে প্রথমে কার্সটি বের হয়ে এল। এনজিন অফ করে লানিও এসে দাঁড়াল খোলা জায়গায়।

'ওয়াও!' বলে উঠল কার্লো। শিস্ বাজাল।

লেসিলিসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। কার্সটিকে চিনতে পেরে তার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে চায়। রেলিঙে ভর দিয়ে বিরক্ত মুখে জালুদ আর মৎস্যকন্যার মাঝের ব্যবধান দেখল লেসিলিস, তারপর আরও কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। কার্সটির ওপর চোখ পড়েছে তার। মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত চেহারা হলো লোকটার, চট্ করে নজর নামিয়ে পানি দেখল সে। আবার তাকাল। রানা যদি ছবির পরিচালক হত, লেসিলিস অভিনেতা, এই মারাত্মক ডবল-টেকের জন্যে এখনই ঘাড় ধরে সেট থেকে বের করে দিত ও ব্যাটাকে।

'লেসিলিস!' ডেকে উঠল কার্সটি। 'আমার ছেলে কোথায়?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল লোকটার। এক মুহূর্ত লাগল তার নিজেকে সামলাতে। জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলল, তখনই ক্যাডি বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। ফের বেসামাল হয়ে পড়ল লোকটা।

'কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাকে, লেসিলিস?'

লম্বা করে দম নিল জালুদের ক্যাপ্টেন, দ্রুত কার্লোর দিকে তাকাল। 'তোমাকে আগেই বলেছি আমি সে নেই। মরে গেছে। তারপরও কেন এতদূর ছুটে এসেছ?'

'এই একই প্রশ্নের উত্তর শুনব বলে। লেসিলিস, যতক্ষণ না সত্যি কথাটা স্বীকার করছ, তোমার পিছু নিয়ে জাহান্নাম পর্যন্তও যা ; আমি প্রয়োজন পড়লে।'

সে আর তার সঙ্গী অবাক চোখে দেখতে থাকল কার্সটিকে। মুখে বাঁকা হাসি। চমক কেটে গেছে, নিজেকে ফিরে পেয়েছে লেসিলিস। 'তুমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছ, লেডি!' হিসিয়ে উঠল আধা ফ্রেঞ্চ আধা তুর্কী। 'তোমার ছেলে বেঁচে নেই। ও মরেছে। তুমিও সাগরে ডুবে মরোগে।'

আর কিছু বলল না কার্সটি, একভাবে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। এক মিনিট কোনরকমে সে কঠিন দৃষ্টি সহ্য করল লেসিলিস, তারপর চোখ ঘুরিয়ে নিল। ক্যাডির দিকে তাকাল। কি যেন বলে কার্লোর পেটে খোঁচা মারল সে। 'কি হে, পুরুষ মানুষ!' হেসে উঠল দাঁত বের করে। 'আরও কিছু মেডিসিন প্রয়োজন হয়েছে নাকি?' মাসুদ রানাকে পাত্তা দিচ্ছে না ব্যাটা, তাকাচ্ছেই না ওর দিকে।

'না। তোমার কি কি মেডিসিন প্রয়োজন হবে, তার তালিকা করছি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল কানাডিয়ান।

হা-হা করে হেসে উঠল লেসিলিস। কার্লোর দিকে ফিরে 'দেখো বলে কি ছোঁড়া' ধরনের এক চাউনি দিল। 'তা করো। কিন্তু মনে রেখো এখানে কোন হসপিটাল নেই।'

সৈকত পেরিয়ে এক লোককে এগিয়ে আসতে দেখল মাসুদ রানা। শর্টস আর সিঙলেট পরে আছে সে। তীরে বাঁধা এক ডিঙি নিয়ে মৎস্যকন্যায় এসে উঠল লোকটা। 'হ্যালো, আমি হেনরি দবিন। এই দ্বীপের ম্যানেজার। পোইভরিতে স্বাগতম।'

'আমি মাসুদ রানা। বোটের ক্যাপ্টেন।'

'ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন?'

'কি করে জানলেন আপনি?'

অপেক্ষমাণ স্কূনারটা দেখাল সে। 'এটার ক্যাপ্টেনের মুখে শুনেছি। আজই দুপুরে মাহে থেকে এসেছে এটা। এগুলোই আসলে আমাদের খবর আদান-প্রদানের মূল মাধ্যম, বুঝলেন? আপনার সঙ্গ ীরা কারা? মিসেস হেউড আর ক্যাডি?' হাসিমুখে ওদের দু'জনকে দেখল ম্যানেজার। তারপর তাকাল লানির দিকে। 'আপনি মি স লানি সাটো, ঠিক বলিনি?'

লোকটার আন্তরিকতায় কোন খাদ নেই দে খে হালকা হলো পরিবেশ। 'জালুদ এখানে কতদিন থাকবে জানে ন?' জানতে চাইল কার্সটি।

'আজকের দিনটাই। কাল দেসনফ যাবে লে সিলিস। সেখান থেকে ফারকুহার এবং আলদাবরা।' একটু বিরতি দি ল সে। 'আপনার ছেলের কাহিনীও শুনেছি আমি, মিসেস হেউড। সরি।'

'ধন্যবাদ।'

'ড্রিঙ্কস, অফিসার?' বলল রানা।

'স্কচ, প্লীজ।' পাঁচ মিনিট পর সন্তুষ্ট মনে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিল সে। 'আপনারা ভাল দিনেই এসেছেন, মিস্টার রানা। আমি প্রথম সন্তানের বাপ হয়েছি। সেই সুবাদে আজই গ্রামে এক পার্টির আয়োজন করা হয়েছে, ওপেন পার্টি। সবাই আসবে। আপনারা এলে আমি খুব খুশি হব।'

'লেসিলিসও যাচ্ছে নিশ্চই?

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল হেনরি দবিন। 'না। ওর জন্যে পোইভরির মাটি নিষিদ্ধ। গতবছর আমা র সহকারীকে অকারণে মারধর করার জন্যে

রক্তচোষা

এ দ্বীপে ওকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি আমি। তবে ওর পাখি বিজ্ঞানী যাত্রীদের নিমন্ত্রণ করেছি, ওঁরা যাবেন। কার্লোও হয়তো যাবে। আসুন না আপনারাও!'

'ধন্যবাদ, অফিসার। চেষ্টা করব।'

লেসিলিস যাচ্ছে না জানামাত্র নিজেও বোট ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাসুদ রানা। ওর আশঙ্কা, সবাই চলে গেলে লেসিলিস কোন স্যাবোটাজ ঘটিয়ে বসতে পারে বোটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্সটির অনুরোধে যেতে হলো। কোন ফর্মাল পার্টিতে যাওয়ার মত মনের অবস্থা তার নেই, কাজেই সে থেকে গেল পাহারায়।

সে-ও একটা কারণ বটে, তবে আসলটা ভিন্ন। মাহে থেকে রওয়ানা হওয়ার আগের দিন শেষ বিকেলে জ্যাক নেলসন ওকে খুব গোপন একটা পরামর্শ দিয়েছে। ঠিক কোন্ মুহূর্তে মন থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করলে ফল পাওয়া যায় বলে সেইশেলোইসরা বিশ্বাস করে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফলও পায়, সে তথ্য জানিয়ে দিয়েছে সে কার্সটিকে। সেই সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় একা বোটে থাকতে চায় সে। যদি সুযোগ আসে, গ্যারেটকে ফিরে পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করবে। যদি জ্যাকের কথা সত্যি হয়, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থেকে থাকে কোথাও, হয়তো তার কানে পৌঁছবে কার্সটির আবেদন, ছেলেকে ফিরে পাবে সে।

অবশ্য ব্যাপারটা খুব কমই ঘটে, বলে দিয়েছে বৃদ্ধ এনজিনিয়ার, প্রকৃতি একদম স্বাভাবিক থাকলে, সূর্য ডুবে যাওয়ার ঠিক পরমুহূর্তে পশ্চিম আকাশে ফিতের মত সরু, অত্যুজ্জ্বল সবুজ, আধখানা চাঁদের মত একটা বিশাল ব্যান্ড ভেসে ওঠে, কখনও কখনও। ঠিক সেই সময় করতে হয় প্রার্থনা।

মাহেতেই প্রথম সুযোগটা নিতে চেয়েছে কার্সটি, দেখা দেয়নি সেদিন ব্যান্ড। কাল বার্ড আইল্যান্ডেও প্রতীক্ষা করেছে, সুযোগ আসেনি। আজ তৃতীয় দিন। সূর্য ডুবতে বাকি নেই বিশেষ। আজও প্রতীক্ষায় থাকতে চায় কার্সটি, সে জন্যেই গেল না আসলে। ওরা তিনজন গাছপালার আড়ালে চলে যেতে একটা ফোল্ডিঙ ক্যানভাস চেয়ার নিয়ে এসে আফটার ডেকে বসল কার্সটি। সূর্যাস্তের দেরি নেই আর। একটা কণ্ঠ শুনে জালুদের দিকে তাকাল সে। 'কি দরকার যাওয়ার?' মুখোমুখি দাঁড়ানো কার্লোকে বলল লেসিলিস।

'বীয়ারের স্টক ফুরিয়ে গেছে, তাই যাচ্ছি। ব্যাটাদের "ক্যালো" খেতে ভাল লাগে আমার, ওর কিছু নিয়ে আসব। আর চাইনিজ ছুকরিটার সাথে মৌজ করব,' ইঙ্গিতে মৎস্যকন্যা দেখাল কার্লো। 'এত কম বয়সী ছুঁড়ি সব সময় জোটে না।'

লাফ দিয়ে বোটে নামল সে, দড়ি খুলে রওয়ানা হয়ে গেল তীরের দিকে। 'চিন্তা কোরো না,' চেঁচিয়ে বলল। 'তোমার জন্যেও কয়েক বোতল নিয়ে আসব।'

রেলিঙে ভর দিয়ে কিছু সময় বন্ধুকে দেখল লেসিলিস, তারপর সোজা হলো। কার্সটির সাথে চোখাচোখি হতে বাঁকা হাসি ফুটল লোকটার মুখে। ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। কার্লো পার্টিতে কোন ঝামেলা বাধিয়ে বসে কি না ভেবে চিন্তায় পড়ে গেল কার্সটি।

একটু পর ডুব দিল সূর্য এবং তার বিস্ময়াভিভূত চোখের সামনে মুহূর্তের জন্যে ভেসে উঠল গাঢ় সবুজ ব্যান্ডটা, পশ্চিম আকাশ জুড়ে বিশাল এক রঙধনু দেখা দিল যেন। একরঙা। এত দ্রুত উঠল আর বিলীন হয়ে গেল যে কার্সটি ভেবে পেল না সত্যিই জিনিসটা ও দেখেছে কি না। হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল, খুব দ্রুত চোখ বুজে বুকের কাছে দু'হাত জোড় করল সে, ঠোঁট নড়তে লাগল অল্প অল্প।

ওদিকে, ছোট হলেও ভালই জমে উঠল দবিনের পার্টি। জনা ত্রিশেক পুরুষ আর দু'জন মাত্র মেয়ে। দবিনের খাটো, মোটা স্ত্রী আর লানি। ডিনার শেষ হতে ওদের খাটনি তাই বেশিই পড়ে গেল। সবার সাথে পাল্লা করে নাচতে হলো দু'জনকে। এর মধ্যে লেসিলিসের পাখি বিজ্ঞানীদের সাথে আড্ডা জমে উঠেছে মাসুদ রানার। দলে তিনজন তারা, সবাই ব্রিটিশ। মাঝ বয়সী। এবং পাখি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই যথেষ্ট জ্ঞান।

দবিনের ঘরে তৈরি 'ক্যালো' খেয়ে বেহাল অবস্থা হলো তিনজনেরই। নাচের সময় তাদের ঘন ঘন আছাড় খাওয়া দেখে পুরো আসর হেসে অস্থির। ক্যাডিরও প্রায় এক অবস্থা। ছেলেদের মধ্যে একমাত্র রানাই খাড়া থাকল শেষ পর্যন্ত। ভদ্রতা রক্ষার জন্যে সামান্য একটু গিলেছিল ও, তারপর আর ছুঁয়েও দেখেনি।

নাচ শেষ হতে ওর পাশে এসে বসল লানি। ঘেমে সারা। হাসছে, দম নিচ্ছে ঘন ঘন। তখনই উপস্থিত হলো কার্লো। লোকটাকে দেখে ঠেলেঠুলে নিজেকে দাঁড় করাল দবিন, এক গ্লাস মদ ঢেলে দিল।

'ধন্যবাদ।' লম্বা এক ঢোকে অর্ধেকটা পেটে চালান করে দিল সে। মুখ মুছে চকচকে দৃষ্টিতে লানির দিকে ফিরল। 'ডান্স?'

মাথা দুলিয়ে অসম্মতি জানাল মেয়েটি।

'না কেন, ফাকিনীজ?'

'হেই, ইউ!' উঠে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল ক্যাডি। ওদিকে নোংরা মন্তব্যটা শুনে মুখ লাল হয়ে উঠেছে লানির। অসহায় চোখে ক্যাডিকে দেখল সে একপলক, তারপর নির্বিকার রানাকে। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাব করছে রানা। অন্যরাও সবাই চুপ হয়ে গেছে।

'কই, এসো!' আবার আহ্বান করল কার্লো।

'আমি নাচব না।'

চীনা ভাষায় আরও নোংরা একটা গাল দিল পর্তুগীজ। যার অর্থ বেশ্যা। চোখে পানি এসে গেল লানির। এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। এখনও নির্বিকার। মাথায় হাত রাখল মেয়েটির, 'চোখ মোছ।'

কয়েক পা এগিয়ে কার্লোর মুখোমুখি দাঁড়াল রানা। তাকিয়ে আছে লোকটার চোখের দিকে। 'কথাটা আরেকবার বলো,' ভরাট, গম্ভীর গলায় বলল ও।

তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল কার্লোর মুখে। 'তুমি আবার কোত্থেকে হাজির হলে হে! তোমার এত লাগছে কেন?' কৌতূহলের দৃষ্টিতে ওর আপাদমস্তক চোখ বোলাল সে।

ধীর, শান্ত গলায় বলল রানা, 'আরেকবার বলো, তারপর বোঝাচ্ছি কেন লাগছে আমার।'

গ্লাস রেখে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল কার্লো। ইঙ্গিতে ক্যাডিকে দেখাল, 'ওকে কিন্তু জানিয়ে দেয়া হয়েছে এখানে কোন হসপিটাল নেই। কথাটা বোধহয় তোমার কানে যায়নি?'

'রানা, চলে এসো!' ডেকে উঠল লানি। ভয় পেয়ে গেছে।

আমল দিল না ও। 'গেছে। তবু কথাটা আরেকবার শোনার সাধ হয়েছে।'

পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দ্রুত এগিয়ে এল দবিন। আরও ডজনখানেক দ্বীপবাসীও এগোল সাথে। 'আমার অতিথিদের সাথে বাজে ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই তোমার, কার্লো,' বলল দবিন। 'তুমি চলে যাও এখান থেকে।'

পাত্তা দিল না পর্তুগীজ। রানার চোখে চোখ রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে নোংরা শব্দটা আবার উচ্চারণ করল সে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর ডান হাতে, চড়টা এত দ্রুত আর এত জোরে লাগল যে দু'পা পিছিয়ে

যেতে বাধ্য হলো কার্লো। ব্যথায় মুহূর্তে পানি এসে গেছে চোখে। প্রচণ্ড চড়াৎ শব্দে চমকে উঠল সবাই। সময় না দিয়ে দ্রুত এক পা এগোল রানা, সামান্য ঝুঁকে বাঁ হাতে ভয়ঙ্কর এক আপার কাট্ মেরে বসল লোকটার চোয়ালে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল কার্লো।

আবার এগোল মাসুদ রানা। 'লেগেছে এই জন্যে যে তোমার মা যা ছিল, এই মেয়ে তা নয়। খুব ভাল মেয়ে ও, ভদ্র। এবং এই মুহূর্তে ওর ভালমন্দ দেখাশোনার দায়িত্ব আমার, বুঝলে? গেট আপ!'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল কার্লো, প্রচণ্ড রাগে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। দুর্বোধ্য এক হুঙ্কার ছেড়ে ষাঁড়ের মত ছুটে এল সে, গায়ের জোরে ঘুসি ছুঁড়ল রানার নাকমুখ ভর্তা করে দেয়ার জন্যে। কিন্তু সময়মত ঝপ্ করে বসে পড়ল ও, এবং তৃপ্তির সঙ্গে তৃতীয় আঘাতটা করে বসল একদম চোখের সামনে উন্মুক্ত কার্লোর দু'পায়ের ফাঁকের মোক্ষম জায়গায়।

লোকটার বিকট চিৎকারে কেঁপে উঠল পোইভরি, চিত হয়ে আছড়ে পড়ল সে আবার। দু'হাতে জায়গাটা খাবলে ধরে আধা জবাই হওয়া খাসীর মত তড়পাতে লাগল। চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার জোগাড়। আবার এগোল রানা। চেহারা, কণ্ঠ, সম্পূর্ণ শান্ত।

'গেট আপ!'

একদম চুপ হয়ে গেছে পার্টি, শিশুরা পর্যন্ত কথা ভুলে গেছে। দু'মিনিট লাগল কার্লোর আঘাত সামলে নিতে। যখন উঠে দাঁড়াল সে, সোজা হয়েই দাঁড়াল, তেমন আড়ষ্ট ভাব দেখা গেল না। গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল ওরা, রানার ওপর তীক্ষ্ণ নজর পর্তুগীজের। চোখে খুনীর দৃষ্টি। লোকটাকে লোভের ফাঁদে ফেলার জন্যে একটা ফলস্ স্টেপ্ নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এল রানা। ফাঁদে পা দিল কার্লো।

এক পা এগিয়ে যেখানে রানার মুখটা থাকার কথা ছিল, সেই জায়গা

সই করে ঘুসি চালাল। এবং বেকুব হয়ে গেল। শূন্যে একটা পাক্ খেলো তার হাত, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। তখনই তার নাকমুখ সই করে দড়াম করে মারল রানা। উড়ে গেল যেন কার্লো, কয়েক পা পিছিয়ে পিঠ দিয়ে পড়ল আঙিনায় পাতা এক টেবিলের ওপর, তারপর ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে ওপাশে আছড়ে পড়ল। মৃদু একটা 'মুট' শব্দের সাথে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পর্তুগীজ, বাঁ হাত চেপে ধরে পড়ে থাকল সেজদার ভঙ্গিতে।

'গেট আপ!'

'আমার···আমার হাত ভেঙে গেছে!' ককিয়ে উঠল সে।

চাপা গলায় বলে উঠল এক বিজ্ঞানী, 'কি সাঙ্ঘাতিক!'

'ও-ই সেধে এনেছে বিপদ,' আরেকজন বলল। 'ওরই দোষ। এখন বোঝো ঠ্যালা!'

দুই কোমরে হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল। 'হসপিটাল থাকলে এখন তোমারই উপকার হত। কি বলো, কার্লো?'

নেশা কেটে গেছে ক্যাডির অনেক আগেই। স্কিপারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে। লানিও দেখছে ওকে একদৃষ্টে। চোখে আনন্দের, কৃতজ্ঞতার পানি টলমল করছে।

অনেক ওপরে ঝুলে আছে চাঁদ। পোইভরি হারবার ঝলমল করছে তার আলো গায়ে মেখে। পায়চারি থামিয়ে মুখ তুলল কার্সটি হেউড, একদল লোকের ওপর চোখ পড়েছে তার। মনে হলো ভারী কিছু বয়ে আনছে তাদের কয়েকজন। হারবারের তীরে এসে দু'দলে ভাগ হয়ে গেল দলটা, বোঝাটা নিয়ে একদল ডিঙি বেয়ে চলে গেল জালুদের দিকে। দ্বিতীয় ডিঙি এগোল মৎস্যকন্যার দিকে। লানির গলা শুনে আশ্বস্ত হলো কার্সটি।

বোটে উঠে এল ওরা। একই সময় জালুদ থেকে লেসিলিসের বিস্মিত গলা ভেসে এল। 'কার্লো! গড্, কি হয়েছে?'

ক্যাডির উদ্দেশে নীরবে উপর-নিচে মাথা দোলাল কার্সটি। 'স্কিপার মেরে হাত ভেঙে দিয়েছে হারামজাদার,' নিচু কণ্ঠে ব্যাখ্যা করল ক্যাডি।

'কি?'

খুব সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল কানাডিয়ান। শুনে থ' হয়ে গেল কার্সটি। ডিঙি বেঁধে উঠে এল রানা একটু পর, আচরণ একদম স্বাভাবিক। 'কোন অসুবিধে হয়নি তো, মিসেস হেউড?'

'না, এদিকে কিছু হয়নি। শুনলাম আপনাদের পার্টিতে নাকি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সামান্য। লানি, কফি খাওয়াতে পারো?'

'নিশ্চই! এখনই আনছি।'

ফোরডেকে পাতা ক্যানভাস চেয়ারে বসল ওরা। নীরবে তাকিয়ে থাকল জালুদের দিকে। কার্লোর গোঙানি আর লেসিলিসের দুর্বোধ্য কথাবার্তা কানে আসছে, বোঝা যায় না কিছুই।

'এবার বোধহয় লেসিলিস হারামজাদার কানে পানি যাবে,' বলল ক্যাডি।

'কার্লোর এই অবস্থায় ও কি যাত্রা অব্যাহত রাখবে?' জানতে চাইল কার্সটি। 'ওর ভাঙা হাত...'

'তা নিয়ে সমস্যা হবে না,' বলে উঠল কানাডিয়ান। হাসিমুখে রানার দিকে ফিরল। 'স্কিপার মারপিটে যেমন ওস্তাদ, তেমনি ডাক্তারীতেও। ওর ভাঙা হাত নিজেই প্লাস্টার করে দিয়েছে।'

বিস্ময় আরও বাড়ল কার্সটির। 'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। এইবার জমবে খেলা।'

রানা কোন মন্তব্য করল না।

মনে হলো শোনেইনি মন্তব্যটা।

আট

পরদিন সূর্য ওঠার পর বন্দর ত্যাগের তোড়জোড় দেখা গেল জালুদে। খোলা ডেকে একবার বের হলো লেসিলিস। কিন্তু মৎস্যকন্যার দিকে ভুলেও তাকাল না সে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা মানুষের যে কত পরিবর্তন ঘটতে পারে, দেখেও বিশ্বাস হতে চাইল না ওদের।

দৈর্ঘ্যে কয়েক ইঞ্চি খাটো হয়ে গেছে যেন লেসিলিস, সেই থুতনি উঁচানো, বুক ফোলানো উদ্ধত ভাবটা একেবারেই নেই। চেহারাও শুকনো লাগল দেখতে।

'মানুষটা অনেক বদলে গেছে,' আফটার ডেকে বসা ক্যাডি বলে উঠল। নাস্তা শেষ করে ওরা চারজন কফি পান করছে তখন। 'অনেক পরিবর্তন হয়েছে।'

একটু পর হুইল হাউসে ঢুকতে দেখা গেল তাকে, একরাশ নীল ধোঁয়া ছাড়ল জালুদ, রওনা হয়ে গেল খোলা সাগরের দিকে। ছয় নট গতিতে ছুটতে শুরু করল। ধীরেসুস্থে কফি শেষ করে উঠে পড়ল মাসুদ রানা, অলস পায়ে হুইল হাউসের দিকে চলল। দু'মিনিট পর নোঙর তুলল মৎস্যকন্যা, জালুদের পিছু নিল। লেগে থাকল ঠিক ত্রিশ গজ পিছনে।

পোইভরির হারবার বেশ লম্বা, প্রায় তিন মাইল। স্বাভাবিক নিয়মে সমস্ত নৌযানের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলা উচিত, কারণ ওখানেই গভীরতা

বেশি। অথচ তা না করে লেসিলিস যথাসম্ভব ডানদিক ঘেঁষে এগোতে থাকল। সামনের অ্যাডমিরালটি চার্ট থেকে চোখ তুলল রানা, হাসল মনে মনে। বুঝে ফেলেছে লেসিলিসের মতলব। মৎস্যকন্যাকে,সরকারী চার্টে অনুল্লেখ থাকা এক কোরাল রীফের ওপর নিয়ে ফেলতে চাইছে। জিমির দেয়া চার্ট থেকে সে জায়গা ততক্ষণে চেনা হয়ে গেছে রানার। সেখানে পরিষ্কার দেখানো আছে জায়গাটা, লেখা আছে ঃ কোরাল হেডস —আনমার্কড, ফোর।

এ লাইনে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা লেসিলিসের, ভালই জানে কোথায় কি আছে, তাই বেশ নিশ্চিন্তে তর তর করে এগিয়ে চলেছে বিপদের দিকে। যদি ভাগ্য ভাল হয়, কোনমতে মৎস্যকন্যাকে তুলে দেয়া যায় ওটার ওপর, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

কিছুদূর পর্যন্ত একেবারে জালুদের পিছনে লেগে থাকল রানা। যখন বুঝল বিপদ আর মাত্র পঞ্চাশ গজ সামনে, হুইল ঘোরাল। কোনাকুনি হারবারের মাঝখানে নিয়ে এল বোট। লেসিলিস তখনও ব্যাপারটা লক্ষ করেনি, তার মনোযোগ তখন অন্য কাজে। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে জালুদকে ডানে ঘুরিয়ে নিল সে, পরমুহূর্তে বাঁয়ে। ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা পাখি বিজ্ঞানীদের একজন এই আচমকা দিক পরিবর্তন সামাল দিতে না পেরে পড়েই গেল। চেঁচিয়ে লেসিলিসের মুণ্ডুপাত করতে লাগল সে।

জাহাজ নিরাপদ করে পিছনে তাকাল লেসিলিস, মৎস্যকন্যা নেই দেখে মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় দেখাল তাকে। পরমুহূর্ত ওটার দেখা পেল সে পোর্ট কোয়ার্টারে। জালুদের সামান্য পিছনে, হারবারের মাঝখান দিয়ে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। মাসুদ রানার নীরব দাঁত কেলানো দেখে গা জ্বলে গেল লেসিলিসের।

খোলা সাগরে পড়ে পাল খাটাল সে, বন্ধ করে দিল এনজিন। রানাও

তাই করল। প্রকাণ্ড পালে বাতাস বাধিয়ে দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে কোর্স সেট করল লেসিলিস, এগিয়ে চলল দেসনফের দিকে। এরপর একটানা চলা। ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ টান পড়ল বাতাসে, পাল ঝুলে পড়ল। কাজেই আবার চালু করতে হলো এনজিন।

সাগর মোটামুটি শান্ত আজ। আগেরমতই জালুদের ঠিক ত্রিশ গজ তফাতে, পোর্ট বীমে লেগে থাকল রানা। প্রায় সারাটা পথই ফোরডেকে বসে থাকল কার্সটি, যতবার এদিকে তাকাল লেসিলিস, ততবারই চোখাচোখি হলো দু'জনের। ওদিকে আগের দিনের মত লানিকে কারণে-অকারণে ফোরডেকে আসতে দেখা গেল না। সময়মত রানার কফি-সিগারেট অবশ্য ঠিকই জোগান দিয়ে গেল সে।

বাকি সময়ের অনেকটাই কাটাল মাছ ধরে। ক্যাডির অতিরিক্ত ছিপ্ নিয়ে স্টার্নে বসে গেল লানি। প্রথম দু'দিন তেমন পাত্তা দেয়নি সে কানাডিয়ানকে। আজ বেশ ঘনিষ্ঠ মনে হলো ওদের। আগ্রহ নিয়ে মেয়েটিকে বেইট পাতা, ছিপ্ ফেলা শেখাল ক্যাডি। এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওকে অবাক করে দিয়ে দুটো প্রকাণ্ড ডোরাডো ধরে ফেলল লানি। দুটো মিলে প্রায় এগারো পাউন্ড হলো—একদিনের জন্যে যথেষ্ট। ক্যাডির ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত একটিও জুটল না দেখে হেসে অস্থির হলো সে।

দুপুরের একটু আগে দেসনফ পৌঁছল ওরা। বার্ড আইল্যান্ডের মত এ দ্বীপটাও পাখির স্বর্গরাজ্য। কয়েক মাইল দূর থেকে তাদের সম্মিলিত ডাক শোনা যায়। বেশিরভাগই টার্ন পাখি। পোকার মত কিলবিল করে আকাশে।

অ্যাঙ্কোরেজে জালুদের ত্রিশ গজ দূরে মৎস্যকন্যার নোঙর ফেলল রানা আজও। দেখেও দেখল না লেসিলিস। নোঙর ফেলার পর আজও দু'বার একই প্রশ্ন করল কার্সটি, গ্যারেট কোথায় জানতে চাইল। উত্তর

দেয়া দূরে থাক, ঘুরেও তাকাল না লেসিলিস। একটু পর ডিঙি চেপে তীরে রওনা হয়ে গেল তিন বিজ্ঞানী। চুলের রঙ অনুযায়ী লানি তাদের নাম রেখেছে 'লাল', 'বাদামী' ও 'সাদা'।

মেয়েটির সাথে যুক্তি করে তাদের রাতে চাইনিজের নিমন্ত্রণ জানাল মাসুদ রানা। খুশি মনে রাজি হলো তারা, ধন্যবাদ জানিয়ে কাজে চলে গেল। দিন গড়িয়ে গেল কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই। সারাদিনে এক মুহূর্তের জন্যেও কার্লোর দেখা পাওয়া গেল না। সন্ধের পর পরই মৎস্যকন্যায় এসে হাজির তিন বিজ্ঞানী। কয়েক মিনিট পর শুরু হলো ডিনারের পালা।

'পিটে বন্দী শুয়োরের মত লেগেছে আজ ক্যাপ্টেনকে,' কার্সটির প্রশ্নের উত্তরে এক টুকরো স্পাইসড্ ক্র্যাব মুখে পুরে বলল 'লাল'।

'কার্লোর হাত ভাঙার ঘটনায় রেগেও আছে খুব,' বলল 'সাদা'। 'গরম পানি বোঝাই দু'নলওয়ালা কেটলির মত ফুঁসেছে কাল সারারাত। একটুও ঘুমাতে দেখিনি ব্যাটাকে।'

চপস্টিক দিয়ে ডিশ থেকে ফালি করে কাটা এক টুকরো রেড স্ন্যাপার তুলতে গিয়ে মাঝখান থেকে ভেঙে ফেলল লোকটা। লজ্জিত হাসি ফুটল মুখে। অভ্যস্ত হাতে লম্বা সার্ভিং চপস্টিকের সাহায্যে জিনিসটা তার প্লেটে তুলে দিল লানি। তার সাথে ক্র্যাব, গ্রুপার, ডোরাডো আর সব্জিও তুলে দিল।

'ধন্যবাদ, লানি,' প্লেটের দিকে তাকিয়ে জিভে পানি এসে গেল লোকটার। 'কে ভেবেছে সভ্যতা থেকে হাজার মাইল দূরে এতসব মজার খাবার ভাগ্যে জুটবে।'

'সত্যি,' সায় দিল 'বাদামী'। 'চমৎকার রাঁধতে পারো তুমি।'

'ধন্যবাদ।'

পরমুহূর্তে সিরিয়াস বিষয় উঠে এল আলোচনায়। 'আপনাদের

রাতটা অন্তত বিশেষ করে সতর্ক থাকা উচিত, মিস্টার রানা,' বলল সে। 'আমি সাইকোলজিস্ট নই, তবে লেসিলিসের মনে যা অবস্থা, তাতে রাতের আঁধারে লোকটা যে যে-কোন একটা কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে, সেটুকু অন্তত বোঝার ক্ষমতা রাখি। জাহাজে ডাইভিঙ ইকুইপমেন্ট আছে দেখেছি। শুনেছি লোকটা নাকি ওস্তাদ সাঁতারু।'

নীরবে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'রাতে আমরা কেউ না কেউ বোট পাহারায় থাকি।'

'গুড,' বলে কার্সটির দিকে নজর দিল 'বাদামী'। 'তোমার ছেলের খবরে আমরা সবাই মর্মাহত, মিসেস হেউড। সবই শুনেছি আমরা। তোমার দৃঢ় বিশ্বাসের কথাও। ইন ফ্যাক্ট, আমি নিজেও এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন সম্পর্কে আগ্রহী। পাখিদের মধ্যেও এ ধরনের ক্ষমতা দেখেছি আমি।'

'সত্যি?' বলল ক্যাডি।

'হ্যাঁ। আমি দেখেছি পশু আর পাখি আসলে একই কুল বা প্রজাতির। ওরা নিজেদের ভাষায় একে অন্যের সাথে কথাও বলতে পারে। তোমার কি এ ধরনের কোন অভিজ্ঞতা আছে? কখনও মনে হয়েছে গ্যারেটের সাথে তোমার সরাসরি আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বিড় বিড় করে বলল কার্সটি। 'নিউ ইয়র্ক ত্যাগের আগে প্রায় রাতেই একই স্বপ্ন দেখতাম আমি। দেখতাম, ওকে কোন এক গুহায় আটকে রাখা হয়েছে। প্রতিবারই ও আমাকে বলত, "মা, আমাকে বাঁচাও। ওরা আমার সব রক্ত শুষে নিচ্ছে"।'

'একই স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ, হুবহু একই স্বপ্ন।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ!' মাথা দোলাল অন্যমনস্ক 'বাদামী'।

'সেইশেলস রওনা হওয়ার আগে দার-এস-সালামে কয়েকদিন

ছিলাম। সেখানকার অভিজ্ঞতা অন্যরকম।'

'যেমন?' মাসুদ রানা প্রশ্ন করল। হাত গুটিয়ে বসে আছে ও। তাকিয়ে আছে কার্সটির দিকে।

'এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, খুব ভোরের দিকে। আসলে পুরো ঘুমাইনি আমি, ঘুম-ঘুম একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ওর মধ্যেই গ্যারেটের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো চোখ মেলতেই, মনে হলো ও যেন আমার খুব কাছেই রয়েছে, একই রুমে...তারপর...' থেমে উপস্থিত সবার ওপর নজর বোলাল কার্সটি।

'বলে যাও,' উৎসাহ জোগাল 'বাঁদামী'।

'ওয়েল...হঠাৎ নাকে একটা গন্ধ পেলাম, হসপিটাল বা ট্রমা সেন্টারের ভেতরে যেমন ওষুধপত্র, ইথারের গন্ধ পাওয়া যায়, ঠিক সেরকম। ওই গন্ধ, হাসপাতাল ইত্যাদিকে ভীষণ ভয় করি আমি। গ্যারেটও,' গলা খাঁদে নেমে গেল কার্সটির। 'আমার ছেলের রক্ত খুব রেয়ার গ্রুপের। খুবই রেয়ার, দশ লাখেও একজনের হয় কি না সন্দেহ। তখনই আমার সন্দেহ হলো কেউ হয়তো ওর রক্ত...' থেমে গেল কার্সটি।

'ওর রক্তের গ্রুপ কি?' জানতে চাইল রানা।

'ও নেগেটিভ কে. কে.।'

কথা বলল না কেউ। সবাই এই প্রথম শুনল গ্রুপটার নাম।

খাওয়া শেষ হলো। তারপর কফির পালা। আলোচনার ফাঁকে কার্সটিকে বারবার উৎসাহ জোগাল তিন বিজ্ঞানী, লেগে থাকতে বলল লেসিলিসের পিছনে। বলা যায় না, তার ফলে একসময় হয়তো ভেঙে পড়তেও পারে লোকটা। এরপর তাকে সাহায্য করার জন্যে ক্যাডি ও রানাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে উঠল লোকগুলো। রাতে সতর্ক থাকার কথা আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

দ্রুত কাজে লেগে পড়ল মাসুদ রানা। জালুদে ডাইভিঙ ইকুইপমেন্ট আছে জানত না। জানা যখন গেলই, বিশেষ ব্যবস্থা নেবে ও আজ। নিচ থেকে একটা তিন প্রঙের হার্পুন নিয়ে এসে রেলিঙে ঠেস দিয়ে রাখল ও। তারপর ওয়্যারিঙের এক কয়েল তার এবং সকেট-প্লাগ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক পর মৎস্যকন্যার চারদিক ঝলমল করে উঠল আলোয় আলোয়। জালুদের ডেকে বসা লেসিলিস আর কার্লোকেও পরিষ্কার দেখা গেল সে আলোয়। মুখোমুখি ডেক চেয়ারে বসা দু'জন।

কার্লোর বাঁ হাত সাদা প্লাস্টারে মোড়া, চোখমুখ শুকিয়ে অর্ধেক। হঠাৎ এত আলো দেখে চমকে এদিকে তাকাল ওরা। ব্যাপার টের পেয়ে লেসিলিস যে হতাশ হয়েছে, তাও বুঝতে অসুবিধে হলো না। রেলিঙে পেট বাধিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল ক্যাডি। ওদের শোনাবার জন্যে উঁচু গলায় বলল, 'তলা পর্যন্ত একদম ক্লীয়ার দেখা যাচ্ছে, স্কিপার। কোন চিন্তা নেই,' বলতে বলতে হার্পুন তুলে নিল। 'যদি কেউ আসে, কলজে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেব শালার।'

ধীরে ধীরে কার্লোর দিকে ফিরল লেসিলিস, কি যেন বলে উঠল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। ফস্ করে সিগারেট ধরাল।

ফারকুহার পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশো মাইল পথ পাড়ি দেয়ার সময় সাগরের প্রেমে পড়ে গেল কার্সটি হেউড। নিজেকে অনেকটা গুটিয়েও নিয়েছে সে শামুকের মত, অসচেতনভাবে। বোটের অন্য তিনজনকে মনের এক কোণে প্রায় তালাচাবি মেরে রেখে দিয়েছে। ওরাও ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে, তাই সহজে ঘাঁটায় না কার্সটিকে। রানা আর ক্যাডি পালা করে চালায় বোট। লানি আছে তার রান্নাবান্না, মাছ ধরা, রানার খোঁজ-খবর করা আর ক্যাডির সাথে গল্প নিয়ে।

মেয়েটি ক্যাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ছে ভেবে মনে মনে আশ্বস্ত হতে

শুরু করেছিল রানা, কিন্তু ভুলটা দু'দিনেই ভাঙল। আসলে তা নয়। বাজিয়ে দেখেছে ও লানিকে, বুঝতে পেরেছে বিশেষ কোন আগ্রহ নেই তার ছেলেটির ওপর। রানা ব্যস্ত থাকে বলেই ওর সাথে গল্প করে সময় কাটায় লানি, আর কিছু না। তার মতে ক্যাডি 'নোংরা ওয়েস্টার্নার'।

হেসে ফেলেছে রানা ওর মন্তব্য শুনে। 'তাহলে আমি কি?'

গম্ভীর হয়ে গেছে লানি, ভেবেচিন্তে জবাব দিয়েছে, 'তুমি? তুমি মাসুদ রানা। আমার নতুন জন্মদাতা।'

রাতে হাতের কাজ সেরে ওর সাথে ঘণ্টার-পর ঘণ্টা গল্প করে মেয়েটি। হয় হুইল হাউসে, নয় ডেকে। নিজের জীবনের নানান গল্প বলে, রানা সম্পর্কে এটা-ওটা প্রশ্ন করে।

চতুর্থ দিন আর রাতের প্রায় পুরোটাই ডেকে কাটাল কার্সটি। সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকল পোর্ট বো সোজা কয়েকশো গজ সামনের জালুদের দিকে। তার মন বলছে এ যাত্রা নিশ্চয়ই বিফলে যাবে না তার। প্রতিমুহূর্তে মনে হতে লাগল ইঞ্চি ইঞ্চি করে গ্যারেটের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। ভারত মহাসাগরের প্রতিটি ঢেউ তাকে প্রতি মুহূর্তে ছেলের আরও কাছে ঠেলে দিচ্ছে। এবং নিউ ইয়র্ক ত্যাগের পর সেরাতেই প্রথম অস্থির হলো সে ভেতরে ভেতরে। ধৈর্যহারা হলো।

অনেক রাতে কেবিনে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল লানি ও ক্যাডি। কার্সটি নড়ল না জায়গা ছেড়ে। ভোর হয়-হয় এমন সময় উঠল সে, আড়মোড়া ভেঙে হুইল হাউসের দরজায় এসে দাঁড়াল। 'কফি, রানা?'

হাসল ও। 'একদম মনের কথা জানতে চেয়েছ।'

চলে গেল কার্সটি। মিনিট পাঁচেক পর ফিরল দুই মগ কফি নিয়ে। রানার মগ হুইলের পাশে রেখে বসল, নিজের মগ হাতে ধরা। প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়মে প্রতিদিন যেমন হয়, মৃদু ভোরের বাতাস শুরু হলো। পুব আকাশে দেখা যায় কি যায় না, আবছা আলোর আভাসও দেখা দিল।

'আমি খুব দুঃখিত, রানা। গত ক'দিন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম আমি। তোমাদের সাথে...'

'দ্যাট'স অল রাইট, কার্সটি। আমরা প্রত্যেকে অনুভব করি তোমার ব্যাপারটা, তাই কেউ কিছু মনেই করিনি। এখন কি মন ভাল লাগছে কিছুটা?'

'কিছু নয়, রানা। অনেক ভাল লাগছে। শান্তি লাগছে। মনে হয় সাগরের জন্যেই ঘটেছে হয়তো এই পরিবর্তন।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। 'ঠিকই বলেছ। আমার মধ্যেও ঘটে ব্যাপারটা। সাগর এত বড়, এত ব্যাপক যে খুব সঙ্কীর্ণ মানুষের মনও বড় হয়ে যায় পানির এই বিস্তৃতির মধ্যে এলে। আগেও অনেকবার লক্ষ করেছি আমি।'

'জানো, গ্যারেটের ব্যাপারে আমার মনের জোর আরও অনেক বেড়েছে এই ক'দিনের মধ্যে। মন বলছে ওকে আমরা উদ্ধার করতে পারবই। তাছাড়া...'

'কি?'

'পোইভরিতে সেদিন তোমরা যখন পার্টিতে গেলে, তখন আমি গ্যারেটের জন্যে...বর চেয়েছি।'

'বর? কার কাছে?'

ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বলল কার্সটি। জ্যাক নেলসনের পরামর্শের কথাও বলল। 'তুমি দেখেছ সে ব্যান্ড?' বলল রানা।

'একদম পরিষ্কার দেখেছি। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার, চোখে না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'লেসিলিস যাতে মুখ খুলতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব। যদি বেঁচে থাকে, গ্যারেটকে তুমি অবশ্যই ফিরে পাবে, কার্সটি।'

'সেই আশায়ই তো আজও বেঁচে আছি,' অস্ফুটে বলল সে।

ঘড়ি দেখল রানা। 'নিচে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও, আর ক্যাডিকে পাঠিয়ে দাও। আমারও খুব ঘুম পাচ্ছে।'

নয়

একটানা পাঁচ দিন চার রাত চলার পর ফারকুহার পৌঁছল ওরা। অন্যগুলোর চাইতে আকারে দ্বিগুণ এটা, বেশ বড় সেটলমেন্ট। ফেয়ারওয়ে ধরে ফারকুহার লেগুনে প্রবেশ করল মৎস্যকন্যা। এনজিন আগেই অফ করে দিয়েছে মাসুদ রানা, নিঃশব্দে গ্লাইড করে এগিয়ে চলেছে বোট। খোলের গায়ে ঢেউয়ের মৃদু চাপড়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

এই লেগুন প্রকৃতির নয়, মানুষের তৈরি। যে কোন আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। মৎস্যকন্যার এক ঘণ্টা আগে নোঙর ফেলেছে জালুদ। আজ তার একশো গজ দূরে অবস্থান নিল মাসুদ রানা। লেগুনে প্রবেশ করামাত্র কেমন এক অনুভূতি হলো ওর, মনে হলো, আর বিশেষ দেরি নেই। খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এ অভিযান। হয়তো ফারকুহারেই নাটকের পর্দা উঠবে, যবনিকা ঘটবে আলদাবরায়।

পাখির চিৎকারে আধঘণ্টার মধ্যে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা হলো ওদের সবার। যথারীতি স্থানীয় ম্যানেজার এসে উঠল বোটে। নাম

জ্যাকস রেনী। অল্পবয়সী, আমোদপ্রিয় মানুষ। বন্দর ব্যবহারের টোল পরিশোধ করে রশিদ নিল মাসুদ রানা, স্কচ অফার করল রেনীকে।

রাতে মৎস্যকন্যার চার আরোহী ও জালুদের তিন বিজ্ঞানীর সম্মানে প্রায় রাজকীয় খানাপিনার আয়োজন করল জ্যাকস রেনী। কার্সটি আজও গেল না। নিজের অপারগতার জন্যে ক্ষমা চাইল সে ওদের কাছে। কোন উৎসবে যোগ দেয়ার মত মনের অবস্থা তার নেই। তাছাড়া আজও অপেক্ষায় থাকবে সে, যদি ব্যান্ড দেখা দেয়, আরেকবার বর চাইবে। বোটের নিরাপত্তার জন্যে আলোকমালার ব্যবস্থা করে রানা চলে গেল অন্য দু'জনকে নিয়ে।

ডিনারের সময় তিন বিজ্ঞানীর সাথে আলোচনা হলো রানার। জানা গেল, এখানে অন্তত তিনদিন থাকার ইচ্ছে তাদের। তিনদিন পর পোইভরিতে দেখা সেই ইন্টার আইল্যান্ড স্কুনার, লা-বেলি-ভুয়ের আলদাবরায় পৌঁছার কথা। যদি আসে, তাহলে জালুদকে ছেড়ে ওটায় চড়বে তারা। অবশ্য কাল আরও একদিনের সফরে যাবে তারা জালুদে চড়ে, কাছের গুলেটিস দ্বীপে যাবে। ওখানকার টার্ন কলোনি অনেক বড়, মিস করা যাবে না।

পরদিন ভোরে মৎস্যকন্যাকে লেজে বাধিয়ে রওনা হয়ে গেল জালুদ, কাজ শেষে রাতেই ফিরে এল। পরদিন জানা গেল লা-বেলি-ভুয়ের পৌঁছতে তিন দিন দেরি হবে, কাজেই জালুদকে নিয়ে আলদাবরা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল 'লাল', 'সাদা' আর 'বাদামী'। শেষ দিন লানিকে নিয়ে তীরে নামল রানা। জ্যাকস রেনীর সাথে সেটলমেন্টের সরকারী সবৃজি বাগানে এল। সেখান থেকে প্রকাণ্ড দুই তালপাতার তৈরি ঝুড়ি ভরে শাক-সবৃজি কিনল লানি। রানা বাজার থেকে কিনল এক ক্যান লুব্রিকেটিঙ অয়েল আর গান অয়েল।

ও শেষ আইটেমের নাম উচ্চারণ করতে ভুরু কুঁচকে উঠল রেনীর।

'শালার বুকে বন্দুক ধরবেন মনে হচ্ছে?' এ দ্বীপেও প্রচুর কুখ্যাতি লেসিলিসের। কেউই দেখতে পারে না তাকে।

'যদি ও বাধ্য করে।'

বোটে ফিরে 'টিন ফুডের' মেটাল বক্সটা বের করল ও ক্যাডির সাহায্যে। ওটা খুলতেই চোখ তালুতে উঠল সবার। ভেতরে তুলোর বিছানায় শুয়ে আছে দুটো অয়েল পেপার মোরা চকচকে স্টেন, দুটো স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, দুটো গ্রেনেড আর এক বাক্স গুলি। কয়েক বছর আগে জ্যাক নেলসনের একদল বন্ধু ইংল্যান্ড থেকে ইস্ট ইন্ডিজ ও এই অঞ্চল সফরে এসেছিল। পথের বিপদ-আপদের কথা ভেবে এগুলো সঙ্গে নিয়ে আসে তারা।

সফরের প্রথম পর্ব সেরে সেইশেলস আসে তারা নেলসনকে সাথে নিয়ে কাছের আমিরেন্টিসসহ ছোট ছোট কয়েকটা দ্বীপ দেখবে বলে। অসুস্থতার জন্যে যেতে পারেনি সে। ওদিকে সারা ইস্ট ইন্ডিজ ঘুরেও কোন বিপদ-আপদের মুখোমুখি হতে হয়নি বলে অস্ত্র বহনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে বন্ধুরা, পুরো বাক্সটাই তাই রেখে গেছে তারা নেলসনের কাছে। দেশে ফেরার পথে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফিরতে পারেনি তারা, আমিরেন্টিসের এক ডুবো রীফে ধাক্কা খেয়ে জাহাজডুবী হয়ে মারা যায় প্রত্যেকে।

খবর পৌঁছতে বাক্সটা নিজ বাড়ির বাগানে গর্ত খুঁড়ে রেখে দিয়েছিল জ্যাক। রানা গ্যারেট উদ্ধার অভিযানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রয়োজন পড়বেই জেনে ওগুলো বের করে সে, গছিয়ে দেয় ওর হাতে।

'এগুলো কি সত্যি প্রয়োজন হবে আমাদের, রানা?' অস্ত্র প্রাপ্তির ইতিহাস শুনে প্রশ্ন করল কার্সটি হেউড।

পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'তুমি আশা করছ আগাগোড়া ভদ্রলোকের মত হাত গুটিয়ে বসে থাকবে লেসিলিস? আমাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে

না?'

'তা করছি না। তবে...'

'আমাদের চাইতে লেসিলিসকে অনেক ভাল চেনে জ্যাক, অনেক ভাল জানে। সে জানে লোকটার কাছে ফায়ার আর্মস আছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে ওগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা সে করবে। তাই আমাদের সবার নিরাপত্তার কথা ভেবেই অস্ত্রগুলো সেধে দিয়েছে জ্যাক।'

'কিন্তু আমার একার জন্যে এতবড় ঝুঁকি কেন নিতে চাইছ তুমি? তেমন কিছু যদি ঘটেই, হয়তো কেউ আহত হতে পারো তোমরা। কারও মৃত্যুও হতে পারে। না, রানা, আমার জন্যে এমনিতেই যথেষ্ট করেছ তোমরা। তোমার, ক্যাডির ত্যাগের কোন সীমা নেই। অনেক ঋণী হয়ে আছি আমি। তার ওপর আর...'

'কি বলতে চাও?' চোখ কোঁচকাল ও। 'লেসিলিসকে ধাওয়া করা ছেড়ে দেব?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল কার্সটি। 'রানা, ছেলে যখন আমার, বিপদের ভয়, মৃত্যুর ঝুঁকি যতই থাকুক, আমি অন্তত ওর পিছু ছাড়ব না। কিন্তু তার জন্যে তোমাদেরকে কোন বিপদে ফেলতে চাই না। আমি বরং নেমে যাই, জালুদের পিছু নেয়ার অন্য কোন ব্যবস্থা করি।'

রানা মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল কার্সটি। 'দাঁড়াও, শেষ করতে দাও আমাকে। বিশ্বাস করো, কসম করে বলছি, তোমরা যদি সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নাও, আমি কিছু মনে করব না। এ আমার ব্যক্তিগত সমস্যা, যে ভাবে হোক একাই এর সমাধান খুঁজে বের করতে পারব। একবার ভেবে দেখো তো, আমি তোমাদের সাহায্য পাবই, এমন ভরসা করে কি পথে নেমেছিলাম? না। তোমাদের মত বন্ধু পেয়েছি, এ আমার পরম ভাগ্য। আমার একার স্বার্থে...'

বাধা দিল ক্যাডি। 'শোনো, কার্সটি, এত পথ যখন এসেই পড়েছি, আর ফিরতে চাই না আমরা।'

'না, তা হয় না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে। 'আমি তোমাদের প্রাণের ঝুঁকি নিতে বলতে পারি না। আমি বরং কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে আসি, তোমরা এই ফাঁকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও। তার আগে আবারও বলছি, তোমাদের সিদ্ধান্ত যদি নেগেটিভ হয়, আমি কিছুই মনে করব না।' পা বাড়াল সে।

'দাঁড়াও,' ডেকে উঠল রানা।

থামল কার্সটি, ঘুরল। 'আমি ঘুরে আসছি, তোমরা কথা বলে...'

'কার্সটি! ফিরে এসো!' অকস্মাৎ কর্তৃত্বের সুর ধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে।

অবাক হয়ে গেল কার্সটি, ফিরে এল এক-পা দু-পা করে। কিসের আকর্ষণে ফিরল তা জানে না। হয়তো মানুষটার আকস্মিক পরিবর্তন দেখেই। প্রথম পরিচয়ের সময়ই সে বুঝেছে রানার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে, আছে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা। প্রথমে বিষয়টা চাপা ছিল, হঠাৎ তা আত্মপ্রকাশ করে বসেছে কার্লোকে মারার দিন।

ক্যাডির মুখে মাসুদ রানার অগ্নিমূর্তি ধারণের কথা শুনে, কার্লোর মত ছয়ফুটি এক পর্তুগীজ দানবকে বাচ্চা ছেলের মত অবলীলায় পেটাতে শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল ও। সেদিন ঘটনাটা দেখেনি কার্সটি, তবে আজ এই মুহূর্তে রানার সেই অগ্নিমূর্তির সামান্য আভাস দেখতে পেয়েছে। যা তাকে পতঙ্গের মত আকর্ষণ করছে। ভেবে পেল না কার্সটি সাধারণ এক ইয়টের ক্যাপ্টেনের এত প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস হয় কি করে? একজন যোদ্ধার মত লড়াইয়ের গন্ধ পেলেই তার রক্ত নেচে ওঠে কি করে? মৃত্যুর ঝুঁকি আছে জেনেও প্রায় অপরিচিত একজনের জন্যে এতকিছু করতে এক পায়ে খাড়া হয়ে যায়, সে কেমন মানুষ? কত

বড় অন্তর তার?

আগের জায়গায় ফিরে এল কার্সটি। ক্যাপ্টেন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে, কেন যেন মানুষটার ওপর ভরসা করতে ইচ্ছে হলো। সবাইকে দেখল রানা পালা করে। দীর্ঘ, ঋজু দেহ, মেরুদণ্ড খাড়া। দাঁড়ানোর এমনই ভঙ্গি, ইঞ্চি চারেক দীর্ঘ ক্যাডিও যেন খাটো হয়ে গেছে ওর তুলনায়, তার অতবড় দানবীয় দেহটা বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না এখন।

'অল্প কথায় তোমাদের বোঝাবার জন্যে যা বলার খুব সংক্ষেপে বলছি,' একই কণ্ঠে বলে চলল রানা। 'তোমাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়ার আগেই জ্যাকের সাথে কথা বলে নিয়েছি আমি। খুব ভাল করে জেনে নিয়েছি লেসিলিস কেমন মানুষ, কতখানি ভয়ঙ্কর। বড়াই করছি না, কিন্তু বিশ্বাস করো, প্রয়োজনে ওরকম পাঁচজন লেসিলিসকে খালি হাতেই পিটিয়ে মেরে ফেলার ক্ষমতা আমার আছে। সময় হলে হয়তো তা করবও।

'তাই ইচ্ছে করেই গ্যারেটকে উদ্ধারে তোমাকে সাহায্য করার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি আমি, কার্সটি। লেসিলিসের চাইতে হাজার গুণ ভয়ঙ্কর বহু মানুষকে জীবনে মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাকে, তার কোনটাতেই যে আমি পরাজিত হইনি, আজ আমার তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাই তার প্রমাণ। কাজেই আমার ওপর ভরসা রাখো, ক্ষতিকর কিছু ঘটার আগেই লেসিলিসের মেরুদণ্ড ভেঙে দেব আমি এবং তার আগে ওর মুখ থেকে গ্যারেট সম্পর্কে সত্যি কথাটাও বের করে নেব, দ্যাট'স আ প্রমিজ।'

আরেকবার ওদের তিনজনকে দেখল রানা। 'এরপরও যদি কার্সটি আমার ওপর ভরসা রাখতে না পারো, অল রাইট, চলে যাও তুমি। কিন্তু আমি যখন একবার লেসিলিসের পিছু লেগেছি, জানতে পেরেছি একটা

নিরীহ, নির্দোষ ছেলের নিখোঁজ হওয়ার জন্যে ও-ই দায়ী, তখন এর শেষ দেখা না পর্যন্ত কিছুতেই পিছু হটছি না আমি।

'এটা আমার বোট, আমি এর ক্যাপ্টেন-মাস্টার। বোটের এবং এর আরোহীদের নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব আমার। আমি তোমাদের পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিচ্ছি, কোন ভয় নেই।' একটু থামল রানা। 'এবার বলো, কে কি সিদ্ধান্ত নিলে। লানি?'

'আমার কোন চয়েস নেই,' দ্রুত বলে উঠল মেয়েটি। 'তোমার চয়েসই আমার চয়েস।'

'ওকে। আমরা দু'জন মারমেইডের পুরনো যাত্রী একমত হয়েছি। এবং আমাদের যাত্রা চলবে। এখন, ক্যাডি যদি নেমে যেতে চাও...'

'এক মিনিট, স্কিপার!' হুঙ্কার ছাড়ল কানাডিয়ান। 'তুমি কি ভেড়া মনে করেছ আমাকে? কেন ভাবলে আমি নেমে যেতে চাইব? কক্ষনও না! ভুলে গেলে আমি লেসিলিসের হাতে মার খেয়েছি? নো ওয়ে, স্কিপ্, আমি প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তোমার সাথেই আছি।'

ঘন ঘন স্থান বদল করতে লাগল কার্সটির নজর। একবার রানা, আরেকবার ক্যাডিকে দেখছে সে, বিস্ময় বাধ মানছে না। হাসতে শুরু করেছিল কার্সটি, শেষ পর্যন্ত তা কান্নায় রূপান্তরিত হলো।

হা-হা করে হাসছে ক্যাডি। খুব খুশি। ছয়টা গুলির তিনটেই লাগাতে পেরেছে সে টার্গেটে, একটা মরা গাছে। বাকি তিনটের খবর নেই। তবু সে খুশি। মাসুদ রানাও মোটামুটি সন্তুষ্ট তার পারফরমেন্সে। আর কিছু না হোক, অন্তত ঠেকা দেয়ার কাজ এখন একে দিয়ে চালানো যাবে। তবু আরও এক ম্যাগাজিন খরচ করল ও কানাডিয়ানের পিছনে। সন্তুষ্টি আরও বাড়ল। এবার পাঁচটাই বিঁধেছে টার্গেটে।

'অল রাইট,' বলল রানা। 'তুমি পাস। আর প্রয়োজন নেই।'

'কত নম্বর পেলাম, স্কিপার?'

'সত্তর।'

'যাক, ভাগ্নে-ভাগ্নীর কাছে গল্প করা যাবে।' একটু দূরে সৈকতে চাদর পেতে বসে আছে কার্সটি-লানি। হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে সেদিকে এগোল ক্যাডি। 'একটু গলা ভিজিয়ে আসি, ক্যাপ্টেন।'

আলদাবরা লেগুনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত সীমার ইলে পিকার্ডে রয়েছে ওরা এ মুহূর্তে। গতকাল এখানে পৌঁছেছে ওরা। জালুদ আসেনি। পরশু রাতে 'বাদামীর' সাথে কথা হয়েছে মাসুদ রানার। লোকটা ওকে জানিয়েছে দু'দিন পর ফারকুহার ত্যাগ করবে তারা জালুদ নিয়ে। লা-বেলি-ভুয়ের আরও দেরি হবে পৌঁছতে, কাজেই এ অবস্থায় লেসিলিসকে ছাড়ছে না তারা।

বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আগেই জায়গামত চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয় রানা। কারণ দলের অন্য তিনজনের শূটিং প্র্যাকটিসের জন্যে নিরিবিলি একটা জায়গা প্রয়োজন ছিল। ফারকুহারে ও-কাজ করার উপায় ছিল না, তাই চলে এসেছে। কাজ হয়েছে। ক্যাডি মোটামুটি শিখেছে, মেয়েরা কোনরকম। অন্তত অস্ত্র হাতে খোলা ডেকে দাঁড়াতে পারবে। কাপুরুষ লেসিলিসের পিলে চমকে দেয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট।

পরদিন দুপুরের আগে আলদাবরা পৌঁছার কথা জালুদের, কিন্তু এল না। চোখে দূরবীন লাগিয়ে দিগন্তে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে থাকল মাসুদ রানা। ব্যথায় টন টন করতে লাগল হাত। দেখা নেই ওটার। কার্সটি আরও বেশি অস্থির।

অবশেষে শেষ বিকেলের দিকে দেখা দিল জালুদ। বড়জোর পাঁচ মাইল দূরে আছে ওটা। আরও আগেই চোখে পড়ার কথা ছিল, কিন্তু দ্বীপের তীক্ষ্ণ বাঁকের জন্যে এতক্ষণ আড়ালে পড়ে ছিল। পাল তুলে

আসছে জালুদ, একটু কোনাকুনি ভাবে। খানিক পর ব্যাপার বুঝল মাসুদ রানা। এনজিন বিকল হয়ে গেছে ওটার। তাই আলদাবরায় পৌঁছতে কম করেও দু'তিন ঘণ্টা দেরি হবে জেনেও পালের ওপর নির্ভর করে কোনাকুনি ঘুরপথে আসতে হচ্ছে জালুদকে নিরুপায় হয়ে। এনজিন সচল থাকলে এর প্রয়োজন হত না।

মৎস্যকন্যার ডেকে বসে কফি পানের ফাঁকে জালুদের লেগুনে প্রবেশের দৃশ্য দেখল ওরা। হুইলে কার্লোকে দেখা গেল, এক হাতে সামাল দিচ্ছে জালুদকে। লেসিলিস ফোরপীকে, ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে আছে। থেকে থেকে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে কার্লোকে। একবার ভুলেও তাকাল না সে মৎস্যকন্যার দিকে। তিন বিজ্ঞানীকে ফোরডেকে দেখা গেল। ওদের উদ্দেশে নিঃশব্দে হাত নাড়ল 'বাদামী'।

লেসিলিসের চূড়ান্ত নির্দেশ পেয়ে দ্রুত হুইল ঘোরাল কার্লো, ঘুরে গেল জালুদ বাতাসের উল্টোদিকে। সাথে সাথে পাল ঝুলে পড়ল, গতি হারিয়ে ফেলল ওটা। একই মুহূর্তে ঝপাৎ করে পানিতে আছড়ে পড়ল নোঙর। মৎস্যকন্যার আশি গজ দূরে স্থির হলো জালুদ। পরের এক ঘণ্টা কয়েক দফায় ইকুইপমেন্টসহ নিজেদের যাবতীয় মালপত্র নামিয়ে নিল বিজ্ঞানীরা, সব স্তূপ করে রাখল সৈকতে। কোন সাহায্যই করল না লেসিলিস।

জালুদের বাঁধাছাঁদার কাজ সেরে এনজিন রুমে নেমে গেল সে। এর মধ্যে এদিকে তাকালই না। একটু পর 'বাদামী' বিজ্ঞানীকে একা ডিঙি বেয়ে মৎস্যকন্যার দিকে এগোতে দেখা গেল। ক্যাডির সাহায্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ডেকে উঠল সে, ঘেমে নেয়ে একাকার। পুরো এক ক্যান ঠাণ্ডা বীয়ার গিলে তবে শান্ত হলো মানুষটা।

রানার প্রশ্নের জবাবে বলল, 'এনজিন গেছে আজ দুপুরের দিকে। ফুয়েল পাম্পের সমস্যা।'

'ঠিক করা যাবে?' প্রশ্ন করল কার্সটি।

'যাবে বলেছে লেসিলিস। কাল নাগাদ মেরামত হয়ে যাওয়ার কথা। সারাদিন ওটার পিছনে লেগেছিল মানুষটা।'

মাথা দোলাল ক্যাডি। 'হয়তো গ্যাসকিট গেছে। যদি স্পেয়ার না-ও থাকে, অন্য কিছু দিয়ে ওটা তৈরি করে নেয়া যায়। সহজ কাজ।'

'দেখো,' রানার উদ্দেশে বলল বিজ্ঞানী। এখনও হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। 'আমি তোমাদের জরুরী একটা খবর দিতে এসেছি। লেসিলিস মনে হয় পাগল হয়ে গেছে, আজ দুপুর থেকে এ পর্যন্ত উন্মাদের আচরণ করেছে লোকটা। এনজিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে কি রাগ! দোষটা শুধু শুধু কার্লোর ঘাড়ে চাপিয়েছে ব্যাটা, চড় পর্যন্ত মেরেছে তাকে, অথচ দুর্ঘটনার সময় নিজেই ছিল সে এনজিন রূমে।'

'হাতের যে অবস্থা, তাতে বাধা দিতেও পারেনি কার্লো। আমরা গিয়েছিলাম ঠেকাতে, হারামজাদা কি না আমাদেরই সাগরে ছুঁড়ে ফেলার হুমকি দিল!' থেমে দম নিল লোকটা। 'সে যাক্, আমি আসলে বলতে এসেছি ওর কাছে অস্ত্র রয়েছে, আমি দেখেছি। নিজ কেবিনে বসে ওটায় তাকে তেল দিতে দেখেছি আমি হ্যাচওয়ে দিয়ে।'

'জানি,' শান্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'জানো!'

'অনুমান করেছি।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে রানাকে দেখল বিজ্ঞানী। 'জেনেশুনেও ওর পিছনে লেগে আছ, বলো কি!' একটু বিরতি দিল, অন্যদের দেখল। 'তোমরা সবাই পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'অস্ত্রটা কি রকম?' হালকা গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'জানি না। ওসব সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা।'

'ওটার বর্ণনা দাও।' তাই করল 'বাদামী', মাথা দোলাল ও।

'বুঝেছি। স্টেন।'

'আমাদেরও…' শুরু করতে যাচ্ছিল লানি, ক্যাডি দ্রুত বাধা দিল। 'একটাই আছে?'

মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'জানি না। আমি দেখেছি একটা। বেড়ে বসে ওটার এখানে-ওখানে তেল দিচ্ছিল লেসিলিস।'

'তোমরা জালুদকে এখানেই ছেড়ে দিচ্ছ তো?' প্রশ্ন করল রানা।

'সেরকমই সিদ্ধান্ত আছে। তবে তা সম্ভব হবে কি না এ মুহূর্তে বুঝতে পারছি না। এ দ্বীপে খাবার পানি নেই, ফারকুহার থেকে নিয়ে আসতে হয়। জালুদকে এখনই ছেড়ে দিলে বিপদে পড়ব আমরা। তাই থাকছে ওটা, যতক্ষণ না দেখা দেয় লা-বেলি-ভুয়ে।'

'কবে পৌঁছার কথা ওটার?'

'আজই। এই জন্যেই নিজেদের সবকিছু নামিয়ে নিয়েছি আমরা, রাতটা বীচে তাঁবু খাটিয়ে থাকব।'

'কিন্তু রাতে যদি তোমাদের ফেলে পালায় লেসিলিস?' প্রশ্ন করল কার্সটি। যদি পৌঁছতে দেরি করে লা…' থেমে গেল বিজ্ঞানীকে মাথা দোলাতে দেখে।

মুচকে হাসল সে। 'আমরা অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড সায়েন্টিস্ট হতে পারি, কিন্তু কমন সেন্স কিছু কিছু রাখি। চার্টার করার আগেই লেসিলিস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি, জেনে নিয়েছি তার সম্পর্কে। তাই মাত্র দশ পার্সেন্ট পে করেছি মোট ভাড়ার। বাকিটা পাবে সে ভয়েজ শেষে আমাদের সবার সই করা চিঠি ব্যাঙ্কে দাখিল করলে। আগে নয়। এবং অঙ্কটা প্রচুর। আর যা হোক, আমাদের ফেলে পালাবে না সে।'

হঠাৎ সোজা হয়ে গেল 'বাদামী', দূরে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'থ্যাঙ্ক গড! ওই দেখো, এসে পড়েছে স্কুনার!'

নিস্তেজ সূর্যের আলোয় ওটাকে দেখল সবাই। তীক্ষ্ণ বাঁকটা ঘুরে এ

মুখো হয়েছে লা-বেলি-ভুয়ে।

'বাঁচলাম!' বলল লোকটা। 'এবার জালুদকে ফেয়ারওয়েল জানাতে কোন বাধা নেই আমাদের। যাই, ওদের খবরটা জানাই গিয়ে।' রানাকে দেখল সে, আচমকা গম্ভীর হয়ে গেছে। 'তোমরা তাহলে লাগছ ওর পিছনে?'

প্রথমে রানা, তারপর ক্যাডি মাথা ঝাঁকাল। কার্সটি-লানি একটু পরে, একযোগে।

অদম্য কৌতূহল নিয়ে চারজনকে লক্ষ করল বিজ্ঞানী, মাথা ঝাঁকাল। 'উইশ ইউ অল দা লাক্।'

সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পর কেশে উঠে স্টার্ট নিল জালুদের এনজিন। এক মিনিট পর পাল্টা কাশি দিল মৎস্যকন্যা। তারপর আধ ঘণ্টা কেটে গেল, নড়ার নাম নেই প্রথমটার। ক্যাডি জানাল, লেসিলিস সম্ভবত নতুন গ্যাসকিট কেমন কাজ করছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে যাত্রা করার আগে।

চল্লিশ মিনিট পর ডেকে উদয় হলো লেসিলিস, কোনদিক না তাকিয়ে ফোরপীকের দিকে এগোল, চেঁচিয়ে নোঙর তোলার নির্দেশ দিল। দেখাদেখি মাসুদ রানা মাথা ঝাঁকাল ক্যাডির উদ্দেশে। দ্রুত বাঁক নিয়ে রওনা হলো জালুদ, সরাসরি ওদের দিকে এগোতে শুরু করল। মুহূর্তের জন্যে রানার আশঙ্কা হলো ওটা বোধহয় আঘাত করতে যাচ্ছে মৎস্যকন্যাকে। চট্ করে ডান হাত চলে গেল ওর ড্যাশ বোর্ডের তলায়, স্টেন বের করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সামলে নিল।

সামান্য ঘুরে গেল জালুদের বো, মৎস্যকন্যার দশ গজ পিছন দিয়ে এগিয়ে গেল ওটা সাগরের দিকে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ডেকে

দাঁড়ানো লেসিলিস তীব্র দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল। দুই কোমরে হাত রেখে কার্সটির উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল। 'আয়, কুত্তার বাচ্চা! তোদের সব ক'টাকে আজ যমের বাড়ি পাঠাব, আয়!'

সাগরে বেরিয়ে উত্তর-পুবে ছুটল জালুদ, মৎস্যকন্যা ঠিক তার দেড়শো গজ পিছনে। হুইল লক্ করে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, পিছনের ডেকে বসল ওয়র কাউন্সিলের সংক্ষিপ্ত সভা। 'এবার বলো দেখি, স্কিপার ভায়া,' বলে উঠল কানাডিয়ান। 'তোমার সিক্রেটটা কি? একজন সাধারণ নাবিক এত সাহস পায় কোথায়? অস্ত্র সম্পর্কে এত জ্ঞান কোথায় পায় সে?'

মুচকে হাসল রানা। 'এতদিন যখন জানতে চাওনি, আর কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করো। ঝামেলা শেষ হোক। তারপর। এখন অন্য প্রসঙ্গ।'

ক্রমে পিছিয়ে পড়তে থাকা আলদাবরার দিকে তাকাল রানা এক পলক, তারপর জালুদের দিকে। 'লেসিলিস ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে আমাদের যা হোক কিছু একটা বিহিত করার জন্যে,' বলতে শুরু করল ও। 'আমার ধারণা, যা করার দিনের আলোতেই করবে সে, আঁধার নামার অপেক্ষায় থাকবে না'। খুব সম্ভব তিন ঘণ্টা সময় লাগবে আমাদের আলদাবরার দৃষ্টি সীমার বাইরে যেতে, তারপরই আক্রমণ চালাবে লেসিলিস। বাতাস আমাদের পিছন থেকে বইছে, কাজেই দ্বীপের কারও কানে পৌঁছবে না গোলাগুলির আওয়াজ। সেদিক থেকে ও যেমন নিশ্চিন্ত, তেমনি আমরাও।'

ক্যাডির দিকে ফিরল রানা। 'আমার আসল চিন্তা ব্যাটার কাছে রাইফেল আছে কি না। থেকে থাকলে বিপদের কথা, সে ক্ষেত্রে অনেক দূর থেকে বোটের তলা অনায়াসে ফুটো করে দিতে পারবে লেসিলিস। কারণ রাইফেলের গুলির শক্তি আর দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা অনেক, অতশক্তি স্টেনের নেই। অবশ্য ও জিনিস না থাকারই কথা।

কারণ রাইফেল আকারে বড় হওয়ায় লুকিয়ে রাখা একটা সমস্যা।

'লেসিলিস যে চোরাচালানী, তা সবাই জানে, সে জন্যেই ভরসা আছে যে এ অঞ্চলের কাস্টমস তাকে ভাল করে সার্চ না করে ছাড়পত্র দেয়নি। তাছাড়া জ্যাকস রেনীর মাধ্যমে আলদাবরা কাস্টমসকে ঘুষ দিয়ে কাল খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সার্চ করিয়েছি আমি জালুদ। নেই রাইফেল।'

'তাহলে স্টেন থেকে গেল কি করে?' প্রশ্ন করল ক্যাডি। 'কখন সার্চ করেছে ওরা জালুদ?'

'সন্ধের পর বিজ্ঞা্ি। স্টেনের খবর দিয়ে যেতে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে তীরে গিয়েছিলাম আমি,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'ওই জন্যেই গিয়েছিলাম। চেক্ ওরা এমনিতেই করত, আমি পয়সা দিয়ে কাজ একটু বেশি করিয়েছি, এই যা।'

'আমাদেরটা করেনি কেন?' জানতে চাইল কার্সটি।

'কারণ...কারণ আমারটা বিশেষ অনুমতি পাওয়া ক্রুজ বোট। ভিক্টোরিয়ায় পুলিস এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ দেখেছে সে অনুমতিপত্র। তাদের দেখাই যথেষ্ট, কাজেই... সে যাক, ক্যাডি, একটা স্টেন আর হয়তো এক-আধটা হ্যান্ডগান থেকে থাকতে পারে জালুদে।

'আমি যদি লেসিলিস হতাম, মৎস্যকন্যার যতটা সম্ভব কাছে এসে পানির লাইন বরাবর খোল সই করে পুরো একটা ম্যাগাজিন গুলি শেষ করতাম, ফুটো করে তলিয়ে দিতাম বোট। অথবা প্রথমে হেলমস্ম্যানকে শেষ করে তারপর করতাম কাজটা। বোট তলিয়ে দেয়াই হবে সবচে' সহজ ও বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ সে ক্ষেত্রে কোন সাক্ষী বা প্রমাণ থাকবে না। ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকে, লেসিলিসও তাই করবে।

'এবার মন দিয়ে শোনো,' ক্যাডির দিকে ঝুঁকে বসল ও। 'আমার হাতে হুইল থাকবে তখন। সমস্যার আভাস পাওয়া মাত্র তোমাকে হুইলের দায়িত্ব দের আমি। তোমার এক হাতে থাকবে হুইল, অন্য হাতে স্টেন। ওটা যাতে সঙ্গে সঙ্গে লেসিলিসের চোখে পড়ে, সে জন্যে উইন্ডশীল্ডের মাঝের অংশ তুলে রাখব আমি । হুইলের দায়িত্ব হাতে পাওয়ামাত্র জালুদের পেট সোজা বো তাক্ করে ছুটতে শুরু করবে তুমি। ওকে?'

ডগ হাউসের সামনে সার দিয়ে রাখা পানি ভর্তি জেরি-ক্যানের স্ট্যাক দেখাল মাসুদ রানা। 'ওগুলো লেসিলিসের বুলেট ঠেকাবে। কাজেই ঘাবড়িয়ো না, ওকে গুলি ছুঁড়তে দেখলে বোটের গতি ঘুরিয়ে দিয়ো না। দ্বিতীয় স্টেন নিয়ে বাকিটা আমি সামাল দেব।'

'আর আমরা?' জানতে চাইল লানি।

'প্রথম রাউন্ডে তোমাদের প্রয়োজন নেই। সময় বুঝে নিচে চলে যাবে তোমরা দু'জনেই। এনজিনরূম বাল্কহেডের আড়ালে বসে থাকবে।'

'অসম্ভব!' রুখে দাঁড়াল কার্সটি। 'আমার ছেলের জন্যে লড়বে তোমরা, আর আমি লুকিয়ে থাকব? কক্ষনও না!'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। 'কার্সটি, সেদিনই আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি এটা আমার বোট। আমি এটার ক্যাপ্টেন, আমি যা বলব বিনা ওজরে তা মেনে চলবে তোমরা।'

'মনে আছে কি বলেছ, কিন্তু আজকের বেলায় আমি তা মানতে রাজি নই। অস্ত্র আছে, কাজেই আমাদেরকেও লড়াই করতে দিতে হবে।'

'হ্যাঁ,' ডেকে পা ঠুকে তাকে সমর্থন জানাল লানি সাটো। 'লড়াই যদি করতে না-ই দেবে, তাহলে গুলি চালানো শেখালে কেন? তাছাড়া

তোমরা কেউ যদি আহত হও, তখন?'

'মেনে নাও, ক্যাপ্টেন,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে বলল ক্যাডি। 'কথায় বলে মেয়েমানুষে ছুঁলে...'

'তুমি চুপ করো!' ধমকে উঠল কার্সটি। 'বলো, রানা, আমরা দু'জন কোথায় অবস্থান নেব?'

হার স্বীকার করল মাসুদ রানা। 'ওকে, তোমরা দুই পিস্তল নিয়ে জেরি ক্যানের আড়ালে থেকো। তবে আমি না বলা পর্যন্ত ভুলেও গুলি ছুঁড়ো না, সাবধান! লেসিলিস-কার্লো যদি তোমাদের এলোপাতাড়ি গুলি খেয়ে মরে, কোনদিনও গ্যারেটের খোঁজ পাওয়া যাবে না, মনে রেখো। ক্যাডি, খেয়াল রাখবে, আমাদের গুলির একমাত্র লক্ষ্য থাকবে জালুদের ওয়াটারলাইন। ওটাকে ডুবিয়ে দেয়া। তা যদি সম্ভব হয়, লেসিলিসকে উদ্ধারের জন্যে তখন আমরা ছাড়া আর কেউ থাকবে না ধারেকাছে। ওকে?'

'ওকে, স্কিপ।'

দশ

লেসিলিসের মনের কথা পড়তে পারছে যেন মাসুদ রানা। ভাবছে যা করার এখনই করবে সে। আধ ঘণ্টার কিছু বেশি হয়েছে দিগন্তে হারিয়ে গেছে আলদাবরা, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ঠিক মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্য।

চারদিকে যতদূর নজর চলে কেবল গভীর নীল পানি আর পানি—চারদিগন্তে নীল আকাশ সেঁটে রয়েছে তার সাথে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে রানার অনুভূতি। একেক সময় মনে হয় আজবদর্শন স্পেস শাট্‌লে চড়ে মহাশূন্যে ভাসছে বুঝি ও। একশো গজ সামনে আরেক শাট্‌লে চড়ে ভাসছে আরও কয়েকজন নভোচারী।

ঠিক যখন রানার মনে হলো সময় হয়েছে, তখনই আচমকা ঘুরতে শুরু করল জালুদ। পোর্ট সাইডে ছয় নট্ গতিতে খুব দ্রুত ঘুরতে গিয়ে বেশ খানিকটা কাত হয়ে গেল ওটা।

'হিয়ার উই গো, স্কিপ,' রুদ্ধশ্বাসে বলল উত্তেজিত ক্যাডি।

ওয়ালথার কোমরে গুঁজে রেখেছে আগেই। এবার ড্যাশ বোর্ডের নিচে ডান হাত ভরে দিল রানা। 'যা বলেছি মনে রেখো। সোজা চালাও বোট, ওয়াটারলাইন বরাবর ছুঁড়বে গুলি।'

'মনে আছে,' সরে এসে হুইল ধরল কানাডিয়ান।

স্টেন ধরা হাত পিছনে রেখে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। 'লানি, কার্সটি, টেক কাভার।'

পরস্পরের দিকে ধেয়ে চলেছে মৎস্যকন্যা ও জালুদ, নিজেদের ছয় দুগুনে বারো নট্ গতিতে। অ্যামিডশিপে রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে লেসিলিস, পাশেই কার্লো। তামাশা দেখতে এসেছে নিশ্চই। প্রথম-জনের ডান হাত উরুর পিছনে, সে-ও আড়াল করে রেখেছে হাতের জিনিস। শেষ মুহূর্তে বের করে ওদের সবার পিলে চমকে দেয়ার ইচ্ছে। দাঁত বের করে হাসছে লেসিলিস, বিদ্রূপের হাসি। কার্লোর মুখেও হাসি। ব্যান্ডেজ করা বাঁ হাত স্লিঙে ঝুলছে তার, অন্য হাতে রেলিঙ ধরে আছে।

মাঝের ব্যবধান পঞ্চাশ গজে এসে ঠেকতেই ঝট্ করে ডান হাত

মাথার ওপর তুলে ফেলল লেসিলিস। হাসি চওড়া হয়েছে আরও। ম্যৎস্যকন্যার ফোরডেকে পা আগে-পিছে রেখে দাঁড়ানো মাসুদ রানার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, 'সাবধান করার পরও যখন ধাওয়া করার লোভ সামলাতে পারলে না, তখন এসো। শেষ মজা নিয়ে যাও।'

জবাবে নিজের হাতেরটাও সামনে নিয়ে এল মাসুদ রানা। যা আশা করেছিল ঠিক তাই হলো, মুহূর্তে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লেসিলিস। ক্যাডির হাতেও একই মাল দেখে জমে গেল, তীব্র আতঙ্ক ফুটল চেহারায়। হাসি তো বটেই, কলজেও উড়ে গেছে তার। কার্লোর অবস্থা আরও সঙ্গীন।

গুলি করল মাসুদ রানা। দুর্ভাগ্য যে ঠিক তখনই ঢেউয়ের কারণে মৎস্যকন্যার বো নেমে গেল ইঞ্চি ছয়েক। জালুদের স্টার সাইড হাল ঘেঁষে পানি ছিটাল প্রথম পশলা বুলেট। ক্যাডির গুলি আরও দূরে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল লেসিলিসের স্টেন। কিন্তু মনে হলো হয়তো আসমান সই করে ছুঁড়েছে সে গুলি, একেবারেই আনাড়ির মত। আসলে ওদের হাতে অস্ত্র দেখে মাথা গুলিয়ে গেছে লোকটার। সামলে নিয়ে ফের গুলি করল। কয়েকটা বিঁধল বোটের আপার হাউসিঙে।

এবার সতর্কতার সাথে গুলি করল রানা, কিন্তু সরাসরি লাগল না। সামান্য দূরে পানিতে পড়ে পিছলে গিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে আঘাত করল জালুদের ওয়াটারলাইন বরাবর। বিঁধল কি না বোঝা গেল না। পরের পশলা বিঁধল, তবে লক্ষ্যের বেশ ওপরে। ঢেউয়ের জন্যে খুব কঠিন হয়ে পড়েছে লক্ষ্য ঠিক রাখা। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল রানার, পা আরেকটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আবার স্টেন তুলল, তখনই কানের পাশে তৃতীয় দফা হুঙ্কার ছাড়ল ক্যাডির অস্ত্র।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরেই হুইল হাউসের দিকে ছুটল লেসিলিস, এবং একই মুহূর্তে গুলি খেল কার্লো। ক্যাডির কীর্তি। লোকটার ওপর রেগে গেল

রানা নির্দেশ অমান্য করে ওপরদিকে গুলি করার জন্যে। লেসিলিসও গুলি খেতে পারত, মরে যেতে পারত।

ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল কার্লো, ভাল হাতে পেটের এক পাশ চেপে ধরে সামনে ঝুঁকে পড়েছে সে। জালুদ তখন মৎস্যকন্যার মাত্র বিশ গজ তফাতে, সাঁ-সাঁ করে পোর্ট সাইড দিয়ে পাশ কাটাচ্ছে ওদের, উল্টোদিকে চলেছে। আচমকা বড় এক ঢেউয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকে আছড়ে পড়ল ওটার বো, 'হুশ্শ্!' করে ছিট্কে উঠল এক রাশ পানি। ঝাঁকিটা কাল হলো কার্লোর। দু'পা এগিয়ে রেলিঙে জোর এক বাড়ি খেল সে উরুর মাঝ বরাবর জায়গায়, পরক্ষণে শূন্যে উঠে গেল দু'পা। তীক্ষ্ণ এক চিৎকারের সাথে ডিগবাজি দিয়ে 'ঝপাৎ!' করে পানিতে আছড়ে পড়ল কার্লো।

ঘটনার আকস্মিকতা সামলে উঠতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল মাসুদ রানার, ততক্ষণে গজ পঞ্চাশেক দূরে সরে গেছে জালুদ। ওদের দিকে পিছন দিয়ে ফেলে আসা পথ ধরে ছুটছে আগের মতই বারো নট্ গতিতে। দ্রুত পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে জালুদ আর মৎস্যকন্যা। স্টেন কোমরের কাছে ধরে ম্যাগাজিন শেষ করল মাসুদ রানা, ওটার ট্র্যানসমে ঠং ঠং আওয়াজ উঠল কয়েকটা। কিন্তু গতি ব্যাহত হলো না জালুদের।

'বোট ঘোরাও!' ক্যাডিকে চেঁচিয়ে বলল রানা। সাথে সাথে কাজে লেগে পড়ল কানাডিয়ান, ঢেউয়ের মাথায় বেমক্কা দোল খেতে খেতে ঘুরে গেল মৎস্যকন্যা। কিন্তু ততক্ষণে অনেক সময় চলে গেছে, ওদের প্রায় সিকি মাইল পিছনে ফেলে দিয়েছে লেসিলিস, প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। লানির হাতে হুইল দিয়ে অস্ত্র হাতে স্টার্নের দিকে ছুটতে যাচ্ছিল ক্যাডি, বারণ করল মাসুদ রানা। জালুদের কিছু করা এখন স্টেনের ক্ষমতার বাইরে, অনর্থক গুলি নষ্ট হবে।

এনজিন অফ করার নির্দেশ দিয়ে কার্লোর দিকে মন দিল ও। 'আগে ওটাকে তোলা যাক, তারপর জালুদকে তাড়া করা যাবে।'

কোমরে হাত রেখে অসহায় চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছিল কার্সটি। বলল, 'ততক্ষণে পালিয়ে যাবে না লেসিলিস?'

'পারবে না,' মাথা দোলাল রানা। 'ওর চেয়ে গতি অনেক বেশি মৎস্যকন্যার।'

কার্লোকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে সেদিকে নজর দিল ওরা। স্টার সাইডের একশো গজ দূরে হাবুডুবু খাচ্ছে লোকটা, সুস্থ হাত মাথার ওপর তুলে পাগলের মত নাড়ছে। লানিকে সেদিকে এগোতে বলল রানা। ঘৃণার চোখে একবার কার্লোকে, আরেকবার জালুদকে দেখছে কার্সটি। রানা-ক্যাডি এগোল ডিঙি নামানোর জন্যে। আচমকা লানির তীক্ষ্ণ চিৎকারে সচকিত হলো ওরা। কলজে কেঁপে গেছে।

'রানা!' বিস্ফারিত চোখে কার্লোর সামান্য দূরে তর্জনী নির্দেশ করে আছে মেয়েটি। 'ওই দেখো!'

সবাই একযোগে তাকাল। একটা কালো ফিন চক্কর খাচ্ছে কার্লোর চারদিকে, গজ বিশেক দূর থেকে। জমে গেল সবাই। হাঙর! কার্লোর তাজা রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছে।

'হাত চালাও!' কর্কশ কণ্ঠে ক্যাডিকে ধমকে উঠল রানা। ব্যস্ত হাতে দড়িদড়া খুলতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড পর 'থপাস্!' করে পানিতে পড়ল রাবারের ডিঙি, রানা লাফিয়ে নেমে পড়ল ওটায়। একই মুহূর্তে আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠল পর্তুগীজ। নাভি পর্যন্ত পানি ছেড়ে উঠে পড়ল সে নিচ থেকে জোরাল এক ধাক্কা খেয়ে—আক্রমণ করে বসেছে হাঙরটা।

নীল, স্বচ্ছ পানির নিচে ওরা সবাই দেখতে পেল সাবমেরিনের মত প্রকাণ্ড রূপালী দানবটাকে। দুই সারি ক্ষুরধার চকচকে দাঁতে কার্লোর

এক পা কামড়ে ধরেছে ওটা, হাঁটুর সামান্য নিচে। একমুহূর্ত পর আরেক ঝাঁকি দিল হাঙর কার্লোকে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবার তারস্বরে চিৎকার করে উঠল সে। ব্যথা সহ্য করার ব্যর্থ প্রয়াসে চেহারা বিকৃত করে ডান হাত দিয়ে থপাস্ থপাস্ করে আঘাত করছে পানিতে। ছেড়ে দিল তাকে হাঙর, পিছিয়ে গিয়ে আবার চক্কর দিতে শুরু করল।

দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে পানিতে বৈঠার চাড় দিল মাসুদ রানা। কয়েক মুহূর্তে পৌঁছে গেল কার্লোর কাছে। পরের ঘটনা ঘটল খুব দ্রুত। দানবটাকে এক পলক দেখে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। ও নিশ্চিত, উপাদেয় খাদ্য সামনে উপস্থিত থাকতে ওকে আক্রমণ করবে না হাঙর, অন্তত এখনই নয়।

ওদিকে রানাকে পানিতে লাফিয়ে পড়তে দেখে আতঙ্কে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল লানি। ক্যাডি অহেতুক ছোটাছুটি করছে ডেকে, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। হতভম্ব কার্সটি অর্ধেক দেহ বাইরে ঝুলিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

কার্লোর ডান হাত ধরে নিজের দিকে টানল তাকে রানা, ব্যাক স্ট্রোক দিয়ে ফুট চারেক পিছিয়ে নিয়ে এল। কাঁধে ডিঙির ঘষা খেয়ে এক হাতে ওটার গোল কিনারা আঁকড়ে ধরল ও, একই মুহূর্তে ছুটে এল রূপালী দানব। খচ্ করে কামড়ে ধরল কার্লোর বাঁ কাঁধ। একেবারে চোখের সামনে ওটার ভীতিকর দাঁত আর কুতকুতে চোখ দেখে আতঙ্কে মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল মাসুদ রানা। শিউরে উঠল।

পরক্ষণে সচকিত হয়ে পা ওপরে তুলল রানা, জোড়া পায়ে সর্ব শক্তিতে লাথি মেরে বসল ওটার ডান চোয়ালে। আচমকা আঘাতটা মুহূর্তের জন্যে ঘাবড়ে দিল হাঙরটাকে, কার্লোকে ছেড়ে কয়েক ফুট সরে গেল ওটা। খানিক থমকে থেকে ফের ঘুরতে শুরু করল। ওদিকে লানি আর কার্সটি সমানে চেঁচাচ্ছে। সুযোগটা কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হবে,

ভাল করেই জানে মাসুদ রানা। এরমধ্যেই কার্লো এবং নিজেকে বোটে তুলে ফেলতে হবে ওকে। নইলে কার্লো শেষ, আর এতবড় একটা ঝুঁকি নেয়া নিরর্থক হবে মাসুদ রানার।

কিসের ওপর দিয়ে যে ও আধমরা লোকটাকে বোটে তুলল, নিজেই জানে না রানা। নিজেকেও তুলে ফেলেছে কোমর পর্যন্ত, পা দুটো তোলা বাকি, ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল ওটা। খুদে দুই ছুটন্ত শয়তানের চোখ আর করাতের মত দাঁতের দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। জমে গেছে। জানে, গ্রাস কেড়ে নেয়ায় এবার ওকেই আক্রমণ করবে হাঙর। খিদে জাগানো শিকার যে কেড়ে নেয়, তাকে ছেড়ে দেয়ার কোন কারণ নেই ওটার। অভিজ্ঞতা থেকে জানে দেরি হয়ে গেছে, তবু পা টান দিল রানা। দিয়েই বুঝল, অন্তত একটা পা গেল জন্মের মত। দানবটা তখন মাত্র তিন ফুট দূরে রয়েছে।

এমন সময় চোখের কোণ দিয়ে চকচকে কিছু একটা উড়ে যেতে দেখল ও। হার্পুন! হাঙরটার মাথা সই করে হার্পুন ছুঁড়েছে ক্যাডি গায়ের জোরে। হাঙরটার চোখের সামনে দুটো সূঁচলো প্রঙ 'ঘ্যাচ!' করে বিঁধে গেল, গতি আর জিনিসটার ওজনের চাপে দু'ইঞ্চি করে সেঁধিয়ে গেল মুহূর্তে। আচমকা গতি রুদ্ধ হয়ে গেল দানবের। কুঁকড়ে গেল ওটা, পরক্ষণে এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি শুরু করে দিল। পা তুলে ডিঙিতে উল্টে পড়ল মাসুদ রানা, স্বস্তির ঝিরঝিরে একটা ধারা অবশ করে ফেলল সারাদেহ। আনন্দের সম্মিলিত চিৎকার উঠল মৎস্যকন্যার ডেকে।

পিঠের নিচে নড়াচড়া টের পেয়ে সচকিত হলো রানা। বুঝল মুমূর্ষু কার্লোর ওপর পড়ে আছে ও। গড়িয়ে সরে গেল, উঠে বসে পানির দিকে তাকাল। রক্ত আর ফেনার মাঝে বন্ বন্ করে ঘুরছে জলদানব, সাবমেরিনের পেরিস্কোপের দণ্ডের মত হার্পুনটাও ঘুরছে সাথে। পানিতে প্রচণ্ড আলোড়ন। যন্ত্রণায় অস্থির, উন্মাদ হয়ে পড়েছে ওটা।

ডেক থেকে চিৎকার করে কি যেন বলল ক্যাডি।

কার্লোকে বোটে তোলার দশ মিনিট পর তোতলাল খানিক এনজিন, খাবি খেল, তার পর আচমকা বন্ধ হয়ে গেল।

সেই থেকে ডগ হাউসের সাথে পিঠ দিয়ে বসে আছে মাসুদ রানা, দু'হাঁটু ভাঁজ করে তুলে দু'হাতে বেড় দিয়ে ধরে মাথা গুঁজে বসে আছে, একবারের জন্যেও মুখ তোলেনি। এখনও সর্বাঙ্গ কাঁপছে ওর অল্প অল্প। লানি পাশে হাঁটু মুড়ে বসে জড়িয়ে ধরে রেখেছে রানাকে, অনবরত প্রলাপ বকছে আর কাঁদছে মেয়েটি। ওর কান্নার ঝাঁকি রানাকেও ঝাঁকাচ্ছে। ভয়ঙ্কর মানসিক ধাক্কাটা কাটতে সময় নিল প্রচুর।

খুব ধীরে ধীরে মাথা তুলল রানা, টকটকে লাল চোখের অভিব্যক্তি-হীন দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাল। 'আমি ঠিক আছি, লানি। ওরা কোথায়?'

'পিছনে।' চোখ মুছল লানি। 'কার্লোর অবস্থা খুব খারাপ।'

কষ্টেসৃষ্টে উঠে স্টার্নের দিকে পা বাড়াল রানা। 'এনজিনের কি হয়েছে?'

'জানি না। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।'

পর্তুগীজ লোকটাকে দেখল ও, সঙ্গে সঙ্গে বুঝল বড়জোর আর পনেরো মিনিট টিকবে সে। মানুষ নয়, চামড়া, হাড় আর রক্তের একটা পিণ্ড। বুক আর কাঁধের ছেঁড়া চামড়া, ভাঙা হাড় দেখে গায়ের ভেতর গুলিয়ে উঠল রানার। হাঁটুর নিচে সামান্য এক চিলতে চামড়ার সাথে ঝুলছে কার্লোর বাঁ পা। আর্টারি ছিঁড়ে দমকে দমকে বেরিয়ে আসছে রক্ত। ওদিকে পেটে ক্যাডির বুলেটের ক্ষত। সবগুলো থেকে সমানে রক্ত ঝরে ভেসে গেছে ডেক।

বোটের ফার্স্ট এইড কিট পাশেই খোলা পড়ে আছে। ক্যাডির হাতে খালি সিরিঞ্জ। 'কি দিয়েছ?' জানতে চাইল রানা।

'মরফিন, স্কিপ। এক এমএল।'

'কোন লাভ নেই,' বিড় বিড় করে বলল ও।

'জানি। তবু একটু সময় হয়তো পাব ভেবে দিলাম।'

রানা হাঁটু গেড়ে বসল কার্লোর পাশে। ক্যাডির উদ্দেশে বলল, 'এনজিনের কি সমস্যা দেখে এসো একবার। পাল তোলার ব্যবস্থা করো।'

'রাইট, স্কিপ।' চলে গেল ক্যাডি।

কার্লোর পায়ের দিকে নজর দিল ও এবার। মরফিনের প্রতিক্রিয়ায় রক্ত পড়া কমেছে খানিকটা। চোখ বুজে মরার মত পড়ে আছে পর্তুগীজ, চেহারা চকের মত সাদা। চোখ তুলে দিগন্তে তাকাল রানা মুহূর্তের জন্যে। জালুদকে পোকার মত দেখাচ্ছে। গুবরে পোকা। অনেক দূরে চলে গেছে।

পাঁচ মিনিট পর উঠে এল ক্যাডি। জানাল ফুয়েল ট্যাঙ্কের হোস কানেকশন ছিঁড়ে গেছে গুলি লেগে। ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে জুড়তে। কাজটা তাকে সেরে ফেলার নির্দেশ দিল মাসুদ রানা, লানি আর কার্সটিকে বলল পাল খাটাতে। এ মুহূর্তে কণ্ঠ আর চেহারা একদম শান্ত ওর।

সবাই চলে যেতে কার্লোর দিকে ঝুঁকল রানা। মৃদু স্বরে বলল, 'কার্লো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা দোলাল লোকটা। চোখ খুলল না।

'যাকে বন্ধু জেনে এতদিন এক সাথে কাটালে, বিপদের সময় সে কেমন তোমাকে ফেলে পালিয়ে গেল দেখলে?'

আবার মাথা দোলাল পর্তুগীজ। চোখে পানি। কাঁদছে, না যন্ত্রণার জন্যে বোঝা গেল না।

'একেই তুমি এতদিন হাজারো অপকর্মে সাহায্য করেছ।'

'হ্যাঁ।'

'গ্যারেট সম্পর্কে কি জানো তুমি, বলো আমাকে। আমি তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব, বাঁচিয়ে তুলব...' লোকটার মুখে ভৌতিক হাসি ফুটতে দেখে থেমে গেল মাসুদ রানা।

'আমাকে এতই বোকা... পেয়েছ তুমি, ক্যাপ্টেন?' করুণ হাসি ফুটল কার্লোর বিকৃত মুখে। 'আমি জানি, সবচে'...কাছের ডাক্তারও এখান থেকে...একদিনের দূরত্বে, অথচ...আর বড়জোর কয়েক মিনিট...বাঁচব আমি। পৃথিবীর সবচে' আধুনিক...হাসপাতালও যে এখন বাঁচাতে পারবে...না আমাকে, তাও বুঝি। তুমিও...তা জানো, ক্যাপ্টেন।'

মাথা দোলাল লোকটা। 'শেষ...হয়ে গিয়েছি আমি,' বিড়বিড় করে বলল। 'আফসোস! প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে...আমাকে হাঙরের...হাত থেকে বাঁচিয়েছ...বলে তোমাকে ধন্যবাদ। বাস্টার্ড... লেসিলিস! সময়...সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে... শোনো।'

ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা। লোকটার মুখের কান নিয়ে চোখ কুঁচকে শুনতে লাগল। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে কার্লো, বোঝা দুষ্কর। দশ মিনিট ধরে টেনে টেনে বলে গেল সে, তারপর গলা বুজে গেল। রক্ত জমে ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠল গলায়, পরমুহূর্তে মাথা ঢলে পড়ল এক পাশে। সোজা হয়ে কয়েক মুহূর্ত নিথর পর্তুগীজকে দেখল মাসুদ রানা, আলতো করে তার আধবোজা দু'চোখ টিপে বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল।

পরক্ষণে দুলে উঠল মৎস্যকন্যা, এগোতে শুরু করল পালে বাতাসের চাপ পড়তে। দ্রুত সামনের দিকে এগোল মাসুদ রানা। 'কার্সটি, হুইলে থাকো। লানি, কফি তৈরি করো সবার জন্যে,' বলতে বলতে এনজিন রূমের দিকে এগোল ও।

'রানা,' ডেকে উঠল কার্সটি। 'লোকটা কি বলল?'

'গ্যারেটের সন্ধান।'

'কি বললে!' চমকে উঠল সে।

'হ্যাঁ। ও জানিয়ে গেছে কোথায় আছে তোমার ছেলে।'

রানা-ক্যাডি মিলে এক ঘণ্টা খেটে মেরামত করল মৎস্যকন্যার হোস কানেকশন। ততক্ষণে আরেক ক্ষতির কথা জানিয়েছে কার্সটি—লেসিলিসের গুলির আঘাতে বোটের রাডারও নষ্ট হয়ে গেছে। কঠিন সমস্যা, অথচ সমাধানের উপায় এ মুহূর্তে নেই, কাজেই বিষয়টা ভুলে থাকার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। কারণ মাথা খাটানোর মত ওর চেয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

এনজিন স্টার্ট দিয়ে সোজা পশ্চিমে সেট করল ও বোটের নাক, তারপর হুইল লক্ করে ফোরডেকে বসল অন্যদের নিয়ে।

'কার্সটি, গতবছর তানজানিয়ার কাছের দ্বীপ রাষ্ট্র কমোরোয় যে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে তা জানো? প্রচুর মানুষ মরেছে সে সময়ে।'

'শুনেছি। তবে বিশেষ কিছু জানি না।'

'আমি জানি,' বলল ক্যাডি। 'পত্রিকায় পড়েছি।'

'অভ্যুত্থানকারী দলের নেতার নাম ওকেলো। আমাদের লেসিলিস ওকেলোর খুব কাছের মানুষ, অভ্যুত্থানের আগে ওকেলোকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে দিয়েছে সে। তারই টাকায় বাইরে থেকে কিনে তার হাতে পৌঁছে দিয়েছে অস্ত্র। ওকেলো জন্মগতভাবেই উগান্ডান, তবে কমরোয় স্থায়ী। এক সময় নাকি কেনিয়ান পুলিসে ছিল, ওই পর্যন্তই লোকটার সামরিক ট্রেনিং। কমরোর ক্ষমতা দখল করে নিজেকে সে 'ফিল্ড মার্শাল' উপাধি দিয়েছে।

'কয়েক হাজার মানুষ মারা গেছে সে অভ্যুত্থানে, যার একটা অংশ স্বয়ং ওকেলোর হাতে নির্যাতিত হয়ে মরেছে। ও একটা মনস্টার, সাইকোপ্যাথ। পশু পাখির মত মানুষ মেরে আনন্দ পায়।'

অধৈর্য দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কার্সটি হেউড। মনে

মনে চাইছে রানা তাড়াতাড়ি গ্যারেটের প্রসঙ্গে আসুক।

'সমস্যা বাধিয়েছে ওকেলোর রক্তের গ্রুপ,' আবার শুরু করল রানা। 'সেও খুবই রেয়ার ব্লাড গ্রুপের মানুষ। কার্লো বলেছে, তার গ্রুপ নাকি ও রেলাস...?' প্রশ্ন বোধক চোখে কার্সটির দিকে তাকাল ও।

'ও রেসাস নেগেটিভ,' শুধরে দিল কার্সটি। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠতে শুরু করেছে তার।

'তাই হবে। এদিকে গ্যারেটের হচ্ছে ও নেগেটিভ কে. কে., রাইট?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল কার্সটি। চেয়ারের হাতলে মুঠো ক্রমেই চেপে বসছে তার, সাদা হয়ে গেছে আঙুলের গাঁট।

'এই দুই গ্রুপ হচ্ছে পরস্পরের পরিপূরক,' সিগারেট ধরাল ও। 'এদিকে ওকেলোর রক্তের গ্রুপ যেমন রেয়ার, তেমনি রেয়ার এক অসুখও আছে তার, যার নাম সিকলি-সেল অ্যানিমিয়া। এই রোগের রোগীদের রক্ত খুব ঘনঘন বদল করতে হয়। এসব জানা ছিল লেসিলিসের। মাহে থেকে দার-এস-সালাম আসার জন্যে গ্যারেট যখন জালুদে চড়ে, তখন ওর গলায় ঝোলানো ট্যাগ দেখে তার রক্তের গ্রুপ জেনে ফেলে লেসিলিস। রেয়ার ব্লাড গ্রুপওয়ালাদের এ ধরনের ট্যাগ পরিয়ে দেয়া হয় জন্মের সময়। ওটাই কাল হয়েছে গ্যারেটের। ধরে নিয়ে ওকেলোর কাছে দশ হাজার ডলারে ওকে বেচে দিয়েছে লেসিলিস।'

'ওহ্, গড!' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল কার্সটি, সারাদেহ থর থর করে কাঁপছে। 'ওরা...ওরা গ্যারেটের রক্ত শুষে নিচ্ছে!'

'ভয় পেয়ো না, গ্যারেট বেঁচে আছে। ওকেলো নিজ স্বার্থেই বাঁচিয়ে রেখেছে ওকে, ভাল ভাল খাইয়ে রীতিমত সুস্থ রেখেছে। নিজের কথা ভেবেই গ্যারেটের কোন ক্ষতি সে করেনি।'

ঝট্ করে হাত নামাল কার্সটি, পানি ভরা দু'চোখে মাসুদ রানার

চেহারায় হন্যে হয়ে খুঁজছে কিছু। হয়তো আশ্বাস।

'তোমার স্বপ্নই সত্যি হলো, কার্সটি,' বলল ও মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে। 'ওরা গ্যারেটের রক্ত শুষে নিচ্ছে। তবে সবচে' বড় কথা ও বেঁচে আছে, সুস্থ আছে। এবং আমরা এবার যাব তোমার ছেলেকে উদ্ধার করতে।'

চোখমুখ কোঁচকাল ক্যাডি। 'কাজটা কি করতে পারব আমরা?'

'পারব,' দৃঢ় আস্থা ধ্বনিত হলো রানার কণ্ঠে। 'দেশটা এখনও বারুদের স্তূপ হয়ে আছে। ওকেলোর আসলে ক্ষমতায় বসার কথা ছিল না, ছিল এক ক্যাপ্টেনকে সহায়তা করার। কিন্তু ক্ষমতার লোভে শেষ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে লোকটার সাথে। এই জন্যে ক্যাপ্টেনের সমর্থকরা প্রায় এক বছর ধরে নরক করে রেখেছে কমরোর রাজধানীকে। প্রতিদিনই গোলাগুলি হচ্ছে ওকেলো আর ক্যাপ্টেনের বাহিনীর মধ্যে, ক্ষমতা নিয়ে কামড়াকামড়ি চলছে। এ ধরনের হুলস্থূলের মধ্যে কম্যান্ডো হামলা চালিয়ে সহজে...'

'কম্যান্ডো!' চোখ কপালে উঠল ক্যাডির। 'ওয়েট আ মিনিট, স্কিপার! কম্যান্ডো কোথায় পাচ্ছি আমরা?'

'আমরাই হয়ে যাব সময়মত।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানাকে দেখল কানাডিয়ান। 'সে ট্রেনিঙটাও তুমি দিচ্ছ তো আমাদের?'

মুচকে হাসল ও। 'হ্যাঁ। কাজ উদ্ধারে বিশেষ কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। গ্যারেটকে সাগরতীরের এক বাংলোয় রাখা হয়েছে। কোথায়, সে সম্পর্কেও মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছে কার্লো। কেবল ওটা লোকেট করতে হবে। আমরা গ্যারেটকে উদ্ধার করতে যাব, ওকেলো তা জানে না। ওর জন্যে তেমন কড়া গার্ডের ব্যবস্থাও সে রাখেনি আমার বিশ্বাস। অবশ্য লেসিলিস যদি আমাদের আগে কমোরো পৌঁছতে পারে, তখন হয়তো পরিস্থিতি বদলে যাবে।'

'তা পারবে না,' বলল ক্যাডি। 'আলদাবরা থেকে ওর মোম্বাসা

যাওয়ার কথা আছে।'

'আমার মনে হয় বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে আপাতত মোম্বাসার প্রোগ্রাম স্থগিত রেখে কমরোই যাবে সে,' বলল রানা চিন্তিত কণ্ঠে। 'কারণ ও দেখেছে আমরা সাগর থেকে কার্লোকে উদ্ধার করতে পেরেছি। এবং কার্লো গ্যারেটের ব্যাপারে জানত।'

'হুঁম, তা অবশ্য ঠিক।'

'গড!' চিৎকার করে উঠল কার্সটি। 'আমরা আসছি খবর পেলে ওকেলো নিশ্চই মেরে ফেলবে গ্যারেটকে।'

মাথা দোলাল রানা। 'সম্ভাবনা কম। কারণ ওর রক্ত তার প্রয়োজন, তাই অন্তত এই কাজটি সে করবে না।'

'তাহলে,' উত্তেজনায় ঝুঁকে বসল ক্যাডি। 'আমাদের তাড়া করে লেসিলিসকে ধরা উচিত।'

'উচিত। তবে সে ক্ষেত্রে বড় একটা সমস্যা আছে। আমি মনে করি লেসিলিস এতক্ষণে কোর্স বদল করে ফেলেছে। সোজা পথে কমরো যাবে না লোকটা। কারণ ও জানে, কমরো পর্যন্ত ছয়শো মাইল যাওয়ার অনেক আগেই তাড়া করে জালুদকে ধরে ফেলব আমরা। এই বোটের সাথে পাল্লা দেয়ার ক্ষমতা ওটার নেই। হয়তো কালই ধরা পড়ে যাবে সে। কাজেই সে কমরো গেলেও এই ভয়ে সোজা যাবে না, যাবে ঘুরপথে। বিরাট এক লূপ সৃষ্টি করে এগোবে লেসিলিস। সমস্যাটা এখানেই। কোনদিকে হবে সে লূপ, উত্তরে না দক্ষিণে? এখন তা বোঝার উপায় নেই, কারণ রাডার অকেজো করে দিয়ে গেছে ও আমাদের। এতবড় এক মহাসাগরে আন্দাজে ওকে কি করে খুঁজে বের করব আমরা? রাডার থাকা সত্ত্বেও পুরো এক নেভাল ফ্লীটও সাগরে একটা সিঙ্গল জাহাজ খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয় অনেক সময়। এ রেকর্ড অনেক আছে। সেদিক থেকে ভাবলে লেসিলিসকে পাকড়াও করার সুযোগ আমাদের একেবারেই নেই।'

'তাহলে?' চেহারায় তীব্র হতাশা ফুটল কার্সটির।

'আর কি?' আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। 'লেসিলিস দুনিয়া ঘুরে যাক না, আমরা যাব একদম সোজা পথে। তাতে ওর অন্তত দেড় থেকে দুই দিন আগে জায়গামত পৌঁছে যাব আমরা। ওকেলো সতর্ক হওয়ার আগেই কাজ শেষ করে ফিরে আসব।'

কেউ কোন কথা বলল না। সবাই নীরব। মাথা নিচু করে সামনের টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে কার্সটি, কি যেন চিন্তা করছে। হঠাৎ এক সময় মুখ তুলল সে। 'হাওয়ার্ড গডফ্রে।'

'কে?' প্রশ্ন করল ক্যাডি।

'দার-এস-সালামের ইউ এস কনসাল। তার সাহায্য চাইতে পারি আমরা এ ব্যাপারে।'

'তা পারি,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু সে তো উল্টো হয়ে গেল। কমরো থেকে এক বেলার পথ। যে সময় দার-এস-সালাম পৌঁছতে ব্যয় হবে আমাদের, সে সময়ের মধ্যে আমরা হয়তো গ্যারেটকে উদ্ধারও করে ফেলতে পারব।'

'কিন্তু যদি ব্যর্থ হই আমরা?' ফস্ করে বলে বসল ক্যাডি।

'ঠিক,' সায় দিল কার্সটি। 'যদি ব্যর্থ হই, জানাজানি হয়ে যায় সব কিছু। তখন?'

'রাইট, স্কিপ। আমরা সফল হবই, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তারপর ধরো যদি ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ে, গ্যারেটের কিছু হয়ে যায়, কার্সটির এত আশা-ভরসা, আমাদের কষ্ট, সব বরবাদ তো হবেই, নিজের কাছেও নিজের ইজ্জত থাকবে না। তারচে' প্রথমে বরং দার-এস-সালামেই চলো, দেখা যাক কনসাল ভদ্রলোক রাজনৈতিক বা আর কোন উপায়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন কি না। তেমন ক্ষতির কোন আশঙ্কা তো এমনিতেও নেই, কারণ লেসিলিসের চাইতে এগিয়ে থাকছি আমরা। সময়টা হাতে থাকছে। যদি সাহায্য পাওয়া যায়

কনসালের, ভাল, যদি না পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ ফিরে আসব আমরা কম্‌রো।'

প্রস্তাবটা নিয়ে কিছু সময় ভাবল মাসুদ রানা। মন্দ নয়। সাহায্য যদি পাওয়া যায়, কেন অনর্থক তিন আনাড়িকে নিয়ে চেষ্টা করা? 'কার্সটি, তোমার কি মত?'

বেশ দ্বিধা দেখল রানা তার চোখেমুখে। 'ক্ষমা কোরো, রানা, যদি তোমার মনে কোনরকম আঘাত লাগে। আমাদের বোধহয় প্রথমে দার-এস-সালাম যাওয়াই সঠিক হবে। আই মীন...'

হাসল মাসুদ রানা। 'তোমার এত দ্বিধার কোন কারণ দেখি না আমি, কার্সটি। মনে আঘাত পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। সব কিছুর ওপরে আমিও তোমার মতই গ্যারেটের উদ্ধার চাই, সে যে উপায়েই হোক। তবে আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম আরও একটা কারণে, সেটা হচ্ছে অভ্যুত্থানের পর থেকে কমরোর সাথে তোমার দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। কনসাল রাজনৈতিকভাবে কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবু, তাই সই। পারবেন কি পারবেন না, তা আমরা দার-এস-সালাম গিয়েই জানব। চলো।'

মাসুদ রানা নিশ্চিত জানে ওর অনুমানই সঠিক। রাজনৈতিক চ্যানেলে কনসাল যদি গ্যারেটের প্রসঙ্গ তোলে, ওকেলো সরাসরি তা অস্বীকার করে বসবে, তখন কিছু করার থাকবে না।

তবু আপত্তি করেনি রানা কার্সটি অন্তত একটা সান্ত্বনা পাবে ভেবে। তাছাড়া ওর মাথায়ও এক অন্য লাইনের বুদ্ধি এসেছে। সেটা কাজে লাগানো যায় কি না, কনসালের সাথে কথা বলে সে চেষ্টাও করে দেখা যাবে।

এগারো

'ধন্যবাদ, রানা,' বলল কার্সটি। 'ওখানে গিয়ে হাওয়ার্ডকে সব খুলে বললে সে নিশ্চই সাহায্য করবে আমাদের। গ্যারেট আমেরিকার নাগরিক; সরকারের তরফ থেকে কোন না কোন পদক্ষেপ নেয়া হবেই।'

'আমারও তাই মনে হয়,' মিথ্যে সান্ত্বনা দিল ও।

'আমাদের তাহলে এখন সর্বশক্তিতে ছোটা উচিত, কি বলো, স্কিপ?'

'রাইট ক্যাডি।' উঠে পড়ল রানা। 'তুমি হুইলের দায়িত্ব নাও, ম্যাক্সিমাম স্পীডে ছোটা সম্ভব হলে ছোটাও বোট।'

'খুব সম্ভব। জ্যাক একেবারে নতুন করে গড়ে দিয়েছে তোমার এনজিন, আমি দেখেছি। ঘাবড়াবার কিছু নেই, ফুল স্পীড দিলে কল-কব্জা খসে পড়ার আশঙ্কা নেই একেবারেই।'

'গুড, তাই করো তাহলে। ফো'ক্যাসল লকারে একটা বাড়তি স্টে সেইল আছে, আমি ওটাও খাটাবার ব্যবস্থা করি গিয়ে। সামান্য কিছু বাড়তি গতি পাওয়া যাবে তাতে।'

'ওকে, ক্যাপ্টেন-কাম-ওঅরিয়র-কাম-কম্যান্ডো ট্রেইনার-কাম' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল কানাডিয়ান, 'গড নোজ হাউ মেনি মোর ইউ আ', ওল' বাডি।' উঠে পড়ল সে। 'ভাল কথা, ও শালার কি ব্যবস্থা করব?'

মৃদু হাসি ছিল রানার মুখে, কিন্তু ক্যাডির স্টার্নের উদ্দেশে ইঙ্গিত

আর বিশেষণ শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। 'যত খারাপই হোক, ক্যাডি, মৃতকে কখনও গালমন্দ করতে নেই। ওখানে যে দেহটা পড়ে আছে, তার ভেতরের মন্দ মানুষটা চলে গেছে। ওই দেহ নিষ্পাপ, ওটাকে...'

'হেল্, স্কিপ! গ্যারেটকে রক্তচোষা ওকেলোর হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে কার্লোর হাত ছিল।'

'ঠিক। এবং সে-ই মরার আগে আমাদের জানিয়ে গেছে তার অবস্থানের খোঁজ। সে যাক, ওটার ব্যাপারে যা করার আমি করব। আফটার অল, দ্যাট'স আ মাস্টার্স ডিউটি। 'বাই দা ওয়ে, ক্যাডি, আমাকে হাঙরের মুখ থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরতে সাহায্য করার জন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। হার্পুনে তোমার যে নিপুণ লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা, সে জন্যে আজ থেকে তোমাকে ক্যাপ্টেন আহাব বলে ডাকব আমি।'

'থ্যাঙ্কস, কিন্তু সে তো পরের বিষয়। তার আগে তুমি যা দেখালে, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় আমার। জীবনে এই প্রথম দেখলাম কাউকে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে। বিলিভ মি, রানা, আমি...'

'সত্যি,' বাধা দিল কার্সটি। 'তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার কোন সীমা রইল না। তোমার জন্যেই এত তাড়াতাড়ি জানা গেল কোথায় আছে আমার ছেলে। কেন আটকে রাখা হয়েছে ওকে।'

অস্বস্তি বোধ করল মাসুদ রানা। চেহারায় রঙের আভাস দেখা দিতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দ্রুত মুখ নিচু করে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মার্কিন দূতাবাস ভবন। দার-এস-সালাম। কনফারেন্স রুমের বড়সড়, ঝকঝকে পালিশ করা টেবিল ঘিরে বসে আছে মোট সাতজন। রাষ্ট্রদূত ফ্র্যাঙ্ক, কনসাল গডফ্রে, এবং গডফ্রের ভাষায় দুই 'আনঅফিশিয়াল' রিচার্ডস ও মারফি। অন্যদিকে মাসুদ রানা, কার্সটি ও ক্যাডি। লানি নেই

ওদের সাথে। কাগজপত্র নেই বলে বোটে থেকে যেতে হয়েছে ওকে।

এক ঘণ্টা আগে গডফ্রের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ওদের, কার্সটির কাহিনী এবং তার কাছে ছুটে আসার কারণ শুনে বিপদে পড়ে যান ভদ্রলোক। নিরুপায় হয়ে রাষ্ট্রদূতের শরণ নিতে হয়েছে তাঁকে। তারপর তড়িঘড়ি বসেছে এ বৈঠক।

সময় নিয়ে নতুন করে আরেকবার রাষ্ট্রদূতকে পুরো ঘটনা শোনাল কার্সটি, তারপর ভদ্রলোকের সিদ্ধান্তের আশায় থাকল। অনেকক্ষণ পর নড়লেন ফ্র্যাঙ্ক। নিজের মস্ত টাকে হাত বোলালেন। 'কোন রূপকথার গল্প শুনলাম না তো?' বলে উঠলেন মৃদু কণ্ঠে।

'লুক, হিয়ার,' রেগে উঠল ক্যাডি।

হাত তুলে বাধা দিলেন ফ্র্যাঙ্ক, কনসালের দিকে তাকালেন। 'হাওয়ার্ড, ঘটনা সত্যি?'

'সত্যি, ফ্র্যাঙ্ক। লেসিলিস নিজেই গ্যারেটের নিখোঁজ হওয়ার খবর রিপোর্ট করেছিল পুলিসে। তুমি আরুশা ছিলে তখন। লোকটার সাথে কথা বলেছি আমি। আমাকেও সে একই কথা বলেছে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'আরেকটা কথা,' বলে উঠল মারফি। সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ একটা ষাঁড় মানুষটা। তার স্থির চাউনি দেখলে বুক কাঁপে। 'এতদিন কান কথা শুনে এসেছি ওকেলোর রেয়ার এক রোগ আছে। মিসেস হেউড যা বললেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে ঘটনা সত্যি।'

'ভ্যাম্পায়ার!' দাঁতে দাঁত চাপল অন্যজন, রিচার্ডস। আকারে সে-ও প্রায় তার সঙ্গীরই মত। গালে চাপ দাড়ি।

'ওয়েল?' রাষ্ট্রদূতের উদ্দেশে বলল কার্সটি। 'আমি আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী।'

চিন্তায় ভুরু কুঁচকে উঠল ফ্র্যাঙ্কের। প্রথমে কনসাল, তারপর মারফিকে দেখলেন। আসন ছাড়লেন। 'মিসেস হেউড, বন্ধুদের নিয়ে

অপেক্ষা করুন কয়েক মিনিট। আমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করতে চাই করণীয় সম্পর্কে।'

'কিন্তু হাতে সময় নেই...'

'জানি। আমরাও বেশি সময় নেব না।'

সংলগ্ন এক রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল চারজনের দলটা, সময় গড়িয়ে চলল। মাঝেমধ্যে বন্ধ রুম থেকে কারও কারও ক্রুদ্ধ মন্তব্য শোনা গেল। কার্সটি অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছল, তখনই বেরিয়ে এল দলটা। অনেক দ্বিধা ইত্যাদির পর রাষ্ট্রদূত যা বললেন, তার মর্ম এই—এ ব্যাপারে অফিশিয়ালি তারা অসহায়। করার নেই কিছু।

প্রথমে রেগে, চেঁচিয়ে, কেঁদে একাকার করল কার্সটি। পরে অবশ্য সমস্যাটা খুলে বলতে কিছুটা শান্ত হলো। ওদের জানানো হলো, অভ্যুত্থানের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কমরোর কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন, কাজেই অন্তত রাজনৈকিতভাবে কিছু করার উপায় নেই রাষ্ট্রদূত বা কনসালের।

'ও দেশের আসল ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে ডিফেন্স মিনিস্টার এবং সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, রবার্ট কারুমি,' ব্যাখ্যা করলেন ফ্র্যাঙ্ক। 'কিন্তু সে-ও যমের মত ভয় করে ওকেলোকে। দ্বীপের প্রত্যেকেই তাই করে। কারণ ওকেলো ভীষণ ধূর্ত, হিংস্র। কেউটের মত বিষাক্ত। তারও ওপর স্যাডিস্ট।

'স্বাভাবিক সময় হলে আমরা আমাদের এক নাগরিককে আটকে রাখার জন্যে ওকেলো সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতাম। তাকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানাতে পারতাম। তাতে কাজ না হলে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা যেত। এতসবেও যদি কাজ না হয় তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে সামরিক পদক্ষেপও নিয়ে থাকি আমরা, কাজ আদায় করে ছাড়ি। কিন্তু এই

ব্যাপারে তার কোনটাই প্রয়োগ করার উপায় নেই। রাজনৈতিক বাধা তো শুনলেনই, সামরিক বাধা আরও বড়। এই অঞ্চলের কয়েকশো মাইলের মধ্যেও আমাদের কোন মিলিটারি ইউনিট নেই।'

'তাহলে?' অসহায়ের মত কনসালের দিকে তাকিয়ে থাকল কার্সটি। 'কোন উপায় নেই আমাকে সাহায্য করার?'

'আমি খুব দুঃখিত, মিসেস হেউড। নেই।'

মনে হলো আবারও বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছিল সে, দ্রুত বাধা দিল মাসুদ রানা। 'অফিশিয়ালি উপায় না হয় নেই, আনঅফিশিয়ালি কিছু করা যায় না?'

চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল রাষ্ট্রদূতের। 'কি রকম?'

'ছেলেটাকে উদ্ধারের জন্যে কোন কম্যান্ডো অভিযানের ব্যবস্থা বোঝাতে চাইছি আমি, মিস্টার অ্যামব্যাসাডর।'

ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড ওকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করলেন রাষ্ট্রদূত। 'ইউ মীন, গড! ওসব যে কত কঠিন...'

'কঠিন, স্বীকার করি,' বলল মাসুদ রানা। 'তবে এ ক্ষেত্রে তা খুব একটা হবে না হয়তো।'

'কি করে বুঝলেন আপনি?' প্রশ্ন করল মারফি।

'খুব সহজ। লেসিলিস এখনও পথে, কমরো পৌঁছতে আরও বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে তার। অর্থাৎ আমরা যে গ্যারেটের বেঁচে থাকার কথা, অবস্থানের কথা জেনে গেছি, সে খবর লেসিলিস পৌঁছার আগে পর্যন্ত জানার উপায় নেই ওকেলোর। এবং আমি যতদূর জানতে পেরেছি, সাগর পারের এক ভিলায় রাখা হয়েছে গ্যারেটকে। তার জন্যে বিশেষ গার্ডেরও কোন ব্যবস্থা নেই। কয়েকজন মাত্র গার্ড আছে ভিলার দায়িত্বে।'

'তো?' চিন্তিত দেখাল মারফিকে।

'এই সুযোগটা চেষ্টা করলে নেয়া যায়। অতর্কিত অভিযান চালিয়ে

গ্যারেটকে উদ্ধার করে আনা খুব কঠিন হবে বলে মনে হয় না আমার। কেউ তাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছে, ওকেলোর সে ব্যাপারে অজ্ঞতা বড় এক প্লাস পয়েন্ট হবে রেসকিউ দলের জন্যে। যা অজ্ঞ ওকেলোর অসতর্ক গার্ডদের জন্যে হবে একইরকম বড় এক সারপ্রাইজ। এবং তা কাটার আগেই গ্যারেটকে ছিনিয়ে আনা অসম্ভব কিছু হবে বলে আমি মনে করি না।'

চার মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি নীরব বিস্ময়ে দেখল রানাকে দীর্ঘ সময় ধরে। চাওয়াচাওয়ি করল নিজেদের মধ্যে। 'এ ব্যাপারে আপনাকে বেশ অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে!' কৌতূহল প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রদূত।

'মোটামুটি আর কি! এ অভিযানের একটা খসড়া পরিকল্পনা আছে আমার। আপনারা যদি আগ্রহী হন, আমি ব্যাখ্যা করতে পারি।'

দ্রুত চোখাচোখি হলো মারফি-রিচার্ডসের। 'বলুন না,' হাসলেন রাষ্ট্রদূত। 'শুনতে তো বাধা নেই। কি বলো, মারফি?'

'রাইট, স্যার।'

'গ্যারেটকে কোন্ গ্রামের কোন্ বাড়িতে রাখা হয়েছে, তা আমি জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু লোকেশন জানি না কোনওটার। ওসব...'

'ডোন্ট বদার,' বলে উঠলেন কনসাল। 'আপনি প্ল্যানটা বলুন।'

এক ঘণ্টা পর।

জরুরী বৈঠক চলছে দূতাবাসের কনফারেন্স রূমে। টেবিলে বিছানো রয়েছে কমরোর এক লার্জ স্কেল ম্যাপ এবং বড় আকারের কিছু ছবি। হাতে হাতে ঘুরছে ছবিগুলো। এক পাহাড়ের ওপরের ভিলার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের ছবি ওগুলো।

'এই হচ্ছে আপনার সেই গ্রাম,' ম্যাপের এক জায়গায় টোকা দিয়ে মাসুদ রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মারফি। 'জেমবিয়ানি। এর দেড় মাইল উত্তরে,' আঙুল টেনে সামান্য দূরের আরেক জায়গায় স্থির করল সে।

'রীফ চ্যানেল ঘেঁষা এক পাহাড়ের ওপর রয়েছে বাড়িটা। আমার জানা তথ্য মতে ওটা ওকেলোর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি, মূরিশ স্টাইলে নির্মিত। কার্লোর দেয়া তথ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে এই বাড়িতেই আছে গ্যারেট।'

'মৃত্যুর সময় মানুষ সাধারণত মিথ্যে বলে না,' চোখ না তুলে বলল মাসুদ রানা। ম্যাপ দেখায় মগ্ন। 'তা ছাড়া তথ্যটা সে সেধেই দিয়ে গেছে, কোন চাপের মুখে নয়।'

'তা ঠিক,' সায় দিল লোকটা।

টেবিলের এক মাথায় বসে নীরবে মাসুদ রানাকে লক্ষ করছে ক্যাডি ও কার্সটি। ওর প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে। মানুষটার এ মুহূর্তের হাবভাবে পরিষ্কার মিলিটারি মিলিটারি ভাব দেখতে পাচ্ছে ওরা। ভেতরে একজন সেনাপতি যেন এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ জেগে উঠেছে সে, পরিচালনা করছে মাসুদ রানাকে, অদ্ভুত আচরণ করাচ্ছে। চেনা রানার সাথে মেলানোই যাচ্ছে না একে।

ওর আসল পরিচয় জানা হয়নি কার্সটি-ক্যাডির, প্রথমে রাষ্ট্রদূত ফ্র্যাঙ্ক জেনেছেন। রানার সাথে মিনিট পাঁচেকের একান্ত বৈঠকে বসেছিলেন তিনি এর মধ্যে। ওদের অনুমান, তখন নিজের আসল পরিচয় রানা জানিয়েছে ভদ্রলোককে। অন্য তিনজনকে তিনিই হয়তো জানিয়েছেন। এ অনুমানের কারণ, ওরা চারজনই হঠাৎ করে বেশ ভক্ত বনে গেছে মাসুদ রানার।ওর সাথে এমনভাবে কথা বলছে যেন রানা বিরাট কোন কেউকেটা। এ মুহূর্তে মাসুদ রানাই নিয়ন্ত্রণ করছে পুরো প্ল্যান।

ওরা দু'জন অপলক চোখে লক্ষ করছে মাসুদ রানাকে। ভেবে পাচ্ছে না মানুষটার সত্যিকার পরিচয় কি। কি এমন বলেছে সে নিজের সম্পর্কে যে এত বেশি খাতির করছে সবাই। কার্সটির সাথে চোখাচোখি হলো

ক্যাডির, নীরবে হয়তো সেই প্রশ্নই করল কার্সটি। হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে ঠোঁট উল্টে। ভাবখানা, বুঝতে পারছি না কিছু।

আরও এক ঘণ্টা পর এক যুবক ঢুকল নক্ করে। বাইশের মত হবে তার বয়স। ছয় ফুট দীর্ঘ। সোনালী চুল। নাম রে। মাসুদ রানাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল মারফি। তিনজন মুখোমুখি বসল রুমের এক কোণে। 'রে, খবর কনফার্ম করা গেছে?' প্রশ্ন করল মারফি।

'হ্যাঁ।'

রানাকে দেখাল সে। 'বলো এঁকে।'

'আপনার তথ্য সঠিক,' বলল যুবক রানার দিকে ফিরে। 'আমি আমার কমরো কন্ট্যাক্টের সাথে কথা বলেছি একটু আগে।'

রে-র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মারফি, রিচার্ডস আর রে, এরা তিনজনই সিআইএ-র কমরো অপারেটর ছিল বের করে দেয়ার আগ পর্যন্ত। ওখানকার এক মার্কিন স্যাটেলাইট ট্র্যাকিঙ স্টেশনে পোস্টেড ছিল, অত্যন্ত ব্যয়বহুল এক প্রজেক্টে। ক্ষমতায় বসেই কমিউনিস্ট চীন আর কিউবার পরামর্শে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ওকেলো। খুব অল্প সময়ের নোটিসে সমস্ত মার্কিন নাগরিককে বের করে দেয় দেশ থেকে, এরাও ছিল তার মধ্যে।

বর্তমানে ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে আছে সে স্টেশন। ওদেশে মার্কিন স্বার্থ লন্ডনই দেখাশোনা করে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে।

বের হয়ে এলেও নিজেদের চর আছে এদের কমরোয়। মাসুদ রানার আসল পরিচয় জেনে এবং ওর রেসকিউ পরিকল্পনা শতকরা নব্বই ভাগ সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বুঝতে পেরে আশান্বিত হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রদূত। কিছু একটা করা যায় কি না, তার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নির্দেশ দেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তথ্য সংগ্রহের কাজে লেগে পড়ে সিআইএ। নিজেদের চর তো আছেই, ওদেশে এমআই সিক্স স্টেশন চীফের সাথেও যোগাযোগ করে মারফি। আশ্চর্য যে মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যেই প্রয়োজনীয়

যাবতীয় তথ্য পেয়ে গেছে সে।

'খুলে বলুন,' বলল রানা।

'জানা গেছে মাসে দু'দিন, দুই বুধবার, রাজধানী মরনি থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ গাড়ি হাঁকিয়ে জেমবিয়ানি গ্রামের ওই বাড়িতে যায় সে। সন্ধের পর। গ্রামবাসীরা প্রায় প্রত্যেকে জানে এ কথা। ও বাড়ির মালিক ওকেলোর আত্মীয়, তাও জানে। তাদের ধারণা আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যায় লোকটা। আর...ও বাড়িতে যে দু'জন অ্যাপ্রন পরা ডাক্তার থাকে, সে খবরও জানা গেছে।'

'ডাক্তার?' আনমনে জুলফি চুলকাল রানা।

'হ্যাঁ।'

'আপনার সোর্স কে, কোত্থাকার?'

'নাম সেলিম, একই গ্রামের বাসিন্দা। জেলে। ওকেলোকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে।'

'বিশেষ কোন কারণ আছে তার লোকটাকে দেখতে না পারার?'

'হ্যাঁ। সেলিমের একমাত্র ছেলে চাকরি করত ওখানকার এক আরব প্ল্যান্টেশন কোম্পানিতে। অভ্যুত্থানের দিন অন্য অনেক আরব ব্যবসায়ীর মত তার বসকেও মেরে ফেলে ওকেলোর সৈন্যরা। মালিককে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল সেলিমের ছেলে, লুকিয়ে রেখেছিল নিজের বাসায়। সেই অপরাধে পাঁচ সন্তান আর স্ত্রীসহ তাকেও পুড়িয়ে হত্যা করে হায়েনার দল। সেলিমের ছোট নাতি মাত্র দু'বছরের ছিল তখন। সে-ও রেহাই পায়নি।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। 'বুধবারেই জেমবিয়ানি যায় ওকেলো?'

'হ্যাঁ, মাসে দু'বার। চোদ্দ দিন পর পর। আজ শুক্রবার। পরশু শেষবার ঘুরে গেছে সে ওখান থেকে।'

'এই রুটিন কখনও অদল-বদল হয়নি?'

'না।'

মারফির দিকে ফিরল ও। 'ইট মেকস সেন্স। গ্যারেটকে সুস্থ রাখার স্বার্থেই দু'সপ্তা পর পর আসে সে।'

'রাইট।'

'ভিলা গার্ড দেয় কতজন?' রে-র উদ্দেশে বলল রানা।

'গেটে দুই-একজন থাকে। ভেতরে একটা ব্যারাক মত আছে। সেখানে আরও কয়েকজন থাকে। আট-দশজন। ওরা অবশ্য খুব ঢিলেঢালা। তবে...'

'তবে কি?'

'ভিলার দু'দিকে, দু'মাইল দূরে দূরে দুটো আর্মি পোস্ট আছে। একটা সী বীচে, আরেকটা জেমবিয়ানি ঢোকার মুখে। ফুললি আর্মড চল্লিশজন করে অফিসার-জোয়ান আছে ওই দুই পোস্টে।'

'সেরেছে!' অস্ফুটে বলে উঠল মারফি। 'তাহলে?'

চিন্তায় পড়ে গেল মাসুদ রানা। এই দুই পোস্টের ব্যাপারে কিছুই বলেনি কার্লো। তার মানে জানত না সে, জানলে না বলার কোন কারণ ছিল না।

মাথা দোলাল রে। 'আসুন, ম্যাপে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।' টেবিলের কাছে ফিরে এল তিনজন।

'এই হচ্ছে সেই ক্লিফ, যার ওপর আছে ভিলা। ক্লিফটা বিপজ্জনক খাড়া, প্রায় দু'শো ফুট উঁচু। ভিলাটা তার একেবারে খাড়া কিনারায়। ওটার উত্তরদিকের সীমানা দেয়ালের প্রায় গা ঘেঁষে এই ক্লিফ ঝপ্ করে নেমে গেছে সোজা সৈকতে। যেখানে প্রায় গজ পঞ্চাশেক জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবড়োখেবড়ো রক। ওগুলো ছাড়িয়ে আরও প্রায় একশো গজমত যেতে পারলে তবে একটা রীফ চ্যানেল বীচ।'

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। অন্যমনস্ক।

'ভিলার পুব-পশ্চিম, দু'দিকেই প্রায় মাইলখানেক করে বিস্তৃত এই

ক্লিফ। সৈকতের আর্মি পোস্টের চোখ রাতের বেলা ফাঁকি দিয়ে এই ক্লিফে চড়া, বা ভিলা দখল করা মোটেই কঠিন হবে না। গার্ডদের নিরস্ত্র করে বা খুন করে গ্যারেটকে উদ্ধার করাও কোন সমস্যা হবে না। সমস্যা হবে কাজ শেষ করে ফিরে আসা। ভিলার ধারেকাছে যদি একটা গুলিরও আওয়াজ ওঠে, দেখতে দেখতে ঘেরাও হয়ে যাবেন আপনারা। পুব-পশ্চিম আর দক্ষিণ, তিনদিক থেকে আর্মি ঘিরে ধরবে আপনাদের। উত্তরদিকে ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারছেন না ক্লিফের জন্যে। দুই এক পা ভুলেও যদি গিয়েছেন, সোজা দুইশো ফুট নিচে পাথরের শূলের ওপর পড়তে হবে।'

'মারাত্মক বিপদের কথা,' হতাশ চেহারায় বলল মারফি। 'গোলাগুলি ছাড়া কাজ উদ্ধার করা যাবে বলে তো মনে হয় না।'

'উপায় কিছু ভাবুন,' প্রায় নির্দেশের সুরে বলল মাসুদ রানা। 'এত সহজে আমি হাল ছাড়তে রাজি নই।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু কি করে...'

ঝট্ করে ম্যাপ থেকে চোখ তুলল মাসুদ রানা। রে-র দিকে তাকাল। 'পুব-পশ্চিম আর দক্ষিণ দিক দিয়ে সরে পড়া কঠিন, বুঝলাম। কিন্তু উত্তর দিক থেকে তো তা মনে হচ্ছে না।'

'সে কি!' হাঁ করে দেখল ওকে লোকটা। 'বললাম না ওদিকটায় আছে ক্লিফ?'

'শুনেছি,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'খেয়াল আছে। এই ক্লিফের দুই প্রান্তে এগুলো কি, গাছ?'

'হ্যাঁ, লবঙ্গ বাগান। সেলিমের ছেলের যে আরব মালিক ছিল, তার বাগান। ক্লোভ প্ল্যান্টেশন।'

'হুঁম!' মারফির দিকে ফিরল রানা। 'এই দুই বাগানে ডাইভার্শনের আয়োজন করতে পারবেন প্রি-সেট বোমা ইত্যাদির সাহায্যে?'

চোখ কুঁচকে জায়গা দুটো দেখল সে। 'হয়তো। কি করতে

চাইছেন?'

'হয়তো নয়, সম্ভব কি অসম্ভব, সোজা কথায় বলুন।'

মারফি তাকাল রে-র দিকে, রে মাথা ঝাঁকাল। 'সন্ধের পর দু'তিন ঘণ্টা সময় পেলে সম্ভব।'

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। মনে মনে দ্রুত হিসেব কষল। মৎস্যকন্যা নিয়ে জেমবিয়ানি বীচে পৌঁছতে সময় লাগবে কম-বেশি ছয় ঘণ্টা। এখন সকাল এগারোটা মত বাজে—দুটোয় কি তিনটেয় বোট ছাড়লে জায়গামত পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। যদি আরও কিছুটা দেরি করে রওনা হয় ওরা, তাহলে যে বাড়তি অন্ধকার পাওয়া যাবে, সেটা ডাইভার্শন সৃষ্টির কাজে লাগাতে পারবে রে-র লোকেরা।

ধীরে ধীরে পিলে চমকানো কঠিন হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। 'ওকে। আমার প্ল্যান কমপ্লিট। আপনি শুধু ডাইভার্শনের ব্যবস্থা করুন, গ্যারেটকে আমি আর ক্যাডিই বের করে আনতে পারব ভিলা থেকে।'

'কিন্তু কি করে?' প্রশ্ন করল মারফি। 'কোনদিক দিয়ে নিচে নামবেন যদি ঘেরাওর মুখে পড়েন?'

উত্তর শোনার আশায় সে আর রে একদৃষ্টে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদিকে নিজের নাম শুনে ক্যাডির চেহারায়ও আগ্রহ ফুটল। সে আর কার্সটি আসন ছেড়ে এগিয়ে এল।

'উত্তর দিক থেকেই নামব আমরা।'

তাজ্জব হয়ে গেল দুই 'আনঅফিশিয়াল' ও ক্যাডি-কার্সটি। 'পাগল হয়েছেন নাকি, সাহেব?' বলে উঠল মারফি। 'আপনাকে বারবার বলা হচ্ছে ওদিক দিয়ে কোনমতেই···

হাসি আরও চওড়া হলো রানার। 'না, পাগল হইনি। ওদিক দিয়েই সবচে' সহজে, সবচে' দ্রুত নেমে আসতে পারব আমরা। এবং নিরাপদে সরে আসতে পারব কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই।'

একযোগে চ্যালেঞ্জ করল মারফি-রে। 'কি করে? উড়ে নামবেন

নাকি আপনি?'

'ঠিক ধরেছেন। উড়েই নামব।'

'ফর গড'স সেক, মিস্টার রানা! বলুন, কি করে নামবেন আপনি ওদিক থেকে?'

'জেরোনিমো লাইনের সাহায্যে।'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র হাঁ হয়ে গেল ক্যাডি। মারফি চোখ কোঁচকাল। 'মানে? সে আবার কি জিনিস?'

'অয়েল ম্যান,' ক্যাডির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'এঁদের বোঝাও জেরোনিমো লাইন কি, তার কাজ কি।'

খানিক ইতস্তত করে মুখ খুলল বটে কানাডিয়ান, তবে চোখ তার গ্লুর মত সেঁটে থাকল রানার ওপর। 'সব ড্রিলিঙ রিগে থাকে এই লাইন। রিগ দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরিত হলে নিজেকে আগুনে ভাজা হওয়া থেকে বাঁচাতে ডেরিক ম্যান এই লাইনের সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করে। ওই লাইন ধরে ঝুলে মুহূর্তে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারে সে।'

রানার দিকে ঘুরল মারফি। 'তার মানে আপনি ক্লিফ হেড আর আপনার বোটের সাথে এই লাইন বেঁধে...'

'রাইট। এ জন্যে কয়েকশো গজ লাইটওয়েট ম্যানিলা রোপ প্রয়োজন আমার। আর কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটা ওয়ার্কশপ। সে ক্ষেত্রে ডাইভার্শনের সাহায্য ছাড়া আপনাদের অন্য কোন সাহায্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে না।'

'শিওর,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল মারফি। মুখ নামিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দেখল ম্যাপ। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'গডড্যাম জেরোনিমো লাইন! আর কি কি প্রয়োজন?'

এরপর বসল আরেক বৈঠক। মিশনের যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনার পর তৈরি করা হলো টাইমটেবিল।

ভেবেচিন্তে ভিলায় অভিযান চালানোর সময় আরও পিছানো হলো। ঠিক হলো, ভোর চারটায় চালানো হবে হামলা। যখন এমনকি ভিলার অন ডিউটি গার্ডও ঘুমিয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়।

রাত ন'টায় দার-এস-সালাম ত্যাগের পরিকল্পনা করা হলো, যাতে জেমবিয়ানি পৌঁছানোর সর্বোচ্চ সময়ের পরও হাতে বাড়তি এক ঘণ্টা থাকে, যা বাকি প্রস্তুতি-গ্রহণে ওদের সাহায্য করবে। এমব্যাসি থেকে মারফির সাথে রানা আর ক্যাডি গেল শহরতলির এক ওয়ার্কশপে। সেখানে এক ঘণ্টা ধরে চারটে টি-বার তৈরি করল রানা কানাডিয়ানের সাহায্যে।

তিন ফুট রডের মাথায় আরেকটা দেড়ফুটী রড আড়াআড়ি ঝালাই করে তৈরি করা হলো ইংরেজি 'টি'। ওটার দীর্ঘ, খাড়া দণ্ডের মাথা বড়শির মত বাঁকিয়ে গোল করা হলো, যার মাঝে সেট করল রানা একটা করে রিমড্ ধাতব চাকা। সবশেষে চাকার সাথে একটা করে লোহার কব্জাওয়ালা বার সেট করা হলো, যা হ্যান্ডেল-বারের এবং একই সাথে ব্রেকের কাজ করবে।

এরপর রিহার্সালের জন্যে টান্ করে বাঁধা দড়ির উঁচু প্রান্তের ওপর টি-র ধাতব চাকা সেট করল মাসুদ রানা। চাকার মাঝখানে সৃষ্ট গোল রিমের সাথে খাপে খাপে বসে গেল দড়ি। উল্টো হয়ে ঝুলতে লাগল 'টি'। লম্বা দণ্ড দু'পায়ের ফাঁকে রেখে ওটার বারের ওপর পায়ে পা পেঁচিয়ে বসল ও, দু'হাতে ধরল মাথার ওপরের দুই হ্যান্ডেল বার, তারপর নিজেকে ঢালের দিকে ছেড়ে দিতেই দ্রুত সরসর করে কয়েক গজ নেমে গেল রানা।

আনন্দে বিস্ফোরিত হলো মারফি। 'গডড্যাম জেরোনিমো লাইন!'

ওদিকে ক্যাডি থেকে থেকে অসহায় ছাগ শিশুর দৃষ্টিতে দেখছে মাসুদ রানাকে। 'আর কি কি জানো তুমি, স্কিপ্?' প্রশ্ন করল সে হাতের কাজ শেষ হতে। 'এ কাজ তুমি শিখলে কি করে?'

'এক সময় ড্রিলিঙ রিগে কাজ করেছিলাম কিছুদিন, তখন শিখেছি। কায়দাটা ভালই, কি বলো?'

'কি ছাই বলব? আমার লাইনেও আমাকে শেষ পর্যন্ত ল্যাঙ মারলে তুমি, দুঃখে বাঁচি না!'

'দারুণ কাজ করে এ জিনিস,' বলল মারফি। 'কায়দাটা শিখে রাখলাম, মিস্টার রানা। ভবিষ্যতে হয়তো কাজে লাগবে।'

'শিওর! তবে মনে রাখবেন, দেখতে যতই টান্ টান্ দেখাক না কেন, লাইন যত দীর্ঘ হবে, সেই তুলনায় ঢিলাও ততই হবে। কাজেই প্রথম চাপ পড়া মাত্রই ত্রিশ-চল্লিশ ফুট ঝপ্ করে নিচে নেমে যাবেন আপনি প্রায় খাড়াভা ব। ওই ধাক্কাটা সামাল দেয়া একটু কঠিন। এবং পতনটা শেষ হলেই দেখবেন সত্যি সত্যি টান্ টান্ হয়ে গেছে দড়ি, তীরবেগে আপনাকে নিয়ে ছুটছে "টি" বার। তখন এই ব্রেক চেপে গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আপনাকে।'

ওদের কাজ শেষ হতে রে ছুটল বাজারে। দড়ি, চার ইঞ্চি ডায়ার দুটো নিরেট রাবার বল, পাঁচ গ্যালন কালো রঙ এবং বিভিন্ন সাইজের কিছু কালো পোশাক আর কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি কিনতে গেছে সে।

বারো

বিকেলে ওদের নিয়ে শহরের দশ মাইল উত্তরের এক জনহীন প্রান্তরে এল মারফি ও রে। দলে এবার লানিও আছে। ওর নামে প্রয়োজনীয় ট্রাভেল ডকুমেন্টস তৈরি করে দিয়েছেন রাষ্ট্রদূত ফ্র্যাঙ্ক, তাই বোট ত্যাগ

করতে আর বাধার মুখে পড়তে হয়নি লানিকে।

জায়গামত পৌঁছে রাস্তা ছেড়ে ফোর্ড মাইক্রো গাড়ি নামিয়ে দিল মারফি, গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে এগোতে থাকল। বেশ খানিকটা ভেতরদিকে পৌঁছে থামল সে। নেমে পড়ল সবাই, নজর বোলাল চারদিকে। জায়গাটা পাহাড়ী। ওরা যেখানে পৌঁছেচে, তার সামনেই ঝোপঝাড় বোঝাই এক উপত্যকা। প্রায় একই সময় রে-ও পৌঁছল তার কার নিয়ে।

কারের বুট খোলা হলো। রানার অভিযানের প্রয়োজনীয় সবই আছে ভেতরে। একটা দেড় বাই দেড় মেটাল বক্সে টোকা দিল রে। 'এর মধ্যে আছে এক ডজন গ্রেনেড,' বলল সে। 'ব্রিটিশ ফ্র্যাগমেন্টেশন থার্টি সিক্স। কিন্তু দুঃখিত যে এগুলোর ক্ষমতা এখানে দেখানোর উপায় নেই। খুব শব্দ হবে। আশপাশ থেকে লোকজন এসে...'

'দরকার নেই,' বলল মাসুদ রানা। 'আমি জানি ওর ক্ষমতা।'

ওটার পাশের আরেকটা লম্বা বক্স খুলল রে। ভেতর থেকে বের হলো পুরু কাপড় মোড়া তিনটে স্টেন। কালো রঙের ব্যারেল। বাট কাঠের, হালকা বাদামী রঙের। বাট প্লেট পিতলের তৈরি। গ্রিপ পিস্তলের মত। ওগুলোর সাইলেন্সার পুরু ক্যানভাস কাপড় দিয়ে মোড়া। কাজের সময় সাইলেন্সার অসম্ভব গরম হয়ে ওঠে, ব্যাখ্যা করল মারফি, হাত পুড়ে যেতে পারে, তাই এ ব্যবস্থা। খুব দ্রুত স্টেনগুলোর বিভিন্ন অংশ খুলে এবং জোড়া লাগিয়ে দেখাল মারফি।

আরেকটা কাপড়ের বান্ডিল বের করল ভেতর থেকে, যার মধ্যে আছে স্টেনের এক ডজন ম্যাগাজিন। 'মার্ক টুর মত খুব দ্রুত গুলি বের হয় এগুলোর,' বলল সে। 'তাই ট্রিগার যত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে সম্ভব, টিপেই ছেড়ে দেয়া ভাল। তাতে একটু বেশি সময় চলবে একেকটা ম্যাগাজিন।'

এরপর ওগুলো নিয়ে আধঘণ্টা প্র্যাকটিস করল ওরা। রানা, ক্যাডি

আর লানি। কার্সটিকে অস্ত্র দেয়া হলো না দেখে চোখ কোঁচকাল সে। 'আমি কি দিয়ে প্র্যাকটিস করব?'

দ্রুত চোখাচোখি হলো রানা ও মারফির। 'সরি, মিসেস হেউড,' বলল মারফি। 'আর জোগাড় করা গেল না। আপাতত তিনটে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। আরেকটা জোগাড়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, আপনারা রওনা হওয়ার সময় সঙ্গে দিয়ে দেয়া হবে।'

মাত্র দুই মিনিটে অস্ত্রটায় অভ্যস্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। খুশি হলো ওটার চমৎকার কাজ দেখে। 'নাও, কার্সটি, এবার তুমি।' অস্ত্রটা তাকে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল ও।

ক্যাডি, লানি আর কার্সটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রে। অস্ত্র ধরা, দ্রুত তাক্ করা এবং গুলি ছোঁড়া—প্রথমে সিঙ্গল শট্, তারপর সংক্ষিপ্ত ব্রাশ ইত্যাদি সবই শেখাল সে ওদের। সাইলেন্সারের কাজ দারুণ পছন্দ হলো সবার, সাঙ্ঘাতিক কার্যকর জিনিস। গুলির যে আওয়াজ হয়, তা একেবারেই সামান্য। হাঁপানি রোগীর মৃদু কাশির মত।

এদিকে মারফি পায়ে পায়ে রানার কাছে এসে দাঁড়াল। 'মিসেস হেউড শেষ সময়ে ঝামেলা বাধাবে মনে হচ্ছে,' চাপা কণ্ঠে বলল সে।

'ম্যানেজ করতে পারব আশা করি,' সিগারেট ধরিয়ে বলল রানা। 'বুদ্ধিমতি মেয়ে, বোঝালে নিশ্চই বুঝবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মারফি। 'কি জানি!'

আধ ঘণ্টা পর হাঁক ছাড়ল রে। 'ওকে! হয়েছে। আর প্রয়োজন নেই।'

রানা-মারফির কাছে চলে এল সে। হাসছে। 'ভালই কাজ দেখিয়েছে আপনার অ্যাপ্রেন্টিস কম্যান্ডোরা,' রানাকে বলল। 'মিস লানি সেরা। ও মেয়ের সাথে মুখোমুখি কোন ফায়ার ফাইটে আমি অন্তত রাজী হব না।'

দাঁত দেখা দিল মাসুদ রানার। 'তাই নাকি?'

'অফ কোর্স! অন্য দু'জন বুকে কাঁধে রিকয়েলের গুঁতো খেয়ে তবে

কাঁধে বাট ঠেকানো শিখেছে। মিস্ লানি পয়লা চোটেই ধরেছে কাঁধে। তার ওয়েস্ট লেভেলের শুটিঙের হাতও ভালই মনে হলো। তাছাড়া হিম্মতও আছে বোঝা যাচ্ছে।'

'গুড!' মাথা ঝাঁকাল ও।

মারফির দিকে ফিরল রে। 'এখানকার কাজ শেষ।'

'ওকে। গুছিয়ে নেয়া যাক তাহলে।'

'ক্যাডি!' ডাকল রানা। 'তুমি, কার্সটি আর লানি রে-র সাথে বোটে ফিরে যাও। ঘণ্টা দু'তিন ঘুমিয়ে নাও। এ মুহূর্তে ঘুমানো কঠিন, জানি। তবু ঘুমাবার চেষ্টা করতে হবে। ঘুম যদি না-ই আসে, দু'ঘণ্টা চোখ বুজে পড়ে থাকবে বাঙ্কে। বিশ্রামটা কাজে লাগবে পরে।'

'তুমি আর কোথাও যাচ্ছ?' প্রশ্ন করল কার্সটি।

'হ্যাঁ, মিস্টার মারফির সাথে আমাদের গাইডকে রিসিভ করতে যাচ্ছি পোর্টে।'

'গাইড?'

ওপর নিচে মাথা দোলাল মারফি। 'জেমবিয়ানি গ্রামের এক জেলে, সেলিম নাম। সে এসে নিয়ে যাবে আপনাদের জায়গামত।'

'সে আসছে?' বিস্মিত হলো ক্যাডি।

'আসছে। তাকে আনার জন্যে দুপুরেই খুব দ্রুতগামী এক বোট কমরোয় পাঠিয়েছি আমরা।'

রাত আটটা। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন। একেবারে শেষ মুহূর্তের বৈঠক চলছে মৎস্যকন্যার ডেকে। এ মুহূর্তে চেনার উপায় নেই বোটটিকে, পুরো আপার হাউসিঙ কালো রঙে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

মেয়েরা রাতের খাবার তৈরির কাজে ব্যস্ত। সব কিছু স্বাভাবিক, মনকে সে-বুঝ দেয়ার জন্যে, ব্যস্ত রাখার জন্যে ওদের দু'জনকেই আজ গ্যালিতে পাঠিয়েছে মাসুদ রানা। যাতে কাজের সাথে গল্প করতে পারে

লানি-কার্সটি। পরেরজনকে আসল কাজে নিচ্ছে না রানা, সে সিদ্ধান্তও পাকা। যদিও কার্সটি এখনও তা জানে না। আরও পরে তাকে জানাবে রানা।

ডেকে গোল হয়ে বসে কথা বলছে ও, ক্যাডি, মারফি, রে, হাওয়ার্ড নামে আরেকজন এবং কনসাল হাওয়ার্ড গডফ্রে। সেলিমও পৌঁছে গেছে। দল থেকে একটু তফাতে বসে আছে সে। 'ফ্র্যাঙ্ক আপনাকে লোক দিয়ে কেন সাহায্য করল না, নিশ্চই বুঝতে পারছেন, মিস্টার রানা?' বললেন কনসাল। 'আমাদের কেউ গেলে, এবং বাই চান্স যদি তাদের কেউ হতাহত হয়, ধরা পড়ে যায় ওকেলো বাহিনীর হাতে, চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের।

'স্টেট ডিপার্টমেন্টের নির্দেশ আছে, ওকেলো যদি দু'চারটে লাথিও মারে আমাদের, অন্তত এই মুহূর্তে সহ্য করতে হবে। আমাদের ও দেশের স্যাটেলাইট প্রজেক্টটাই হাত-পা বেঁধে রেখেছে। নইলে...তাছাড়া সময়ও তেমন পাইনি আমরা। সে ক্ষেত্রে হয়তো ওয়াশিংটনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা কিছু করা যেত। তারপরও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রিস্কে এদেরকে,' মারফিকে দেখালেন কনসাল, 'আপনাদের যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার জন্যে সঙ্গে পাঠাচ্ছে সে। আশা করি আমাদের সীমাবদ্ধতা বুঝবেন আপনি।'

'নিশ্চই!' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এ নিয়ে সঙ্কোচ করার কিছু নেই, মিস্টার গডফ্রে। আমি বুঝি।'

'ধন্যবাদ। আশা করি ভালয় ভালয় গ্যারেটকে নিয়ে আপনারা সবাই সুস্থ দেহে ফিরে আসুন।'

'ধন্যবাদ।' সেলিমের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মানুষটা বৃদ্ধ। পরনে কেবল একটা খাকি হাফ প্যান্ট। ভেতর থেকে কাঠির মত সরু দু'পা বেরিয়ে আছে। মাথায় চুল আছে যথেষ্ট, দেখতে লাগে ধূসর কটন উলের মত। 'বয়স কত লোকটার?'

হাসল মারফি। 'নিজেই জানে না। তবে পুরনো দিনের যে সব কাহিনী মাঝে মাঝে শোনায়, তাতে মনে হয় আশির ওপর। হাঁটতে শেখার পর থেকেই জীবন কেটেছে ওর জেলে নৌকায়। যে ভিলায় গ্যারেট আছে, আগে নাকি সেখানেও সাগর ছিল। ওখানে অনেক লবস্টার ধরেছে সেলিম। ভিলার সবচে' কাছের চ্যানেলে নিয়ে যাবে ও আপনাদের।'

'নেভিগেটর হিসেবে কেমন?'

'এক নম্বরের ওপরে যদি কিছু থাকে, তাই। সেই জন্যেই তো আনানো হলো। চোখ বেঁধে দিলেও আপনাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে সেলিম, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বি শিওর। আর ইংরেজি মোটামুটি বলতে পারে। তবে যা বলার একটু আস্তে ধীরে, সহজ ইংরেজিতে বলবেন।'

'বেশ। আমার চিন্তা কেবল নেভিগেশন নিয়ে। ভোররাতে প্রায় আঁধার থাকবে চারদিক।'

'ভাববেন না। ওর মধ্যেই আপনাদের জায়গামত পৌঁছে দেবে সেলিম। ও অন্ধকারেও দেখে।' একটু বিরতি দিল সে। 'ইয়ে, কার্সটিকে সামাল দিতে পারবেন তো?'

'নিশ্চই।'

'ওকে। তাহলে এবার শেষ আইটেম বুঝে নিন।' পায়ের কাছের এক ক্যানভাস ব্যাগ থেকে দুই সিগারেট প্যাকেট সাইজের তিনটে ট্রান্সিভার বের করল লোকটা। 'এর একটা আমি রাখছি। অন্য দুটোর একটা অ্যাসল্টের সময় থাকবে আপনার কাছে, বাকিটা বোটে, কার্সটির কাছে। আমার কোড র‍্যাম ওয়ান, আপনি র‍্যাম টু, বোট র‍্যাম থ্রী। ওয়েভলেংথ ঠিক করাই আছে।'

'রে, আমি আর ওই ছেলে,' আগন্তুক যুবককে দেখাল মারফি, 'হাওয়ার্ড, একটা ফাস্ট কেবিন ক্রুজারে আপনাদের আগেই পৌঁছে যাব

ওখানে। গান বাজনার আয়োজন শেষ করে সাগরে মাছ ধরব। কষ্টেসৃষ্টে গ্যারেটকে নিয়ে খোলা সাগরে একবার বের হয়ে আসুন, তারপর আপনাদের বাকি সবকিছুর দায়িত্ব আমরা নেব।' হাসল সে।

দুই জোড়া নাইট গ্লাস আর কয়েকটা পেন্সিল টর্চ বের করল মারফি ব্যাগ থেকে। বুঝিয়ে দিল রানাকে। ঘড়ি দেখল। 'নিন, ডিনার সেরে ফেলুন তাড়াতাড়ি। সময় নেই বেশি।'

বিদায়ের সময় কার্সটির সাথে সবার শেষে হাত মেলালেন কনসাল। 'হ্যারিয়েটকে আপনার ফিরে আসার খবর এখনও জানাইনি। বলে এসেছি একটা পার্টিতে যাচ্ছি। এসব কিছুই জানে না ও। ভয়ে বলিনি। আপনি কম্যান্ডো মিশনে যাচ্ছেন শুনলে প্রথমে ভয়ে আধমরা হয়ে যাবে বেচারী। তারপর হয়তো,' হাসলেন কনসাল, 'বাড়ি চড়াও হয়ে ফ্র্যাঙ্কের গালই তুবড়ে দেবে চড়িয়ে।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল ডেকের সবাই।

সেলিমের সাথে সোয়াহিলি ভাষায় কয়েক মিনিট কথা বলল মারফি আর রে। কি কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল ভাল করে। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ, হাসল দাঁত বের করে। কথা শোনার ফাঁকে বার বার রানাকে লক্ষ করল সে।

এক সময় বিদায় নিল অন্যরা। ডিনার সেরে কফি নিয়ে ডেকে বসল রানা আর ক্যাডি। একটু পর মেয়েরাও এল, এবং আসল কাজের কথা পাড়ল মাসুদ রানা। 'কার্সটি, আমরা গ্যারেটকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, ঠিক?'

অন্ধকারে কপাল কুঁচকে ওকে দেখল মেয়েটি। 'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'প্রশ্ন পরে, আগে উত্তর দাও।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি নিশ্চই বোঝো এ কাজে কোনরকম আবেগ ইমোশন ইত্যাদি যে কোন সময়ে আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে

আনতে পারে, এমনকি গ্যারেটের জন্যেও?'

'হ্যাঁ, বুঝি।'

'গুড।'

'কিন্তু এখন এসব প্রশ্ন কেন, রানা?'

'তোমার উত্তর কি হবে তা জানতাম আমি, কার্সটি। তবু প্রশ্নগুলো করলাম একটা প্রসঙ্গ তোলার ভূমিকা হিসেবে।'

'প্রসঙ্গটা কি?'

'আমাদের অভিযান।'

'বেশ, বলো।'

'মূল অভিযানে তুমি আমাদের সাথে থাকছ না। তুমি বোটে থাকবে।'

রানা যা ভেবেছিল, তা হলো না। রাগল না কার্সটি, উত্তেজিতও হলো না। বরং স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কেন, রানা?'

'কারণ ওখানে গিয়ে আমরা কি পরিস্থিতিতে পড়ব জানার উপায় নেই। হয়তো কঠিন সময়ে গ্যারেটকে দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বে তুমি, হয়তো মুহূর্তের জন্যে বি .দ ভুলে আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়বে। বলা যায় না, হয়তো সেই এক মুহূর্তেই আমাদের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। হয়তো জেতা দান হেরে বসব আমরা। তাই অন্তত ওই একটি কাজে তোমাকে আমি নেব না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, কার্সটি। তোমার ছেলের জীবন, আমাদের সবার নিরাপত্তা ইত্যাদির কথা ভেবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আশা করি ভুল বুঝবে না।'

পুরো এক মিনিট নীরবে বসে থাকল কার্সটি। 'এই পর্যায়ে এসে তোমাকে ভুল বোঝার প্রশ্নই আসে না, রানা। কেন কি ঘটছে, কার জন্যে তোমরা সবাই এতবড় এক ঝুঁকি নিতে চলেছ, তা আমার চাইতে ভাল আর কে জানে? তোমার সিদ্ধান্ত আমি বিনা ওজরে মেনে নিলাম, রানা। তবে একটা প্রশ্ন, ওরকম সময়ে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে ভুল-চুক

করে বসতে পারি, সত্যিই তুমি তাই ভাব?'

'মানুষ যা ভাবে, সব সময় কি তাই হয়?'

'না,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কার্সটি। 'হয় না।'

'ঠিক সেই আশঙ্কাতেই সিদ্ধান্তটা আমাকে নিতে হয়েছে। এমনিতে তোমার বিচার-বুদ্ধি, ধৈর্য ইত্যাদির ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে আমার। তারপরও "চান্সের" কথা ভেবে...'

শব্দ করে হেসে উঠল সে। 'থাক, রানা। ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই, আমি তো মেনেই নিয়েছি।'

'জানতাম,' রানাও মুচকে হাসল। 'তুমি রাজি হবেই।'

কৌতুক নেচে উঠল কার্সটির দু'চোখে। 'কিন্তু ধরো যদি আমি রাজি না হতাম? যদি জোর করে দলে থাকতে চাইতাম, কি করতে?'

'তোমাকে সঙ্গে নিতাম না।'

ওর কণ্ঠে ঠিক সেদিনের মত কর্তৃত্বের সুর ফুটতে শুনে বিস্মিত হলো সে। থতমত খেয়ে গেল। 'অ্যাঁ? মানে?'

'তোমাকে নামিয়ে রেখে যেতাম।'

বিশ্বাস হলো না কার্সটির। 'দূর! ঠাট্টা করছ তুমি।'

মাথা দোলাল রানা ধীরে ধীরে। 'না, কার্সটি। সিরিয়াস প্রসঙ্গ নিয়ে কখনোই ঠাট্টা করি না আমি।'

'তুমি...সত্যি...?'

ক্যাডি আর লানিও অবাক হয়েছে রানার কথা শুনে। অবাক চোখে ওকে দেখছে তারা। 'হ্যাঁ,' রানা বলল। ডকের দিকে ইঙ্গিত করল। 'মারফি, কনসাল হাওয়ার্ড ওখানে আমার সিগন্যালের অপেক্ষা করছে। আমি বললে এখনই এসে নামিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে। এই জন্যেই বোট ছাড়ার আগে প্রসঙ্গটা তুললাম আমি।'

মুখের সামনে ট্রান্সিভার তুলল ও। 'র‍্যাম টু কলিং র‍্যাম ওয়ান। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? ওভার।'

'দিস ইজ র‍্যাম ওয়ান।' পরিষ্কার চিনতে পারল ওরা মারফির কণ্ঠ। 'রীড ইউ লাউড অ্যান্ড ক্লীয়ার। ওভার।'

'আপনারা যেতে পারেন। কার্সটি রাজি হয়েছে। ওভার।'

'থ্যাঙ্ক গড!' হেসে উঠল লোকটা। 'কনসাল আশঙ্কা করছিলেন মিসেস হেউড কিছুতেই রাজি হবে না। এনিওয়ে, একটা চিন্তা গেল। আমরা তাহলে চলি। ওভার।'

'হ্যাঁ, আমরাও রওনা হচ্ছি। ওভার।'

'গুড বাই অ্যান্ড গুডলাক।'

'থ্যাঙ্কস। ওভার অ্যান্ড আউট।'

হতবাক কার্সটির বিস্মিত চোখের সামনে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'ক্যাডি, লাইন খুলে দিয়ে এসো।'

'রাইট, স্কিপ্,' তড়াক করে আসন ছাড়ল সে। দ্রুত নেমে গেল জেটিতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেটি ত্যাগ করল মৎস্যকন্যা, ধীর গতিতে চ্যানেল পার হয়ে খোলা সাগরে পড়ল। সেলিমের হাতে হুইল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। নির্বিকার চেহারায় সামনের কালিগোলা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধ।

শুরু হয়ে গেল অনিশ্চিত যাত্রা। আসন্ন বিষয়টা ভাবতে গিয়ে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল মাসুদ রানার। বার বার শুকিয়ে উঠতে থাকল মুখের ভেতরটা। ক্যাডি আর লানির জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে বেশি। জীবনে যারা অস্ত্র ধরে দেখেনি, চোখেই হয়তো দেখেনি, তাদের নিয়ে এমন এক ভয়ঙ্কর মিশনে চলেছে রানা, যা চিন্তাই করা যায় না। অন্যসময় হলে হয়তো চিন্তাটা হেসেই উড়িয়ে দিত ও। অন্য কেউ এ ধরনের প্রস্তাব দিলে তাকে পাগল ঠাউরে বসত।

কিন্তু এ মুহূর্তে রানা নিরুপায়। তাছাড়া ওর বিস্তারিত প্ল্যান শুনে বিনা প্রশ্নে মিশনে অংশ নেয়ার ব্যাপারে রাজি হয়েছে ক্যাডি ও লানি।

বিন্দুমাত্র ভয় তো পায়ইনি, বরং ওদের আগ্রহ যেন বেশিই ছিল। রানা ওদের উৎসাহিত করেছে ঠিকই, কিন্তু বাধ্য করেনি। এই যা সান্ত্বনা।

রানার মত ওরা দু'জনও কার্সটি হেউডকে সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া ছিল, তাছাড়া পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনা করে কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না ভেবেই এ দুঃসাহস করেছে মাসুদ রানা। বিকল্প কিছু করার সময়ও ছিল না, লেসিলিস যে কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে কমরো। সতর্ক করে দেবে ওকেলোকে, তাই এদের নিয়েই দল গড়তে হয়েছে।

মাসুদ রানার আসল ভরসা, ওকেলোর নাগাল লেসিলিস পাওয়ার আগেই ওরা জায়গামত পৌঁছে অতর্কিত হামলা চালাতে পারবে। ওকেলোর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত গার্ড বাহিনীকে সে ক্ষেত্রে পরাজিত করা কোন সমস্যাই হবে না। কিন্তু যদি তা না হয়? যদি···

অশুভ চিন্তাটা জোর করে হটিয়ে দিল মাসুদ রানা। পোশাক বদল করার নির্দেশ দিল ক্যাডি-লানিকে, নিজেও পাল্টাল। রে-র কেনা কালো ট্রাউজার আর শার্ট পরে কালো ভূত হয়ে ডেকে বসল। কার্সটি কফি খাওয়াল ওদের। ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে দার-এস-সালামের আলো। ওদের বুকে নিয়ে গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে সর্বোচ্চ গতিতে কমরোর দিকে ছুটে চলেছে আরেক কালো ভূত।

ঘণ্টাখানেক এক জায়গায় বসে হাসি-গল্প করল সবাই। ক্যাডি ও লানির মধ্যে ভয়ের ছিটেফোঁটাও নেই বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হলো রানা। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হলো কখন যেন আলগোছে দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে ওরা দুটো। ফোরপীকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে দু'জনে, খোলা বাতাসে ফত্ ফত্ করে উড়ছে ওদের শার্ট।

আধ ঘণ্টা পর দ্বিগুণেরও বেশি গতিতে ওদের অতিক্রম করল একটা অদৃশ্য জলযান। মারফির কেবিন ক্রুজার ওটা। রানার সাথে দুয়েক কথায় শুভেচ্ছা বিনিময় করল সে পাশ কাটাবার সময়।

তেরো

'দিস ইজ র‍্যাম ওয়ান কলিং র‍্যাম থ্রী। ডু ইউ রীড মি? ওভার।'

টানা চার ঘণ্টা পর সাড়া পাওয়া গেল মারফির। ট্রান্সমিট বাটন টিপে দিল মাসুদ রানা। 'র‍্যাম ওয়ান, দিস্ ইজ র‍্যাম থ্রী। রীড ইউ লাউড অ্যান্ড ক্লীয়ার। ওভার।'

'আপনাদের পজিশন জানান, ওভার।'

'দুঃখিত। ওটা আমাদের বন্ধু সেলিম বলতে পারবে। ওভার।'

হাসল মারফি। 'ওকে। ওর সাথে কথা বলতে দিন। ওভার।'

বৃদ্ধের মুখের সামনে ট্রান্সিভারটা ধরল মাসুদ রানা। বিস্ময়ে চোখ গোল হয়ে উঠল তার। ওর ভেতর থেকে মারফির সোয়াহিলি শুনে ক্রমে আরও বড়, আরও গোল হলো। তারপর হাসল মানুষটা, কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করল।

'র‍্যাম থ্রী। সেলিম বলছে আর পাঁচ সিগারেট সময়ের মধ্যে ফেরারওয়েতে পৌঁছে যাবেন আপনারা।' মৃদু হাসি। 'পাঁচ সিগারেট অর্থ এক ঘণ্টা। ওই সময়ে আবার যোগাযোগ করব আমি।'

ঠিক এক ঘণ্টা পর কমরো উপকূলের আলো চোখে পড়তে সত্যিই তাজ্জব হয়ে গেল মাসুদ রানা। আজব এক নেভিগেটর—কম্পাস চেনে না, সেদিকে তাকায়নি একবার ভুলেও। সাধারণ বীয়ারিঙ নেয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি। অথচ মারফির সাথে কথা বলার ঠিক এক ঘণ্টা পর নির্বিকার মুখে থ্রট্ল ঠেলে দিল সে সামনের দিকে। বো নির্দেশ

করল তর্জনী তুলে। 'রীফ চ্যানেল,' বলল সে। 'হাফ মাইল।'

একটু একটু করে গতি পড়ে এল মৎস্যকন্যার। 'ওকে,' রেডিও তুলে বলল রানা। 'আমরা রীফে ঢুকতে যাচ্ছি।'

হাসি শোনা গেল মারফির। 'আপনাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করে এসেছি। এখন থেকে আপনাদের কল মনিটরিঙ করব আমি গুড লাক।'

রেডিও রেখে সেলিমের দিকে ফিরল রানা। 'রীফের ভেতরে চলুন।'

এগোল মৎস্যকন্যা গতি সামান্য বাড়িয়ে। অন্ধকারে ওদের কারও নজরেই পড়ল না রীফ। কাজটা নিজেকে করতে হয়নি বলে মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল মাসুদ রানা। দশ মিনিট পর 'উই আর ইনসাইড,' ঘোষণা করল বৃদ্ধ। 'জেমবিয়ানি এক মাইল।'

এনজিন বন্ধ করে দিল রানা, ক্যাডি আর কার্সটি মিলে নতুন লাগানো কালো পাল তুলে দিল দ্রুত। দশ নট বাতাসের চাপে রীফের উত্তর তীর ঘেঁষে নিঃশব্দে এগোল মৎস্যকন্যা। নাকে লবঙ্গর মিষ্টি গন্ধ পেল ওরা। খুব দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। হাতে মুখে বিশেষ এক কালো অয়েনমেন্ট মেখে ওয়েব হার্নেস পরল, তার সাথে ঝুলিয়ে নিল চারটে করে গ্রেনেড ও স্টেনের ম্যাগাজিন।

দুটো ডিঙি নামাল ওরা। একটা আকারে বড়। এরপর ম্যানিলা রোপের ভারী একটা কয়েলের ভেতর বাঁ হাত ভরে ওটাকে কাঁধে তুলে নিল মাসুদ রানা। ছোট একটা ক্যানভাস ব্যাগে দুটো সুতলির বড় গোল্লা আর দুটো চার ইঞ্চি ডায়ার নিরেট [illegible]বারের বল ভরল ও, সাথে টর্চলাইট, রেডিও এবং নাইট গ্লাস। পায়ের কাছে রাখা আছে চারটে 'টি' বার।

হুইল হাউসে সেলিমের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাডি। সরু চাঁদ উঠেছে এখন আকাশে, আলো দিচ্ছে খুবই সামান্য। সে আলোয় রীফের তীর খুব আবছা দেখতে পেল ওরা, ক্রমেই মৎস্যকন্যার দিকে এগিয়ে

আসছে। আবারও বিস্মিত হতে হলো ওদের সেলিম কি দেখে নিজের অবস্থান টের পাচ্ছে ভেবে।

দশ মিনিট পর স্টারবোর্ড বো সোজা আঙুল তুলল লোকটা। 'বীচ। হাফ মাইল।' পরক্ষণে হুইল ঘোরাল। বাতাস হারিয়ে ঝুলে পড়ল পাল। পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ল মৎস্যকন্যা।

তটরেখায় গাছপালা দেখতে পেল মাসুদ রানা। ওর মধ্যে একটা গ্যাপও দেখল, সেলিমের আঙুল সেটাই নির্দেশ করছে। খুদে একটা কম্পাসের সাহায্যে বীয়ারিঙ নিল রানা। বড় ডিঙিতে নিজেদের মালপত্র তুলে ফেলল। এবার নেমে যেতে হবে।

চোখে পানি নিয়ে রানাকে শক্ত করে আলিঙ্গন করল কার্সটি হেউড, ওর বুকে মাথা ঠেকিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল। 'ভয় পেয়ো না,' বলল রানা। 'আমাদের ফিরতে সময় বেশি লাগবে না।'

কিছু বলতে গিয়ে টের পেল কার্সটি গলা বুজে গেছে, স্বর বের হচ্ছে না। আবার সাহস দিল রানা। 'ঘাবড়িয়ো না। আমরা...'

'নিজের জন্যে ভয় পাচ্ছি না আমি, রানা। আমি তোমাদের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি। ওদের দু'জন...ওই বাচ্চা মেয়ে, ওদের...'

'কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। ওরাও সুস্থ দেহে ফিরে আসবে। কখন কি করতে হবে মনে আছে তো?'

'অবশ্যই। আমাকে নিয়ে ভেব না, সব মনে আছে। তোমরা সতর্ক থেকো।'

অন্য দু'জনকেও আলিঙ্গন করল কার্সটি। সবশেষে ওরা তিনজন সেলিমের সাথে হ্যান্ডশেক করল নীরবে। ওদের নিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বড় ডিঙিটা। ঠিক আড়াইটা বাজে এখন।

এর একটু আগে রাজধানী মরনির সরকারী জেটিতে ভিড়েছে জালুদ। মাসুদ রানা যখন সঙ্গীদের নিয়ে ডিঙিতে চেপে রওনা হলো, সেই মুহূর্তে

প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করল লেসিলিস। পোর্ট থেকে ফোন করেই এসেছে সে, কাজেই ওকেলোর দেখা পাওয়ার জন্যে বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। রিসেপশন রূমে দেখা হলো দু'জনের। মাথার ওপর ঝলমলে ঝাড়বাতি আর মেঝের অমূল্য পার্শিয়ান কার্পেটের মাঝে নোংরা জিনস আর সিঙলেট পরা লেসিলিসকে একেবারেই বেমানান লাগছে।

ওকেলো খাটো, গাট্টাগোট্টা মানুষ। ধীর স্থির। হ্যান্ডসাম চেহারা। ঘুম থেকে উঠে এসেছে, অথচ ঠাট-বাঁটের কমতি নেই। পায়ে ঝকঝকে পালিশ করা কালো বুট, হাঁটু পর্যন্ত উঁচু খাকি মোজা। পরনে কড়া ইস্তিরী করা কালো শর্টস, গায়ে লাল টি শার্ট। কোমরে বাঁধা আছে স্যাম ব্রাউন বেল্ট, তার সাথে ঝুলছে পিস্তল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছুটে আসার কারণ ব্যাখ্যা করল লেসিলিস। সব কথা মন দিয়ে শুনল ওকেলো, কিন্তু বিশেষ পাত্তা দিল না। শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কি করবে ওরা?'

'ড্যামিট—ছেলেটা আমেরিকান! আমি বাজী ধরে বলতে পারি ওর হারামজাদী, কুত্তী মা এখন দার-এস-সালামে আছে। সব বলে দিয়েছে সে ওদের রাষ্ট্রদূতকে।'

শ্রাগ করল ওকেলো। 'সে-ই বা কি করবে?'

লম্বা করে দম নিল লেসিলিস। 'ওরা যদি গ্যারেটকে উদ্ধার করতে পারে, অনেক বড় সমস্যায় পড়বেন আপনি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আপনাকে শায়েস্তা করার একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে আমেরিকা, আপনি তা জানেন।'

'জানি,' মাথা দোলাল ওকেলো। 'কিন্তু ওরা তাকে পাচ্ছে কোথায়?'

'ওদের এতটা নির্বোধ ভাবা ঠিক হচ্ছে না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। এ দ্বীপে সিআইএ-র চর নিশ্চই আছে। তারা যদি খবর দেয়, নিশ্চই রেইড চালিয়ে গ্যারেটকে উদ্ধার করবে মার্কিন কম্যান্ডোরা।'

'হুঁম!' গদাইলশকরী চালে রূমের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করতে

লাগল ওকেলো। হাত পিছনে বাঁধা, নজর বুটের ডগায়, যেন কার্পেটের নকশায় কোথাও কোন খুঁত আছে কি না বের করার চেষ্টায় আছে। নীরবে তাকে অনুসরণ করছে লেসিলিস দৃষ্টি দিয়ে।

'ওকে এখনও প্রয়োজন আছে আপনার?' প্রশ্ন করল সে।

ব্রেক কষল ওকেলো, হাসল। ঝাড়বাতির আলোয় ঝিক্ করে উঠল তার দুই সারি মজবুত দাঁত। 'তেমন একটা নেই আসলে। কেনিয়ায় দুই সুন্দরী যমজ বোনের সন্ধান বের করেছে আমার বন্ধুরা। ওদের ব্লাড গ্রুপও ও নেগেটিভ কে. কে। অল্প-বয়সী, মাসাই মেয়ে। গায়ের কাদা ধুয়েমুছে নিলে মাসাই ছুঁড়িগুলো কেমন মাল হয়ে ওঠে জানোই তো। আগামী সপ্তায় ওরা এ দেশে আসছে। দুটোকেই বিয়ে করতে যাচ্ছি আমি।' হাসি দুই কানে গিয়ে ঠেকল 'ফিল্ড মার্শালের'। 'ক্লেভার, নো? রক্ত আর মজা, দুটোই একসাথে লুটতে পারব যতদিন খুশি। বিনিময়ে বিলাসে-ব্যসনে ভাসিয়ে দেব ওদের আমি।'

থেমে চোখ কোঁচকাল ওকেলো। 'তুমি ওকে নিকেশ করে দিতে বলছ, লেসিলিস?'

'নিশ্চই! প্রয়োজন যখন নেই, অনর্থক বিপদ পুষে রাখা কেন?'

'অল রাইট। তাই করো তাহলে। মেরে ফেলে দাও ওকে...না, দাঁড়াও! তার আগে ওর রক্ত সব বের করে রাখি না কেন? চার পাঁচ পাইন্ট রক্ত বের করে নিলে এমনিতেও মরবে ছেলেটা হার্ট ফেল করে। তারপরও অবশ্য আরও দু'চার পাইন্ট বের হবে। কম নয়, আট নয় পাইন্ট রক্ত সংগ্রহে থাকবে। মেয়েদের পৌছতে যদি কিছু দেরিও হয়, চিন্তা করতে হবে না। তারপর ছোঁড়াকে ক্লিফ থেকে ফেলে দিয়ো নিচে, হাঙরের খাবার হবে ও, কি বলো? এদিকের হাঙরগুলো তো গত এক বছরে দারুণ মাংসলোভী হয়ে উঠেছে। কেমন হলো প্ল্যানটা?'

হেসে উঠল লেসিলিস। 'চমৎকার, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। তাহলে কাল...'

'কাল কেন? আজ, এখনই রওনা হলে ক্ষতি কি?'

'এখনই?'

'হ্যাঁ। শুভ কাজে দেরি করা উচিত নয়। দাঁড়াও, ডক্টর বাকারিকে খবর পাঠাই, আসুক সে। আমিও যাব তোমাদের সাথে ছেলেটাকে ফেয়ার ওয়েল জানাতে।'

এক ঘন্টা পর।

প্রেতের মত নিঃশব্দ পায়ে চড়াই অতিক্রম করে ভিলার একশো গজ দূরে থামল মাসুদ রানা। হাত তুলে এগোতে নিষেধ করল ক্যাডি ও লানিকে। ওর হাত ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বাজে এখন। নাইট গ্লাস চোখে লাগিয়ে সামনে তাকাল রানা, এক লাফে ওর কয়েক হাতের মধ্যে এসে পড়ল ভিলা।

বেশ বড় ওটা। ডান দিক দিয়ে পিছনে আরেকটা নিচু বিল্ডিঙের কাঠামো দেখা যায়। আগে ওটা সার্ভেন্ট'স কোয়ার্টার ছিল, বর্তমানে গার্ড ব্যারাক। একেবারে অন্ধকার ওটা, নড়াচড়ার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। মেইন গেটে নজর দিল এবার রানা। একটা বালব জ্বলছে ওখানে। তার নিচে বেঞ্চে বসে আছে খাকি শর্টস পরা এক গার্ড, খালি গা। গেটের পিলারে মাথা-পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমে বিভোর। তার দুই পায়ের ফাঁকে গোঁজা আছে একটা রাইফেল।

ঝাড়া পাঁচ মিনিট ভিলার সর্বত্র কড়া নজর বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হলো মাসুদ রানা। ঘুরে মাথা ঝাঁকাল ক্যাডি ও লানির উদ্দেশে। 'ওকে।' হাত তুলে ডান দিক ইঙ্গিত করল। ওদিকে গজ ত্রিশ-চল্লিশেক দূরে ক্লিফের কিনারা। ওর কাছাকাছি, সরাসরি নিচে কোথাও দ্বিতীয় ডিঙিটা নিয়ে কার্সটির থাকার কথা। 'ক্যাডি, একটা মোটা গাছ বের করো কিনারার দিকে।'

একটা পেন্সিল টর্চ নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল কানাডিয়ান। লানি

এগিয়ে এসে রানার গা ঘেঁষে বসল। 'ভয় করছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'একদম না।'

'ব্রেভ গার্ল।' ওর মাথা ঝাঁকিয়ে দিল রানা।

একটু পরই ফিরে এল ক্যাডি। 'পেয়েছি।'

লানির হাতে দ্বিতীয় নাইট গ্লাসটা দিয়ে উঠল ও। 'ভিলার ওপর নজর রাখো, আমরা এখনই ফিরব।'

কিনারার দিকে এগোল রানা ও ক্যাডি। ক্লিফ প্রান্তের দু'ফুটের মধ্যে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসল। নিজের টর্চলাইট নিচের দিকে তাক্ করে তিনবার জ্বালল রানা। জবাব এল না কার্সটির। একটু বিরতির পর আবার সঙ্কেত দিল ও—সাড়া নেই। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রানা, কোথায় গেল? অবশেষে পঞ্চমবারে পাল্টা সঙ্কেত দিল কার্সটি। ওদের বাঁ দিকে একশো গজমত দূরে রয়েছে সে।

'থেমে থেমে ওকে সঙ্কেত দিতে থাকো,' ক্যাডিকে বলল রানা। 'আমি লাইন বেঁধে আসছি।'

বাছাই করা গাছটা কাছেই। কাঁধের ম্যানিলা রোপের কয়েল মাটিতে রেখে তার এক প্রান্ত কামড়ে ধরে ওটা বেয়ে ফুট দশেক উঠে পড়ল রানা, একটা ডালের ওপর বসে তিন প্যাঁচ দিয়ে দড়িটা মজবুত করে বাঁধল গাছের সাথে। বিশেষ এক গিঁট দিয়ে বাঁধল, যাতে দড়ি ছিঁড়ে গেলেও গিঁট খুলবে না।

নেমে ক্যাডির কাছে ফিরে এল রানা। 'আসছে?'

'হ্যাঁ, আসছে।'

রেডিও বের করল রানা। 'র‍্যাম টু কলিং র‍্যাম থ্রী। ডু ইউ রীড? ওভার।'

'ইয়েস, রানা,' প্রসিডিওর ভুলে ওর নাম ধরে সাড়া দিল কার্সটি। 'লাউড অ্যান্ড ক্লীয়ার। ওভার।'

ঠোঁট মুড়ে হাসল রানা। 'আমাদের সিগন্যাল সোজা নিচে এসো।

বল ছুঁড়তে যাচ্ছি আমি। ওভার।'

'ওকে।'

নাইট গ্লাস চোখে লাগাল রানা। ডানে-বাঁয়ে তাকাল। চারশো গজ দূরে অস্পষ্ট একটা ছায়া দেখে বুঝল ওটাই মৎস্যকন্যা। একটু পর কার্সটিকেও দেখতে পেল ও, ডিঙি নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

গ্লাস রেখে রাবারের বল দুটো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। বাঁধার সুবিধের জন্যে আসার আগে ড্রিল করে এ মাথা ও মাথা ছিদ্র করে নেয়া হয়েছিল দুটোই, সেই ছিদ্রে সুতলি ভরে ও দুটোকে প্রথমে এক করে বাঁধল ও শক্ত করে। আগেই টেনেটুনে দেখে নিয়েছে রানা সুতলি যথেষ্ট মজবুত।

বল দুটো জুড়ে দুই গোল্লা সুতলি গিঁট দিয়ে এক করল ও। তার এক প্রান্তে বাঁধল বল, অন্য প্রান্তে ম্যানিলা রোপ কয়েলের দ্বিতীয় মাথা। ওদিকে কার্সটির সঙ্কেত পেয়ে মৎস্যকন্যার পাল তুলে দিয়েছে সেলিম, একটু একটু তীরের দিকে এগিয়ে আসছে এখন ওটা। কাজ সারা হতে শেষ বারের মত টর্চ জ্বেলে কার্সটিকে সঙ্কেত দিল রানা, নিচ থেকে পাল্টা সঙ্কেত পেয়ে রাবার বলের দু'হাত দূরে সুতলি মুঠো করে ধরে ডান থেকে বাঁয়ে ঘোরাতে লাগল বল। সেই সাথে ভাল করে দেখে নিল পায়ে বা আর কিছুর সাথে বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না কয়েলের। হাতের গতি বাড়িয়ে দিল রানা। বন্ বন্ করে ঘুরছে বল।

যখন মনে হলো যথেষ্ট হয়েছে, বল দুটো মাথার ওপর দিয়ে পাক্ খেয়ে ঘড়ির কাঁটার হিসেবে তিনটের ওপর পৌঁছতেই ডান হাত সজোরে সামনের দিকে ঠেলে দিল, সেই সাথে সুতলি ধরা মুঠো আলগা করে দিল। সাঁ করে উড়ে গেল বল, খানিকটা সোজা গিয়েই রঙধনুর বাঁক নিল, মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের দিকে।

হাঁটু গেড়ে রেডিও বের করল রানা। 'র‍্যাম টু কলিং র‍্যাম থ্রী। ডু ইউ

রীড? ওভার।'

'ইয়েস, র‍্যাম টু। লাউড অ্যান্ড ক্লীয়ার।'

'বল নামছে। স্ট্যান্ড বাই। ওভার।'

পেন্সিল টর্চ জ্বেলে ধরে রেখেছে ক্যাডি কয়েলের ওপর। আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বলের টানে মুহূর্তে একটার পর একটা পাক খুলছে, পুরু কয়েল থেকে খুব দ্রুত ছুটে যাচ্ছে দড়ি। মনে হলো যেন এক যুগ পর থামল রোপের দৌড়। সৈকতে পড়েছে বল।

রানার প্রশ্নের জবাব তিন মিনিট পর দিল কার্সটি, রেডিওতে বিস্ফোরিত হলো তার কণ্ঠ। 'গট ইট, রানা!'

'গুড।'

বল ডিঙিতে তুলে মৎস্যকন্যার দিকে রওনা হয়ে গেল কার্সটি। নাইট গ্লাসের সাহায্যে দশ মিনিট পর রোপের ও প্রান্ত কামড়ে ধরে সেলিমকে বাঁদরের মত মৎস্যকন্যার বেজ মাস্ট বেয়ে তর তর করে উঠে যেতে দেখল মাসুদ রানা। বল আর সুতলি আগেই খুলে ফেলে দিয়েছে সে। মাস্টের সাথে ওর শিখিয়ে দেয়া কায়দায় দড়ি বাঁধল সেলিম। তার একটু পর পাশে বাতাস বাধিয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করল বোট।

গজ দশ-বারো যেতেই টান পড়তে শুরু করল ওপরের গাছে বাঁধা দড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে নোঙর ফেলার নির্দেশ দিল মাসুদ রানা, তাই করা হলো। তারপরও আরও বেশ খানিকটা টান হলো দড়ি। ওটা টেনেটুনে, ঝুলে পরীক্ষা করে দেখল রানা আর ক্যাডি। একদম ঠিক আছে। নিঃশব্দে হাসল ক্যাডি দাঁত বের করে। 'গডড্যাম জেরোনিমো লাইন রেডি, কমান্ডার!' 'টি' বারগুলো গাছটার গোড়ায় পাশাপাশি শুইয়ে রাখল সে।

ওপর নিচে মাথা দোলাল রানা। সন্তুষ্ট। পরমুহূর্তে জমে গেল একটা গাড়ির আওয়াজ শুনে।

*

কোমরের ওপরদিক সামনে ঝুঁকিয়ে লানির অবস্থানের দিকে ছুটল মাসুদ রানা। ক্যাডি লেগে থাকল ওর দু'ফুট পিছনে।

'রানা!' কাছে যেতেই অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠল লানি। 'একটা গাড়ি আসছে!'

'শুনেছি।' সম্মোহিতের মত বাঁ দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, ভিলায় যাওয়ার রাস্তা ওদিক থেকেই এসেছে। একটু পরই হেডলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভিলার গেট, বোধহয় গার্ডকে ঘুমে দেখেই হর্ন বাজাল ড্রাইভার। ঝাঁকি খেয়ে চোখ মেলল গার্ড, গাড়ি দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রাইফেল হাতে।

নাইট গ্লাসে চোখ রেখে গাড়ির আরোহীদের দিকে তাকাল মাসুদ রানা, তাদের চিনতে পারামাত্র কয়েকটা বিট্ মিস করল ওর হার্ট। পিছনের সীটে বসে আছে লেসিলিস আর ওকেলো, সামনে ড্রাইভারের পাশে সাদা অ্যাপ্রন পরা আরেকজন। ওকেলোকে ভাল করে দেখল রানা, এতদিন ছবিতেই দেখেছে ওই চেহারা।

নিজের গ্লাস ক্যাডির হাতে তুলে দিল ও নীরবে। ওটা চোখে দিয়ে সামনে তাকাল কানাডিয়ান। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'স্কিপ, লেসিলিসের দিকে তোমরা কেউ ভুলেও নজর দেবে না। ও আমার।'

ততক্ষণে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে গাড়িটা। গেটের গার্ড সটান দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে ভিলার ভেতরে আর পিছনের গার্ড ব্যারাকে একটা করে আলো জ্বলে উঠল।

'বিপদের কথা,' বিড় বিড় করে বলল মাসুদ রানা। 'ওরা নিশ্চই গ্যারেটকে শেষ করে দিতে এসেছে।'

'দেরি কিসের তাহলে, চলো!' তাড়া লাগাল ক্যাডি।

'দাঁড়াও!'

ব্যারাক থেকে এক দীর্ঘদেহী আফ্রিকানকে বের হতে দেখল সবাই।

পরনে শুধু শর্টস। ওয়েস্ট হোলস্টারে পিস্তল। গেটের গার্ডের সাথে উঁচু গলায় দু'য়েকটা বাক্য বিনিময় হলো লোকটার, তারপর ভিলার উদ্দেশে পা বাড়াল সে। ব্যারাকের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। দরজা খোলাই আছে, ভেতরের আলো এসে পড়েছে সামনে। তবে আর কেউ বের হলো না।

'ক্যাডি, আমাদের পরিকল্পনা একটু বদল করতে হচ্ছে,' বলল ও।

'কি করতে চাও?'

'রাস্তার দিকে এগোচ্ছি আমি আর লানি। গেটের গার্ডটাকে আমিই নিচ্ছি। পথ পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে ভেতরে ঢুকবে তুমি, একদৌড়ে ভিলার পিছনদিকে গিয়ে পজিশন নেবে। ওই ব্যারাকের খোলা দরজা সোজা, ওকে?'

'ওকে।'

'ভিলার দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসবে। ভেতর থেকে কাউকে বের হতে দেখামাত্র গুলি করবে। অবস্থা বুঝে গ্রেনেড। কেউ যেন বের হতে না পারে ভেতর থেকে।'

'পারবে না।' দৃঢ় আস্থা ধ্বনিত হলো ক্যাডির কণ্ঠে।

ভিলার ভেতরে করিডর ধরে তালা মারা এক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তিন জনের দলটা। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল 'ডাক্তার' বাকারি। অভ্যুত্থানের আগে মরনি জেনারেল হসপিটালের মেল নার্স ছিল লোকটা। পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে ওকেলোর পেয়ারের বন্ধু এখন সে। ওকেলো যেমন 'ফিল্ড মার্শাল', সে-ও তেমনি 'ডাক্তার'।

দরজা খোলার মুহূর্তে পিছনে পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল ওকেলো। শর্টস পরা গা খালি গার্ডটিকে দেখে কাছে ডাকল। 'এসো, তোমার সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে।'

রুমটা একটা ক্লিনিকের মত সাজানো। ধপধপে সাদা চাদর বিছানো

একটা স্টীল কট রয়েছে এক দিকে, খালি। আরেক দিকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বড় একটা রেফ্রিজারেটর, এবং কাঁচের দরজাওয়ালা কাঠের একটা কেবিনেট। তার ভেতরে রয়েছে কিছু বোতল ও স্টেইনলেস স্টীলের ক্যান। ওটার পাশে বড় এক কাঁচের জানালা। গ্রিল নেই। ক্লিনিকের শেষ মাথায় আরেকটা দরজা। এটা স্টীলের, তালা মারা।

ওটাও খুলল বাকারি। ভেতরে স্রেফ একটা বেড, তার কয়েক ফুট ওপরে মোটা গ্রিল দেয়া একটা ছোট্ট জানালা। দেখলেই বোঝা যায় ওটা খুব তাড়াহুড়ো করে বসানো হয়েছে।

সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী, দীর্ঘদেহী গ্যারেট হেউড শুয়ে আছে বেডে। পরনে শুধু বক্সারদের নীল শর্টস। সূর্যের আলো না পেয়ে সাদা হয়ে গেছে গায়ের রঙ, মুখে কয়েক মাসের জমে ওঠা ঘন দাড়ি। দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যুবকের, চোখ ডলতে ডলতে মাথা তুলল সে। তার দীর্ঘ সোনালী চুল ঝুলে থাকল বালিশের ওপর।

'হ্যালো, গ্যারেট,' হাসল লেসিলিস।

নীল চোখে লোকটাকে দেখল যুবক, চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল সে। 'তুমি?'

'আমি একা নই। দেখতেই পাচ্ছ।'

'কি চাও এখানে?' উঠে দাঁড়াল গ্যারেট।

'আরও রক্ত,' হাসল আবার লোকটা।

হতভম্ব চেহারা হলো গ্যারেটের। ওকেলো আর বাকারিকে দেখল। 'মানে? দু'দিন আগেই তো রক্ত নেয়া হয়েছে!'

'কিন্তু আমার যে আরও চাই,' এক পা এগোল ওকেলো।

দ্রুত পিছাতে শুরু করল গ্যারেট। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে চেহারা। দেয়ালে পিঠ ঠেকতে থেমে পড়তে হলো তাকে। মাথা দোলাচ্ছে ঘন ঘন। 'না! এত তাড়াতাড়ি রক্ত দেব না আমি।'

'তোমাকে দিতে হবে না,' ব্যঙ্গের হাসি ফুটল লেসিলিসের মুখে। 'কষ্ট করে আমরাই নিয়ে নেব।'

'না!' চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল গ্যারেট। 'দেব না!'

'সরি, কিড,' বলল ওকেলো। 'এ আমরাও চাইনি। কিন্তু তোমার মা-ই বাধ্য করেছে আমাদের।'

'আমার মা!'

'হ্যাঁ,' এক পা এগোল লেসিলিস। 'আমার পিছু নিয়ে ছুটে এসেছে সে, জানো? বিপজ্জনক ব্যাপার। তাই আমরা ঠিক করেছি শেষবারের মত তোমার শেষ বিন্দু রক্ত পর্যন্ত বের করে নেব, তারপর দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দেব নিচে। হাঙরের ভোজে লাগবে তুমি।'

'কোথায় আমার মা?'

'খুব কাছেই রয়েছে। অবশ্য...দেরি করে ফেলেছে।'

কথার ফাঁকে ওরা চারজনে মিলে কোণঠাসা করে ফেলল গ্যারেটকে, তারপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। লেসিলিসের চোয়ালে একটাই মাত্র ঘুসি মারার সুযোগ পেল গ্যারেট, তাও দুর্বল। তিন মিনিটের মধ্যে তাকে বিছানার সাথে বেঁধে ফেলা হলো। বাঁ কনুইয়ের উল্টোদিকের ভেইনে নিডল ভরে দিল বাকাবি সরু রাবারের নল বেয়ে ফ্লোরে রাখা বড় এক কাঁচের বোতলে জমতে আরম্ভ করল রক্ত।

গ্যারেটের আর্ত-চিৎকারে কেঁপে উঠল ভিলা।

বিশ গজ দূর থেকে কেশে উঠল মাসুদ রানার স্টেন। একটা পাক খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল গার্ড, টুঁ শব্দটি করার সুযোগও পায়নি। সোজা হার্টে গিয়ে ঢুকেছে বুলেট। হাতের রাইফেল ঠাস্ করে পড়ল তার পাশে।

'ক্যাভি, মুভ!' চাপা কণ্ঠে বলেই লানির দিকে ফিরল রানা। 'ফলো

মি, কুইক!'

ওদের পাশ কাটিয়ে সবে মৃত গার্ডের কাছে পৌঁছেছে ক্যাডি, এই সময় ভেসে এল গ্যারেটের চিৎকার। মুহূর্তের জন্যে জমে গেল ওরা প্রত্যেকে, তারপর একযোগে তীরবেগে ছুটল। কিন্তু জায়গামত পৌঁছার সুযোগ হলো না ক্যাডির, তার আগেই ব্যারাক থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়েছে তিন-চারজন গার্ড। সবার হাতে রাইফেল। কিছু না বুঝেই বেরিয়েছে ওরা, স্রেফ গ্যারেটের চিৎকার শুনে। সবার চোখে ঘুম তখনও।

রে-র নির্দেশ ভুলে গেল ক্যাডি, টেনে ধরে রাখল স্টেনের ট্রিগার। নলটা সামান্য এদিক ওদিক ঘোরাল, মুহূর্তে শুয়ে পড়ল সব ক'টা গার্ড, একজন চেঁচিয়ে উঠল বিকট শব্দে। ব্যারাক থেকে আরও লোক বেরিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি একটা গ্রেনেড বের করল ক্যাডি, পিন খুলে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল দরজা সই করে। বিকট শব্দে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। দুই গার্ড স্রেফ উড়ে গেল বিস্ফোরণের ধাক্কায়।

এক সাথে ভিলায় ঢুকল রানা ও লানি। ওদিকে গ্যারেটের কেবিনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সবাই, হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। পিস্তল বাড়িয়ে গার্ড বের হলো আগে, পিছনে বাকারি, কি ঘটছে বাইরে দেখতে চায়। করিডরে পা রাখা মাত্র যমদূতের মত ছুটে আসতে থাকা মাসুদ রানা আর লানিকে দেখে জায়গায় জমে গেল ওরা। শেষ মুহূর্তে পিস্তল তোলার চেষ্টা করল বটে গার্ড, কিন্তু আগেই কলজেতে মৃত্যুর হিম ছ্যাঁকা লেগে যাওয়ায় আঙুল কাজ করল না সময়মত।

বুকে-পেটে রানার পাঁচ-ছয়টা গুলি খেয়ে পিছনদিকে উড়ে গেল গার্ড, পরমুহূর্তে লানির গুলি খেয়ে উড়াল দিল বাকারি। দুটোই ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল করিডরের শেষ মাথার দেয়ালে।

ওদিকে ভেতরের রুম থেকে সামনের রুমে এসে পড়েছিল ওকেলো আর লেসিলিস, বের হতে চাইছিল। কিন্তু সামনের দৃশ্য দেখে বিদ্যুৎ

বেগে পিছিয়ে গেল তারা। সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত এ রুমের একমাত্র কাঁচের জানালাটার দিকে তাকাল লেসিলিস। ওকেলো দ্রুত ছুটে গেল খোলা দরজার দিকে, ওটার আড়ালে গিয়ে সেঁটে দাঁড়াল দেয়ালের সাথে।

পরমুহূর্তে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল রানা আর লানি। বাইরে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনে করণীয় আগেই ঠিক করে ফেলেছিল লেসিলিস। তখন আর বন্ধুর দিকে তাকাবার সুযোগ নেই। ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে তীরবেগে জানালা সই করে ছুটল সে, ডাইভ দিয়ে জানালার ফ্রেম-কাঁচ ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেল। দরজায় পৌঁছে পলকের জন্যে তার পা দুটো কেবল দেখতে পেল রানা। পরক্ষণে ভিলার পিছনের অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে। ধুপ্ করে পড়ল মাটিতে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল।

লানিকে ইঙ্গিতে গ্যারেটের রুমের খোলা দরজা দেখিয়ে জানালার দিকে ছুটল রানা। সুযোগটা কাজে লাগাল ধূর্ত ওকেলো, নিঃশব্দে রুম থেকে বেরিয়েই করিডর ধরে উল্টোদিকে ছুটল তীরবেগে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, প্রথমে ব্যস্ত হয়ে দৌড় দিলেও পরমুহূর্তে বুঝল রানা এ মুহূর্তে আলোকিত জানালার সামনে যাওয়া চরম বোকামি হবে। বাইরে থেকে গুলি ছুটে আসতে পারে যে কোন দিক থেকে। তাই ঘুরে দাঁড়াল ও, এবং তখনই কালো একটা কিছু দরজার সামনে থেকে সাঁৎ করে সরে যেতে দেখল। বাইরে থেকে একের পর এক গ্রেনেড ফাটার আওয়াজ আসছে।

দুই লাফে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ওকেলো! পালাচ্ছে! স্টেন তুলল ও, ছুটন্ত দেহটার কোমর সই করে দাবিয়ে ধরল ট্রিগার। হোঁচট খেয়ে বাকারির ওপর পড়ে গেল ওকেলো। মুখ বিকৃত করে ঘুরল সে বহুকষ্টে। ঠিক চোখের সামনে মাসুদ রানার ঘৃণায় কুঞ্চিত চেহারা দেখল লোকটা। কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু সুযোগ হলো না। স্টেন সামান্য উঁচু করল রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'গো টু হেল্, ইউ ভ্যাম্পায়ার!'

ম্যাগাজিনের অবশিষ্ট গুলি ওকেলোর বুকে শেষ করল মাসুদ রানা।

এই সময় লানির চিৎকার কানে এল। স্টেন রিলোড করতে করতে দৌড় দিল ও। ভেতরের রুমে এক পলক চোখ বুলিয়েই অবস্থা বোঝা হয়ে গেল। মেঝেতে প্রায় আধ বোতল রক্ত বোঝাই একটা বোতল, বিছানায় বসা এক যুবক, বাঁ হাত ভাঁজ করে রেখেছে সে। মাথা হেলে আছে লানির কাঁধে।

'ওর রক্ত নেয়া হচ্ছিল,' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল লানি। 'আমি টান দিয়ে সুঁই খুলে ফেলেছি। কিন্তু ফুটো থেকে রক্ত ঝরছে এখনও।'

'তাতে ভয়ের কিছু নেই,' বলল রানা। 'এখনই বন্ধ হয়ে যাবে রক্ত। ঠিক কাজই করেছ তুমি, লানি। নইলে এতক্ষণে আরও রক্ত বেরিয়ে যেত।'

গ্যারেটের দিকে নজর দিল রানা। 'হ্যালো, গ্যারেট! আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। একটু অপেক্ষা করো।'

'আমার মা কোথায়?' দুর্বল গলায় বলল যুবক।

'আছে। একটু পরই দেখতে পাবে। লানি, তুমি দরজা বন্ধ করে বসে থাকো এর কাছে, আমি দেখি ক্যাডির ওদিকে কি অবস্থা।'

কানাডিয়ান তখন ধ্বংসের নেশায় মত্ত। একের পর এক গ্রেনেড মেরে গার্ড ব্যারাকের ছাদ ধসিয়ে দিয়েছে সে। আরও দুই গার্ডকে হত্যা করেছে। তবে এর মধ্যে ম্যাগাজিন বদল করার সময় চার-পাঁচ গার্ড এক ছুটে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে, ইচ্ছে থাকলেও বাধা দিতে পারেনি। তাদের খোঁজে এগোতে যাচ্ছিল ক্যাডি, ঠিক তখনই কাঁচ ভাঙার আওয়াজ উঠল। চমকে উঠে দেয়ালের সাথে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে, পরক্ষণে মাত্র কয়েক ফুট দূরে ঝুপ্ করে পড়ল লেসিলিস।

দেখামাত্র লোকটাকে চিনল ক্যাডি, দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে এগোল। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল লেসিলিস, আলতো করে তার কাঁধে ঠেসে ধরল স্টেনের নল। ভীষণভাবে চমকে উঠল লোকটা।

'হ্যালো, লেসিলিস!' অমায়িক হাসি ফুটল ক্যাডির মুখে।

'জেমবিয়ানিতেও কোন হস্‌পিটাল নেই বোধহয়? নাকি আছে?'

'মেরো না!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'দোহাই লাগে আমাকে মেরো না! গ্যারেট বেঁচে আছে, তোমার বন্ধু ওকে উদ্ধার করেছে! প্লীজ, আমাকে...'

'ওকেলো কোথায়?'

'ও...ও আছে, ভিলার ভেতরে আছে। চলো, নিয়ে যাই তোমাকে ওর কাছে। বিশ্বাস করো, আমার কোন দোষ নেই। ওই লোকই...' বলতে বলতে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপ দিল লেসিলিস। ব্যারাকের আলোয় লোকটার হাতে কিছু একটা ঝিক্ করে উঠতে দেখে লম্বা এক লাফে সরে গেল ক্যাডি। ছুরি! স্টেনের বাট ঘুরিয়ে দড়াম করে মারল ও তার কানের পাশে। ককিয়ে উঠে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল লেসিলিস টলোমলো পায়ে।

পরমুহূর্তে খুক খুক করে কয়েকবার কেশে উঠল ক্যাডির স্টেন। এক হাঁটু ভেঙে ঝপ্ করে বসে পড়ল লেসিলিস, যেন কিসের এক ঘোরে ডানে-বাঁয়ে দুলল কিছুক্ষণ, তারপর আছড়ে পড়ল কাত হয়ে। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এক পা এগোল ক্যাডি, স্টেনের নল তার মাথার ছয় ইঞ্চি তফাতে ধরে আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল।

'ক্যাডি!' ভিলা ঘুরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার ফাঁকে ডাকল রানা চাপা কণ্ঠে। 'কোথায় তুমি?'

'এই যে,' মুখ ঘোরাতেই ওকে দেখতে পেল ক্যাডি।

'চলে এসো। ওকে পেয়েছি আমরা।'

পা বাড়াল ক্যাডি, 'ওকেলো?'

'শেষ। আফসোস যে লেসিলিস হারামজাদা পালিয়ে গেল।'

'না,' হাসি ফুটল ক্যাডির মুখে। 'ওকে আমি নিয়েছি। ওই যে,' হাত তুলে দেহটা দেখাল সে।

'গুড! ভেরি গুড! চলো তাহলে।'

দু'মিনিট পর গ্যারেটকে প্রায় কাঁখে ঝুলিয়ে ছুটল ক্যাডি। রানা আগে, লানি পিছনে। ছুটতে ছুটতেই মুখের সামনে রেডিও তুলে ধরল রানা। প্রাসিডিওরের ধার দিয়েও ঘেঁষল না। 'কার্সটি,' চাপা কণ্ঠে বলল, 'পেয়েছি ওকে। নিয়ে আসছি। তৈরি হও।'

জবাবে কার্সটির চিৎকার করে কেঁদে ওঠা শুনে মুচকি হাসল ও। 'র‍্যাম ওয়ান, ডিড ইউ হিয়ার?'

'ইয়েস।' জবাব দিল মারফি। 'বছরের সেরা খবরটা শুনলাম এইমাত্র। চলে আসুন, আমরা পথে আছি।'

এই সময় দূর থেকে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। বেশ কয়েকটা। খবরটা তখনই মারফিকে জানাল ও। হেসে উঠল সে শুনে। 'গুড! ওদের ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা করা আছে, আপনারা চলে আসুন। আওয়াজ কোনদিক থেকে আসছে?'

কান পেতে কয়েক মুহূর্ত শুনল রানা। 'মনে হয় দু'দিক থেকেই।'

'সে তো আরও ভাল হলো। গুড ! ওভার অ্যান্ড আউট।'

কিছুক্ষণ পর পুব পশ্চিম দু'দিক থেকেই পরপর ভয়াবহ কয়েকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। পায়ের নিচে কেঁপে উঠল মাটি। প্রায় সাথে সাথে থেমে গেল গাড়ির আওয়াজ। আর শোনা গেল না।

প্রথম টি বারে বসানো হলো গ্যারেটকে, পরেরটায় উঠল ক্যাডি। গ্যারেটকে তার আগে ভাল করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে সব। এত ওপর থেকে লাফ দিতে হবে ভেবে প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল সে, অবশ্য পরে সামলে নিয়েছে। বেশ নির্ভয়ে চেপে বসেছে বারে। সাঁৎ করে একদম খাড়া নেমে গেল ওরা দু'জন, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট মত, তারপর দড়ি টান হতেই কামানের গোলার বেগে ছুটল রীফের দিকে।

'লানি, এবার তুমি।'

কথাটা শেষ করতে পারেনি মাসুদ রানা, হঠাৎ এক সাথে তিন চারটা অস্ত্র গর্জে উঠল। ক্যাডিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া গার্ড ওরা,

ধাওয়া করে আসছে এখন। 'মাগো!' ককিয়ে উঠেই আছড়ে পড়ল লানি। কলজে উড়ে গেল রানার।

'লানি!'

সাড়া নেই।

'লানি!'

জবাব এল না। তবে বোঝা গেল একটু একটু নড়ছে মেয়েটি। ঝট্ করে পিছনে তাকাল মাসুদ রানা। হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে আসছে সাত-আটজন। নতুন ম্যাগাজিন পুরোটা ওদের ওপর খরচ করল ও অন্ধ আক্রোশে। চোখের সামনে টপাটপ তিনটে ছায়াকে পড়ে যেতে দেখল, অন্যরা থমকে গেল। এদিক-ওদিক ছুটল আশ্রয়ের খোঁজে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে গোলাগুলি থেমে গেল ও তরফের। সুযোগটা কাজে লাগাল মাসুদ রানা। স্টেন ফেলে তাড়াতাড়ি অনড় লানিকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটল। বুক কাঁপছে ওর মেয়েটা মরে গেছে ভেবে। একদম স্থির হয়ে আছে।

ওর ভারী, ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনে সাহস ফিরে পেল বাকি লোকগুলো, ঝোপঝাড় ভেঙে তেড়ে আসতে শুরু করল নতুন উদ্যমে। পিছনে তাকাবার সময় নেই মাসুদ রানার, সুযোগও নেই। এক হাতে কোনমতে টি বার সেট করল ও লাইনে। অবশিষ্ট বারটা এক লাথি মেরে পাঠিয়ে দিল ক্লিফের কিনারার দিকে, অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা মুহূর্তে। পড়ে গেছে কিনারা গলে।

বারে বসে পড়ল রানা চট্ করে। প্রাণান্তকর ব্যস্ততার সাথে, বহু কষ্টে লানির অসম্ভব ভারী দেহটা সামনের দিকে ঘোরাল, কোলের ওপর বসাল ওকে। এরপর ডান পা তার পেটের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বারের লম্বা দণ্ডের ফাঁকে ঠেসে ঠুসে গুঁজে দিয়ে অদ্ভুত, বেকায়দা ভঙ্গিতে বসল।

লানির পড়ে যাওয়ার ভয় নেই দেখে নিশ্চিন্ত হলো মাসুদ রানা,

দু'হাতে খাবলা দিয়ে ওপরের হ্যান্ডেল বার আঁকড়ে ধরল। প্রায় এসে পড়েছে তখন লোকগুলো। পিছনের ঝোপের আড়ালে আছে, যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে সামনের খোলা জায়গায়।

ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল মাসুদ রানা, আল্লাকে স্মরণ করল মনে মনে। তারপর আলতো করে নিজেকে সামনের দিকে ঠেলা দিয়ে অবশিষ্ট পা-টা তুলে নিল মাটি থেকে।

ঝাঁপটা দেয়ার সময় পাকস্থলী এত জোরে ওপরদিকে লাফ দিল, মনে হলো আরেকটু হলে বুঝি বেরিয়েই যেত মুখ দিয়ে। পরক্ষণে টেনে ছেড়ে দেয়া তীরের মত ছুটল ওরা সামনের দিকে। এক পেয়ে বকের মত বসে আছে মাসুদ রানা, বাতাসের প্রচণ্ড তোড়ে খুলির সাথে টান্ টান্ হয়ে সেঁটে আছে চুল। সঙ্কুচিত চোখের বাইরের কোণে পানি জমছে অল্প অল্প, ঘাড়ের পিছনে সুড়সুড়ি দিচ্ছে খাটো চুলগুলো। ফড় ফড় আওয়াজ করছে পরনের কাপড় চোপড়। ওর ডান পায়ের ওপর রোদে শুকোতে দেয়া কাপড়ের মত নেতিয়ে পড়ে আছে লানি দুই ভাঁজ হয়ে।

এত জোর টান পড়েছে পায়ে, ভয় হলো কবৃজি থেকে নিচের অংশ ছিঁড়েই যাবে হয়তো। অন্তত এক হাতেও যে মেয়েটিকে ধরবে, পায়ের চাপ কমাবে, সে উপায়ও নেই রানার। সময়মত ব্রেক কষা যাবে না তাহলে, মৎস্যকন্যার মাস্টের সাথে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে হাড়গোড়। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিল মাসুদ রানা।

পাঁচ মিনিট পর।

সর্বোচ্চ গতিতে খোলা সাগরের দিকে ছুটছে মৎস্যকন্যা। খাঁড়ির পাথুরে দেয়ালে বিকট প্রতিধ্বনি তুলছে তার এনজিনের গর্জন।

লানিকে খোলা ডেকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সেলিম ছাড়া অন্য সবাই হুমড়ি খেয়ে আছে তার ওপর। সাড়া নেই মেয়েটির। রক্তে চুপচুপ করছে পরনের কাপড়। টর্চের আলোয় ভীতিকর রকম ফ্যাকাসে লাগছে

মুখটা। চোখ আধবোজা, ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ধমনীর সাড়া আছে বটে, তবে খুব ধীর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডেক।

দুটো গুলি খেয়েছে লানি সাটো—একটা গলায়, অন্যটা নিতম্বে। দুঃসংবাদটা মারফিকে জানিয়ে ওর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে লেগে পড়ল মাসুদ রানা। সেলিম বোট চালাচ্ছে, কার্সটি, গ্যারেট আর রানা ওকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। শুধু ক্যাডি আর্লিংটনের মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। লানির মাথার কাছে স্থাণুর মত বসে আছে কানাডিয়ান দানব। মস্ত ডান মুঠোয় লানির স্থির এক হাত ধরে রেখেছে। আনমনে খেলা করছে ওটা নিয়ে।

এক সময় বিড় বিড় করে বলে উঠল সে, 'ইউ নো, স্কিপ! আমরা দু'জন বিয়ে করব ঠিক করেছিলাম। এই মিশন শেষ হলে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ভেবেছিলাম ওকে নিয়ে সংসারী হব এবার, দেশে ফিরে যাব। মেয়েটা···বড় হতভাগী, কি বলো, স্কিপ? বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন পেতে পেতেও হারাল। সৃষ্টিকর্তা একজনকে এত কষ্ট দিয়ে কি সুখ পান, বলতে পারো? গত দু'দিন কত স্বপ্ন দেখেছে ও নিজের সংসার নিয়ে, জানো? কত রঙিন স্বপ্ন! ওর স্বপ্নের তোড়ে আমিও ভেসে গিয়েছিলাম, স্কিপ! একদম ভেসে গিয়েছিলাম!'

কথা নেই কারও মুখে।

ঘাড় কাৎ করে লানির মুখটা দেখল ক্যাডি অনেকক্ষণ ধরে। মৃদু চাপ দিল তার হাতে। তারপর মুখ তুলে আকাশ দেখল। হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ। সে আলোয় দানবের চোখের কোণে পানি দেখা গেল।

'এত নির্দয় কি করে হতে পারো তুমি?'

'শান্ত হও, ক্যাডি,' তার ঘাড়ে হাত রাখল মাসুদ রানা। 'ধৈর্য ধরো। লানি মরবে না। ঠিক হয়ে যাবে ও। গলার বুলেটটা বের করে ফেলেছি আমি। মারফি আসছে। লানিকে কেবিন ক্রুজারে করে দার-এস-সালাম নিয়ে যাব আমরা। ওখানে নিয়ে অপারেশন করলেই সেরে উঠবে ও,

দেখো।'

রানা জানে, মুখে যা-ই বলুক, কণ্ঠের হতাশা ও চেপে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে চরমভাবে।

চোদ্দ

ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে। মাহে বন্দরে নোঙর ফেলল মাসুদ রানা। মুম্বাইয়ে যে কাজ অসমাপ্ত রেখে সরে পড়তে হয়েছিল, সে কাজ আরেক বিসিআই এজেন্ট সেরে ফেলেছে বলে খবর এসেছে। সেই সাথে এসেছে দেশে ফিরে যাওয়ার ডাক—আর আত্মগোপন করে থাকার প্রয়োজন নেই। ফিরে চলেছে তাই মাসুদ রানা।

এনজিন অফ করে ডেকে এসে দাঁড়াল ও। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তীরের দিকে। ঘুম এখনও ভাঙেনি বন্দরের, সবকিছু নিথর, নীরব।

কি আশ্চর্য! ভাবল রানা, এই সেদিন এখানে ছিল ও। লানি ছিল, জ্যাক ছিল, কার্লটি, ক্যাডি ছিল। ছিল লেসিলিস-কার্লো। আজ তারা কেউ নেই। নিয়তি তাদের সবাইকে আলাদা করে দিয়েছে। শেষের দু'জন মরেছে, লানি সাটো...

মনটা অতীতে চলে গেল মাসুদ রানার। মারফির কেবিন ক্রুজারে চড়ে সূর্য ওঠার আগেই দার-এস-সালাম ফিরে আসে ওরা সেদিন। সব আয়োজন করা ছিল, কাজেই বাকি কাজ সারতে বিশেষ সময় ব্যয় হয়নি। তিন ঘণ্টা লেগেছে লানির অপারেশন আর রক্ত দেয়া শেষ হতে।

কিন্তু বিশেষ ভরসা দিতে পারেননি ডাক্তার। বলেছেন, সেখানে আর কিছু করা সম্ভব নয়। যদি তাড়াতাড়ি লন্ডন বা নিউ ইয়র্ক নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে হয়তো বেঁচে যাবে মেয়েটি। যদিও নিশ্চিত করে বলা যা. না কিছুই।

সে ব্যবস্থা হয়েছে। এক মার্কিন নাগরিককে উদ্ধার করতে গিয়ে লানি মরতে বসেছে, তাই তাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব না চাইতেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন কনসাল। সরকারী খরচে ওর নিউ ইয়র্কে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সাথে ক্যাডিরও যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মাসুদ রানা নিজ খরচে করেছে কাজটা।

তিনদিন পর তার সাথে স্ট্রেচারে শায়িত লানিকে বিমানে তুলে দিয়েছে ও। কার্সটি আর গ্যারেটও একই ফ্লাইটে দেশে ফিরে গেছে। বিদায়ের সময় লানির চোখের পানি মুছে কথা দিয়ে এসেছে মাসুদ রানা, খুব শীঘ্রি নিউ ইয়র্ক আসছে ও লানিকে দেখতে।

কিছু কেনাকাটা সেরে ইয়ট ক্লাবে এল রানা। কিছুক্ষণ পর মুঠোয় একটা টেলিগ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দু'দিন আগে লন্ডন থেকে এসেছে ওটা রানার নামে। জ্যাক নেলসনের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে। ওখানে পৌঁছার পাঁচ দিন পর মারা গেছে মানুষটা।

একবারও আর পিছন ফিরে তাকাল না মাসুদ রানা। নোঙর তুলে ছেড়ে দিল বোট। একা পথ চলার নিয়তি নিয়ে জন্মেছিল। তাই একাই ফিরে চলেছে আজ আবার। ব্যক্তিগত সমস্ত দুঃখ-বেদনা, মৃত্যু-বিয়োগ ব্যথা পিছনে ফেলে এগিয়ে চলল গন্তব্যের উদ্দেশে।

চোখের কোণে যে মৃদু পানির আভাস দেখা দিয়েছে, সেটাকেও অস্বীকার করতে চাইল মাসুদ রানা। কাজের মানুষ, রক্ত-মাংসের এক রোবট রানা, ও কাঁদলে চলবে কেন?

***